NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৭ প্রয়াত ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শিবু সোরেন

ইয়েমেনে শরণার্থী বোঝাই নৌকো ডুবে মৃত ৬৮ ৭

কলকাতা ৫ আগস্ট ২০২৫ ১৯ শ্রাবণ ১৪৩২ মঙ্গলবার উনবিংশ বর্ষ ৫৭ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 05.08.2025, Vol.19, Issue No. 57, 8 Pages, Price 3.00

রোমাঞ্চের রূপকথায় বৃত্ত সম্পূর্ণ ওভালে

সিরিজ বাঁচল সিরাজে

নায়ক। ওভালে ইংল্যান্ডের শেষ উইকেট ছিটকে দেওয়ার পর জয়ের লাফ মহম্মদ সিরাজের।

নিজস্ব প্রতিবেদন: টেস্ট ক্রিকেটের সব রোমাঞ্চ যেন জমা ছিল ওভালের পঞ্চম দিনের সকালে। ম্যাচের আগে ভারতের দরকার ছিল চারটি উইকেট, ইংল্যান্ডের মাত্র ৩৫ রান। ক্রিকেটবিশ্ব তাকিয়ে ছিল, শেষে হাসবে কে? ভারতীয় পেসাররা কি পারবেন ম্যাজিক করতে, নাকি ইংরেজ ব্যাটাররা টেস্ট ম্যাচ ছিনিয়ে নেবেন? শেষ হাসি হেসেছে ভারত। মাত্র ৬ রানে জিতে সিরিজ ড্র করল গিলের নেতৃত্বাধীন 'নতুন ভারত'।

দিনের শুরুতেই দুটো চার মেরে ইংল্যান্ডকে এগিয়ে দেন ওভারটন। কিন্তু হঠাৎই ধ্রুব জুরেলের হাতে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন তিনি। এরপর সিরাজ একাই জ্বলে ওঠেন। এলবিডব্লু করেন ওভারটনকে। তখনও ইংল্যান্ডের দরকার ২০ রান, ভারতের দরকার দুটি উইকেট। একপ্রান্তে ছিলেন অ্যাটকিনসন, আর কাঁধে চোট নিয়ে

সেদিন লর্ডসে

এদিন ওভালে

ব্যাট করতে নামেন ক্রিস ওকস। ম্যাচে তখন টানটান উত্তেজনা। সিরাজের বলে ক্যাচ মিস করেও ছয় হাঁকান অ্যাটকিনসন। এক রানের জন্য জীবন্ত থেকেও শেষ রক্ষা হল না। পরের ওভারেই আবার সিরাজ। অ্যাটকিনসনের ব্যাট থেকে লেগে বল ধরা পড়ে জুরেলের গ্লাভসে। ভারতের জয় নিশ্চিত। গর্জে উঠল ওভাল। শুধু এক ম্যাচ নয়, গোটা সিরিজে ভারত যে নতুন জেদের নাম, তা বুঝিয়ে দিল টিম ইন্ডিয়া। এই জয়ের নায়ক ছিলেন পেসাররা। সিরাজ, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ ও আকাশদীপ প্রত্যেকে সময়মতো উইকেট এনে দিয়েছেন। আগের দিন রুট এবং ব্রুকের উইকেট তুলে নেওয়ার পরই পাল্টে যায় ম্যাচের গতি। আলো খারাপ হয়ে খেলা বন্ধ না হলে হয়তো দিন চারেই ফয়সালা হয়ে যেত।

প্রথম ইনিংসে ভারত করেছিল মাত্র ২২৪ রান, আর ইংল্যান্ড তুলেছিল ২৪৭। ২৩ রানে পিছিয়ে থেকেও দ্বিতীয় ইনিংসে ভারত তোলে ৩৯৬ রান, যার ফলে ইংল্যান্ডের সামনে লক্ষ্যমাত্রা দাঁড়ায় ৩৭৪। অথচ ওভালের ইতিহাসে এত রান তাড়া করে জেতার নজির নেই। তাই প্রত্যাবর্তনের বার্তা ছিল স্পষ্ট। ম্যাচের মাঝপথে বৃষ্টি, আলোর সমস্যা। সব বাধা পেরিয়ে ভারত দেখাল আত্মবিশ্বাস আর পরিণত মনোভাব। শুভমান গিলের নেতৃত্বে এই দল ভুলভ্রান্তির মধ্যেও ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলেছে। রোহিত-বিরাট জমানা পেরিয়ে 'নতুন ভারত' বুঝিয়ে দিল, তারাও লড়তে জানে, জিততে জানে। এই জয় শুধু একটি ম্যাচ নয়, ভারতের মানসিক জয়ের গল্পও। সিরিজ ২-২ ফলে শেষ হল। তবে এই ম্যাচ ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাসে থেকে যাবে এক ঐতিহাসিক কামব্যাক হিসেবে।

লোকসভায় তৃণমূলের দলনেতা পরিবর্তন

নিজস্ব প্রতিবেদন: তৃণমূল কংগ্রেসের সংগঠনের পর এবার সংসদীয় রাজনীতিতেও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাঁধে এল আরও বড় দায়িত্ব। সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের পদে থাকা অভিষেককে এবার লোকসভায় তৃণমূলের দলনেতা হিসেবে ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার দলের সাংসদ ও বিধায়কদের এক বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত জানানো হয়।

এতদিন এই পদে ছিলেন বর্ষীয়ান নেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে দলীয় সূত্রে খবর, দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ থাকায় সুদীপ আর সক্রিয়ভাবে দায়িত্ব সামলাতে পারছেন না। সেই কারণেই এবার অভিষেকের হাতে লোকসভায় দলের কণ্ঠস্বর তুলে দিলেন নেত্রী। এদিনের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী জানান, সংসদের উত্তাল পরিস্থিতিতে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তৃণমূলের অবস্থান আরও জোরদার করতেই এই পদক্ষেপ। 'অপারেশন সিঁদুর' থেকে বিহারের ভোটার তালিকা বিতর্ক, একের পর এক ইস্যুতে যেভাবে বিরোধীরা সক্রিয়, তৃণমূলও চাইছে আরও ধারালোভাবে তার জবাব দিতে।

মুখ্য সচেতক পদে ইস্তফা কল্যাণের

অন্যদিকে, লোকসভায় চিফ হুইপের দায়িত্বে থাকা কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ইস্তফা দিয়েছেন। আপাতত সমন্বয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কাকলী ঘোষ দস্তিদারকে।

লোকসভার মুখ্য সচেতকের পদ থেকে ইস্তফার কারণ হিসাবে শ্রীরামপুরের সাংসদ জানিয়েছেন, নেত্রী মমতা তাঁর উপর আস্থা রাখতে পারেননি। তাই তিনি ইস্তফা দিয়েছেন। ঘটনাচক্রে, ইস্তফার দেওয়ার কাছাকাছি সময়েই মহুয়ার বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে এক্স হ্যান্ডলে দীর্ঘ একটি পোস্ট করেছেন কল্যাণ। ঘটনাচক্রে, কল্যাণের ইস্তফা দিনেই মমতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবর্তে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে লোকসভার দলনেতা ঘোষণা করেছেন। সেটিও কি রয়েছে তাঁর ইস্তফার কারণ? কল্যাণ নিজে বলেছেন, অভিষেকের লোকসভার নেতা হওয়ার সঙ্গে তাঁর ইস্তফার কোনও সম্পর্ক নেই। তাঁর কথায়, 'অভিষেকের সঙ্গে আমার সম্পর্ক খুবই ভাল।'

তৃণমূল সূত্রে জানানো হয়েছে, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ইস্তফা দেওয়ার পর তাঁর সঙ্গে টেলিফোনে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা হয়। তাকে ৭ তারিখ অবধি অপেক্ষা করতে অভিষেক বলেছেন বলেই জানানো হয়েছে। পাশাপাশি, তাঁর পদত্যাগপত্র এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে তৃণমূল গ্রহণ করেনি। সাত তারিখ অবধি নতুন সিদ্ধান্ত না আসা পর্যন্ত কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় লোকসভায় দলের মুখ্য

বৃহত্তর ষড়যন্ত্র দেখছেন মুখ্যমন্ত্রী

বাংলার বিরোধে ডিভিসির জলও

নিজস্ব প্রতিবেদন: সাম্প্রতিক কালে ডিভিসির ছাড়া জলে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হওয়া শুধুমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক ব্যর্থতা নয়, এর পিছনে একটি সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র রয়েছে বলে দাবি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার এক্স হ্যান্ডলে এক বার্তায় তিনি অভিযোগ করেছেন, ডিভিসি কর্তৃপক্ষের এবারের জল ছাড়ার পরিমাণ অতীতের থেকে বহুগুণ বেশি, যা রাজ্যের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্লাবন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। তাঁর মতে, এই বিপর্যয় বাংলার বিরুদ্ধে এক সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার ফসল। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য অনুযায়ী, কেন্দ্রের দ্বারা পরিচালিত সংস্থা ডিভিসি ইচ্ছাকৃতভাবে বেশি জল ছেড়ে দিয়ে রাজ্যকে বিপাকে ফেলছে। কেন্দ্রীয় সরকারের মদতেই দেশজুড়ে একটি বাংলা-বিরোধী মনোভাব গড়ে তোলা হচ্ছে, এবং সেই প্রবণতারই প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে দক্ষিণবঙ্গের জলবিধ্বস্ত পরিস্থিতিতে। তিনি বলেন, ২০২৫ সালের জুন ও জুলাই মাসে ডিভিসি থেকে ৫০ লক্ষ কিউসেক মিটারের বেশি জল ছাড়া হয়েছে, যেখানে গত বছর ছিল মাত্র

সাড়ে চার লক্ষ কিউসেক মিটার। তুলনামূলকভাবে যা ১১ গুণ বেশি। ২০২৩ সালের তুলনায় এবারে জল ছাড়ার মাত্রা ৩০ গুণ বেড়েছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

এই অস্বাভাবিক জল ছাড়ায় দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলা বন্যাক্রান্ত হয়েছে, বহু এলাকা জলমগ্ন, রাস্তাঘাট ও বাঁধ ভেঙেছে, ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং লক্ষাধিক মানুষ ঘরছাড়া হয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর মতে, এই বিপর্যয় পরিকল্পিত এবং মানবিকতার পরিপন্থী। তিনি বলেন, বাংলায় বন্যা ঘটানোর জন্য ক্রমাগতভাবে জল ছাড়ার মাত্রা যেভাবে বাড়ছে, তাতে তিনি গভীর ষড়যন্ত্রের গন্ধ পাচ্ছেন এবং জনগণকে তার বিরুদ্ধে সজাগ থাকার আহ্বান জানান।

আজ ডিএ মামলার শুনানি স্থির, প্রয়োজনে প্রতিদিনই

নয়াদিল্লি, ৪ অগস্ট: সুপ্রিম কোর্টে সোমবারও পিছিয়ে গেল ডিএ মামলার শুনানি। মঙ্গলবার শুনানির সম্ভাবনা। শুধু তাই নয়, কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতার দাবিতে সুপ্রিম কোর্টে যে মামলা হয়েছে, তা নিয়ে এবার প্রয়োজনে রোজ শুনানি হবে বলে জানিয়ে দিল দেশের শীর্ষ আদালত।

মঙ্গলবার ডিএ মামলার বিস্তারিত শুনানি হবে বলে জানিয়ে দেয় সুপ্রিম কোর্ট। রাজ্যের তরফে অনুরোধ করা হয়েছিল, আগামী সোমবার যাতে এই মামলার শুনানি হয়। রাজ্যের আর্জি খারিজ করে দেন বিচারপতি সঞ্জয় করোল। পাশাপাশি রাজ্য সরকারের তরফে আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি জানান, সুপ্রিম কোর্টের পূর্ববর্তী

নির্দেশ কীভাবে কার্যকর করা হবে, তা খতিয়ে দেখার জন্য একটি কমিটি গঠন করেছে রাজ্য সরকার। আইনজীবী রাকেশ দ্বিবেদী রাজ্য সরকারের তরফে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য দু'মাস সময় চান। সোমবার প্রাথমিকভাবে রাজ্যের আবেদন অর্থাৎ অতিরিক্ত সময়ের আবেদনে সায় দিতে গররাজি ছিলেন বিচারপতি সঞ্জয় করোল এবং প্রশান্ত কুমার মিশ্রর বেঞ্চ। পর্যবেক্ষণে বিচারপতি করোল বলেন, 'এই মামলার রায়ের প্রভাব সারা দেশব্যাপী পড়বে।' পরে বিচারপতিরা জানান, মঙ্গলবার এই মামলার শুনানি ফের হবে।

এদিকে, সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের তরফে বলা হচ্ছে, রাজ্যের তরফে জানানো হয়েছিল, এই পরিমাণ বকেয়া ডিএ দিতে গেলে নাকি কোমর ভেঙে যাবে। অথচ দুর্গাপুজোর অনুদান ক্রমশ বেড়েই চলেছে ক্লাবগুলির ক্ষেত্রে। আর এখানেই সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের প্রশ্ন, এক্ষেত্রে সরকারের কোষাগারে কোথা থেকে পয়সা আসছে এবং ডিএ দেওয়ার বেলায় কেন এত অনীহা? প্রশ্ন সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের। তারা সুপ্রিম কোর্টের উপরই সম্পূর্ণ ভরসা রাখছেন।

এই প্রসঙ্গে আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, 'আদালতের কাজ আইন বাতলে দেওয়া। আদালত তো আর কোয়ান্টিফাই করতে পারবে না। কোয়ান্টিফাই কে করবেন না করবেন, সেটা তো আদালতের বিষয় নয়। আসলে ওরা মামলার শুনানি করতে চাইছিলেন না। যদি আমরা জিতি, ১০০ শতাংশই দিতে হবে।'

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, রাজ্য সরকারি কর্মচারিদের মোট বকেয়া ডিএ-র পরিমাণ ১১ হাজার ৮৯০ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা। এ ছাড়া পেনশন প্রাপকদের জন্য মোট বকেয়া ১১ হাজার ৬১১ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা। তাই রাজ্য সরকারের আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি দেশের সর্বোচ্চ আদালতকে জানিয়েছিলেন, পুরো ডিএ দিতে গেলে রাজ্য সরকারের আর্থিক অবস্থা বেহাল হয়ে যাবে। পশ্চিমবঙ্গের সরকারি কর্মচারিরা বর্তমানে ১৮ শতাংশ হারে ডিএ পান। কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারিদের সঙ্গে এ রাজ্যের কর্মীদের মহার্ঘভাতার ফারাক এখনও ৩৭ শতাংশ। কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীরা ৫৫ শতাংশ হারে ডিএ পান।

বিএলও হিসেবে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে বাধা নেই

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটের কাজে বিএলও কারা সে ব্যাপারে এবার নির্দিষ্ট করে জানিয়ে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। ৪ অক্টোবর ২০২২-এর নির্বাচন কমিশনের গাইডলাইন মেনে কাজ বন্টন করতে হবে বিএলও-দের। সঙ্গে এও জানান, প্রাথমিক শিক্ষকদের বিএলও-র কাজ দিতে হবে ছুটির দিন, নন-টিচিং সময়ে। এরই পাশাপাশি বিএলও-দের একাংশের মামলায় নির্বাচন কমিশন যে নির্দেশ দিয়েছে, তাতে এদিন হস্তক্ষেপ করতে দেখা গেল না হাইকোর্টের বিচারপতি সিন্হাকে। প্রসঙ্গত, কল্পবিশ্ব চক্রবর্তী-সহ প্রাথমিক শিক্ষকদের করা মামলায় অভিযোগ ছিল গাইডলাইন মেনে কাজ হচ্ছে না। সেই অভিযোগে মামলা হয়। সেই মামলাতেই এহেন পর্যবেক্ষণ অমৃতা সিন্হার।

এদিকে আদালত সূত্রে খবর, মামলাকারীদের আইনজীবী সুবীর সান্যাল সোমবার আদালতে উল্লেখ করেন, মামলাকারীরা সবাই প্রাথমিক শিক্ষক। তাদের বিশেষ ক্যাম্পেনিং-এ অংশ নেওয়া তাদের কাজ। ছুটির দিনের কাজ নয়, এটা প্রতিদিনের কাজ বলেও উল্লেখ করেন তিনি। আবার স্কুলের কাজ করতে হবে না, এটাও বলা হয়নি। কত দিন কাজ করতে হবে সেটা স্পষ্ট নয় বলে দাবি করেন তিনি। একইসঙ্গে স্কুলের সময়ের বাইরে ছুটির দিন কাজ করার কথা বলা হচ্ছে, এ কথা উল্লেখ করে মামলাকারীর আইনজীবী এ প্রশ্নও তোলেন, ক্ষমতা আছে বলেই তা কমিশন চাপিয়ে দিতে পারে কি না তা নিয়েও। সঙ্গে এ তথ্যও দেন, নবদ্বীপ, বামনগাছির মতো জায়গায় ৯০ শতাংশ শিক্ষক ইলেকটোরাল রোল রিভিশন করার কাজ করছে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

এদিকে, কমিশনের তরফে আইনজীবী সৌম্য মজুমদার জানান, 'বুথ লেভেল অফিসার বা বিএলও বাড়িতে গিয়ে তথ্য নিয়ে আসেন। কমিশন একা সিদ্ধান্ত নেয় না। স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেই করে। সবাইকে যে ডাকা হবে, এমন নয়।' একজনই শিক্ষক আছেন, এমন স্কুলের শিক্ষককে কাজ দেওয়া হচ্ছে না বলেও জানান তিনি।

বিচারপতি সিন্হা সব পক্ষের বক্তব্য শোনার পর বলেন, 'প্রাথমিক শিক্ষকদের এই কাজ করার ক্ষেত্রে কোনও আইনি বাধা নেই।' বিচারপতি তাঁর পর্যবেক্ষণে এও বলেন, 'আইনে প্রাথমিক শিক্ষকদের এই কাজের কথা আছে। গোটা দেশ আপনাদের কাছে প্রত্যাশা করছে। কাজ করুন।' সোমবার এই মামলার নিস্পত্তি হওয়ার পর প্রাথমিক শিক্ষকদের বিএলও হিসেবে নিয়োগ করার ক্ষেত্রে কোনও বাধা রইল না।

'বাংলা বলে কোনও ভাষা নেই', মালব্য-মন্তব্য ঘিরে জোর বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলা ভাষা-ইস্যুতে স্বাভাবিক 'নিয়মে'ই দিল্লি পুলিশের পাশে দাঁড়ালেন বিজেপি নেতা অমিত মালব্য। এদিন নিজের এক্স হ্যান্ডলে মুখ্যমন্ত্রীর করা একটি পোস্ট 'রি-পোস্ট' করে বাংলা নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করে বসলেন তিনি।

অমিত মালব্য বলেন, 'দিল্লি পুলিশ অনুপ্রবেশকারীদের ক্ষেত্রে বাংলাদেশি ভাষা বলে একদম ঠিক কাজ করেছে। আর এই শব্দ ব্যবহারের একমাত্র কারণ, ওই অনুপ্রবেশকারীদের ভিন্ন বাচনশৈলী, যা সাধারণ ভাবে ভারতে ব্যবহার হয় না।' এরপরেই বাংলাকে 'ভাষার তালিকা' থেকে বাদ দিয়ে দেন এই বিজেপির আইটি সেলের প্রধান।

তাঁর কথায়, 'বাংলা বলে কোনও ভাষা নেই। বাঙালি একটি জাতির নাম নাকি কোনও ভাষা। তাই দিল্লি পুলিশ যখন বাংলাদেশি ভাষার কথা উল্লেখ করছে, এটা তখন অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করছে। এর সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে ভাষাভাষি মানুষদের কোনও যোগ নেই।'

এরপরেই মুখ্যমন্ত্রীর দিকেও আক্রমণ শানাতে দেখা যায় তাঁকে।

মালব্যর বক্তব্য, 'বাংলা' নামে

দিল্লি পুলিশ অনুপ্রবেশকারীদের ক্ষেত্রে বাংলাদেশি ভাষা বলে একদম ঠিক কাজ করেছে। আর এই শব্দ ব্যবহারের একমাত্র কারণ, ওই অনুপ্রবেশকারীদের ভিন্ন বাচনশৈলী, যা সাধারণ ভাবে ভারতে ব্যবহার হয় না।

অমিত মালব্য, বিজেপি নেতা

কোনও একক ভাষা নেই যা তার সব রূপকে ধারণ করে। এটি জাতিগত পরিচয় নির্দেশ করে, ভাষাগত ঐক্য নয়। দিল্লি পুলিশের 'বাংলাদেশি ভাষা' শধবন্ধ পশ্চিমবঙ্গের ভাষার জন্য নয়, বরং বাংলাদেশের অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের ভাষাগত চিহ্ন বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে।

তিনি বলেন, আনন্দমঠ রচিত হয়েছিল সেই সময়কার বাংলায়; বন্দে মাতরম আলাদা করে সংস্কৃতে রচিত হয়, পরে সংযোজিত হয় উপন্যাসে; জন-গণ-মন একটি ব্রাহ্ম ধর্মসঙ্গীত, সংস্কৃতঘেঁষা বাংলায় লেখা। তৃণমূল তার বক্তব্যের একটি অংশ আলাদা করে তুলে ধরে 'বাংলা মায়ের অপমান' বলে প্রচার চালাচ্ছে। বিশ্লেষকদের মতে, এটি একটি ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, যেখানে ভাষার বৈচিত্র্য এবং জাতিসত্তার পার্থক্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে, অপমান নয়।

'প্রকৃত ভারতীয় হলে বলতেন না', সুপ্রিমে ভর্ৎসিত রাহুল

নয়াদিল্লি, ৪ অগস্ট: বিতর্কিত মন্তব্য করে সুপ্রিম কোর্টের তোপের মুখে পড়লেন রাহুল গান্ধি। গালওয়ান সংঘাতের পর তিনি দাবি করেছিলেন, চিন নাকি ভারতের ২ হাজার বর্গকিলোমিটার ভূখণ্ড দখল করে রেখেছে। সেই মন্তব্যের প্রেক্ষিতেই শীর্ষ আদালতের মত, প্রকৃত ভারতীয় হলে এমন কথা বলতে পারতেন না কংগ্রেস সাংসদ। তাঁর দাবির সপক্ষে কোনও যুক্তিযুক্ত প্রমাণ রয়েছে কিনা, সেই প্রশ্নও করেছে দুই বিচারপতির বেঞ্চ।

শীর্ষ আদালত জানায়, এহেন মন্তব্য করার হলে সেটা সংসদে না করে কেন সোশ্যাল মিডিয়ায় জানিয়েছেন রাহুল? বাকস্বাধীনতা থাকলেই তার অপব্যবহার করা যায় না। বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত এবং এজি মাসিহ তীব্র ভর্ৎসনা করে বলেন, 'আপনি কি ওখানে ছিলেন? কোনও প্রমাণ রয়েছে? প্রমাণ ছাড়াই এহেন মন্তব্য কেন করেছেন? যদি প্রকৃত ভারতীয় হতেন, তাহলে এসব বলতেন না।' তবে প্রচণ্ড তিরস্কার করলেও শেষ পর্যন্ত রাহুলকে রক্ষাকবচ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

তাঁর এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতেই মানহানি মামলা হয় এলাহাবাদ হাইকোর্টে। মামলাকারী উদয় শঙ্কর শ্রীবাস্তব অভিযোগ করেছিলেন যে রাহুল গান্ধি চিনের সঙ্গে সংঘাত নিয়ে ভারতীয় সেনা সম্পর্কে এই ধরনের একাধিক অবমাননাকর মন্তব্য করেছেন। এলাহাবাদ হাইকোর্টের তরফে রাহুল গান্ধির আবেদন খারিজ করে দেওয়া হয়েছিল। বিচারপতি সুভাষ বিদ্যার্থী ওই মামলার পর্যবেক্ষণে বলেছিলেন যে, বাকস্বাধীনতা সেনার অবমাননাকর মন্তব্য করার অধিকার দেয় না। এলাহাবাদ হাইকোর্ট গত

২৯ মে রাহুল গান্ধির আবেদন খারিজ করে দেওয়ার পর সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছিলেন কংগ্রেস সাংসদ।

২০২০ সালে গালওয়ান সংঘাতের পর রাহুল দাবি করেন, ভারতের ২ হাজার বর্গকিলোমিটার ভূখণ্ড দখল করে রেখেছে চিন। এছাড়াও অরুণাচল প্রদেশে ভারতীয় সেনাকে মারধর করছে চিনা সৈন্যরা, এমনটাই দাবি করেছিলেন রাহুল। সেই মন্তব্যের ভিত্তিতেই মানহানির মামলা দায়ের হয় কংগ্রেস সাংসদের বিরুদ্ধে। শুনানি চলাকালীন রাহুলের আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি বলেন, সংবাদপত্রে যা ছাপা হয়েছে সেটাও যদি লোকসভার বিরোধী দলনেতা বলতে না পারেন তাহলে বিষয়টি খুব দুর্ভাগ্যজনক।

শীর্ষ আদালতের এমন মন্তব্যের পর লোকসভার বিরোধী দলনেতার পদ থেকে ইস্তফা দেওয়া উচিত রাহুলের, এমনটাই দাবি করেন বিজেপি মুখপাত্র শেহজাদ পুনাওয়ালা। কংগ্রেস সাংসদকে 'চিনা গুরু' বলে কটাক্ষ করেন বিজেপি নেতা অমিত মালব্যও। তবে রাহুলের তরফে এই নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২০/০৬/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৫০৭৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Kasrai Besra S/o. Narayan Besra, R/o. Niranjanpally, Tribeni, Mogra, Hooghly-712503, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পুত্রের (Anand Besra) জন্ম সার্টিফিকেটে আমার নাম Kasrai Besra-এর পরিবর্তে Kasari Besra লিপিবদ্ধ আছে। Kasrai Besra & Kasari Besra S/o. Narayan Besra সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

তারাপিঠ ও কামাক্ষা সিদ্ধ

অধ্যাঃ স্বপন ভট্টাচার্য্য (জি.এস)
এফ.আর.এস (লন্ডন)
বংশানুক্রমে ও ৪৫ বছরের অভিজ্ঞতায় বিদ্যা, বিবাহ, ব্যাবসা, দাম্পত্য কলহ ইত্যাদি সমাধানের জন্য আজই আসুন ও জীবন শান্তিতে কাটান।
বিঃদ্রঃ- প্রতি ৬ মাসে জ্যোতিষ, তন্ত্র, হস্তরেখা, সংখ্যাতত্ত্ব, বাস্তুবিদ্যা শিখুন। ভর্তি চলিতেছে।
M-9830508955/ 8972034019

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৫ ই আগস্ট। ১৯ শে শ্রাবন মঙ্গল বার। একাদশী তিথি সকাল ১১/৪৪ মিঃ পরে দ্বাদশী তিথি। জন্মে বৃশ্চিক রাশি। অষ্টোত্তরী শনি ও বিংশোত্তরী বুধের র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : ব্যবসা-বাণিজ্যের শুভ। বাণিজ্যে নতুনভাবে লগ্নি করা যাবে। আজ পুরাতন বন্ধু এবং বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন। সমাজে সম্মান প্রাপ্তির দিন। কর্মে উর্ধ্বতন কর্মচারীর সহযোগিতা লাভ। যে নথিটি হারিয়ে গিয়েছিল আজ তা পাওয়া যাবে। পুলিশ এবং প্রশাসনিক কর্মে যারা আছেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয় যারা কাজ করেন তাদের সতর্ক থাকতে হবে।

বৃষ রাশি : সতর্ক থাকতে হবে শত্রুপক্ষের থেকে। আজ ব্যবসায়িক চুক্তি বড় কাজ না করাই ভালো। যারা জমি বাড়ির ব্যবসা করেন,তাদের সতর্ক থাকতে হবে। স্কুল বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির, সতর্ক থাকা ভালো। দুর ভ্রমণ না যাওয়াই ভালো। পরিবারের সকালবেলা অশান্তির বাতাবরণ।

মিথুন রাশি : অত্যন্ত শুভ দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয় সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন। কর্মে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পূর্ণ সহযোগিতা, নিজর সিদ্ধান্তে অটল থাকুন। শুভ হবে। আজ হালকা হলুদ- হালকা ঘিয়ে কালার, বা সবুজ রঙের বস্ত্র ব্যবহার করলে ভালো।

কর্কট রাশি : শুভদিন টাকা পয়সা যদি কিছু আটকে ছিল আজ তা পাওয়ার কথা। বেতনভুক কর্মচারীদের জন্য শুভ দিন যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করেন তাদেরও শুভ দিন। বিশেষত যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন তাদের আর্থিক লাভ বা আর্থিক স্থিতি অতীব শুভ হবে। সন্তানের বিদ্যালয় কোন সমস্যা ছিল আজ তা মিটে যাওয়ার কথা। বাড়িতে নতুন কোন ইলেকট্রনিক জিনিস আসতে পারে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালুন হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

সিংহ রাশি : ব্যবসায় নতুন লগ্নি না করা ভালো। খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা যারা করেন তাদের শুভ যোগাযোগ আসবে আজ সন্ধ্যার পর। বস্ত্রের ব্যবসা যারা করেন তাদের লগ্নি না করা ভালো। অতীব শুভ বিদ্যার্থীদের জন্য। বিশেষত যারা উচ্চ বিদ্যায় গবেষণারত তাদেরও শুভ হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে নারকেল সহ ভগবান গনেশজীর পুজো করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

কন্যা রাশি : শরীর বিষয় কষ্ট প্রাপ্তি। পুরাতন ব্যাধি পীড়া কষ্ট দেবে। ব্যবসা-বাণিজ্য একপ্রকার। নতুন কোনো ভেইকেলস যানবাহন না কেন ভালো। কোন যানবাহন সংক্রান্ত কোনো সমস্যা তৈরি হবে। সতর্ক থাকা ভালো। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান শ্রী বিষ্ণুর চরণ ১০৮ তুলসী পত্র প্রদান করুন সর্ব বিপদ নাস হবে।

তুলা রাশি : আজ শুভ দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। গৃহবাস্তু ইত্যাদি সম্পর্কিত বাণিজ্য যারা করেন ব্রকারী যারা করেন তাদের জন্য শুভ দিন। যানবাহন কেনা এবং যানবাহন সহ ভ্রমণ শুভ। সাংবাদিকতার মধ্যে যারা আছেন তারাও আজ সম্মান পাবেন। কর্তৃপক্ষ আজ সম্মান প্রদান করবে, বিদ্যালয় যে সমস্যা ছিল তা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে মহামায়া মহা শক্তি মহাকালী চরণে রক্তিম পুষ্পদ্বারা আরতী করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : শুভ দিন পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয়ে শুভ সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। ছোট ভ্রমণে যাওয়ার পরিকল্পনা আজ বাস্তবায়িত হবে। যারা বিদ্যালয়ের শিক্ষকের কর্ম করেন তাদের জন্য শুভ দিন বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি নারিকেল শ্রী শ্রী মা চন্ডী নামে প্রদান করুন।

ধনু রাশি : অত্যন্ত শুভ সময়। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি। বাড়ি গৃহ বাস্তু বিষয়ে শুভ। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনের শ্বশুরবাড়ির সম্মান প্রদান। বাড়ির প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। প্রাকৃতিক পরিবেশে ভ্রমণ হতে পারে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে ভগবান শিবের উদ্দেশ্যে মন্ত্র বলুন শুভ হবে।

মকর রাশি : আজকের দিনটি সতর্ক থাকতে হবে। গুপ্ত শত্রু দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সমালোচিত হওয়া যাবে। যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করছেন তাদের অর্থ প্রাপ্তি তে সমস্যা হবে। নৈরাশ্য সহ হতাশা বৃদ্ধি হবে। বান্ধব স্বজন আত্মীয় দ্বারা অ-সহযোগিতার দিন। মনোবল বৃদ্ধি করুন। বাবা বিশ্বনাথের চরণে বিল্ব পত্র প্রদান করুন ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে।

কুম্ভ রাশি : খুব শুভদিন আজ পুরাতন বান্ধবী এবং স্বজন দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা-বাণিজ্য অত্যন্ত শুভ। যারা মেশিনারি এবং কেমিক্যাল রিসার্চ করেন তাদের জন্য শুভ। টাকা পয়সা যদি আটকে থাকে আজ তা পাওয়ার দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ ।বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জালুন এবং পঞ্চ দেবতার উদ্দেশ্যে মন্ত্র বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : শুভ দিন পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। পুরাতন সম্পত্তি নিয়ে যে বিবাদ চলছিল বিশেষত পরিবারের যে কনিষ্ঠ সদস্য বাধা দিচ্ছিল আজ সেখান থেকে সমস্যা মুক্তির দিন। টাকা পয়সা যদি কিছু আটকে থাকে আজ তা পাওয়ার দিন। শুভগ্রহ যোগ বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি দিন। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে ভগবান মহাদেবের উদ্দেশ্যে হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয় ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে।

(সুন্দর পুত্রদা একাদশী তিথি। শ্রী শ্রী কৃষ্ণের গন্ধর্বানুষ্ঠীত ঝুলন যাত্রা। মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম-পদবী

গত ১৭/০৭/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৩৫ নং এফিডেভিট বলে Anjan Kumar Hazra S/o. Joykrishna Hazra ও Anjan Kumar Hazra S/o. Jaykrishna Hazra & Anjan Hajra S/o. Jaykrishna Hajra সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৫/০৭/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১০৭৯৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Amlan Barman ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Kamini Mohan Barman ও K. M. Barman সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

আমি Amjad Ali Sk পিতা মৃত Janbas Ali Sk গত ৩১/৭/২৫ তারিখে নবদ্বীপ কোর্টের এফিডেভিডে আমি Amjad Ali Sk, S/o Janbas Ali Sk ও Amjad SK, S/o Janbas SK একই ব্যক্তি হলাম।

নাম-পদবী

গত ০১/০৭/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Barnali Ray W/o. Uttam Kisor Ray D/o. Rakhal Chandra Ganguly & Barnali Ray W/o. Uttam Kisor Ray D/o. Rakhal Chandra Gangopadhyay সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৮/০৬/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৫০২১ নং এফিডেভিট বলে আমি Minati Malik Pal W/o. Kanai Lal Pal, R/o. Purba Gajaghanta, Mogra, Hooghly-712148, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পুত্রের (Koustav Pal) জন্ম সার্টিফিকেটে আমার নাম Minati Malik Pal-এর পরিবর্তে Minati Pal লিপিবদ্ধ আছে। Minati Malik Pal & Minati Pal W/o. Kanai Lal Pal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৪/০৮/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৬৮৮২ নং এফিডেভিট বলে আমি Firoza Begum (old name) W/o. Mohiuddin Ahmed, R/o. Narikelsanda, Jayer, Pandua, Hooghly-712149, W.B. নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Firoja Khatun (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Firoza Begum & Firoja Khatun W/o. Mohiuddin Ahmed সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Jahir Abbas Ahmad.

নাম-পদবী

আমি Delwara Bibi স্বামী- Amjad Ali Sk গত ৩১/৭/২৫ তারিখে নবদ্বীপ কোর্টের এফিডেভিডে আমি Delwara Bibi ও Delwara Bibi Sk একই ব্যক্তি হলাম।

নাম-পদবী

আমি Amjad Ali Sk পিতা মৃত Janbas Ali Sk গত ৩১/৭/২৫ তারিখে নবদ্বীপ কোর্টের এফিডেভিডে Janbas Ali Sk ও Janbas SK, S/o- Kiran SK একই ব্যক্তি হলো।

নাম-পদবী

আমি Isharnnesa Bibi স্বামী মৃত Janbas Ali Sk গত ৩১/৭/২৫ তারিখে নবদ্বীপ কোর্টের এফিডেভিডে আমি Isharnnesa Bibi ও Isharnnecha SK একই ব্যক্তি হলাম।

নাম-পদবী

আমি Md. Hasem Ali ভোটার আই কার্ডে আমার পিতার নাম Md. Khodabaksh Sk আছে। ৩১/৭/২৫ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে আমার পিতা Doabaks Sk ও Md. Khodabaksh Sk উভয়ে একই ব্যক্তি হইল।

CHANGE OF NAME

I, Swapan Mishra, S/o.- Late Atul Misha, Residing at Vill- Bishnubarh, P.O- Gopalnagar Hat, P.S.- Panskura Dist.- Purba Medinipur, Pin-721139. That my name has been also recorded in my L.R. Khatian No. 617 and L.R. Dag No. 115 as Swapan Chakrabarti. I, Swapan Mishra as declared in the court of (1st Class) Judicial Magistrate at Alipore. Vide affidavit No. 12061, Dt.- 07-01-22 Swapan Mishra and Swapan Chakrabarti is the same and one identical person.

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র
উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

CHANGE OF NAME

I, Tapan Mishra, S/o.- Late Atul Mishra, Residing at Vill- Gurchakli, P.O- Gopalnagar Hat, P.S.- Panskura Dist.- Purba Medinipur, Pin-721139. That my name has been also recorded in my L.R. Khatian No. 211 and L.R. Dag No. 115 as Tapan Chakrabarti. I, Tapan Mishra as declared in the court of (1st Class) Judicial Magistrate at Alipore. Vide affidavit No. 12062, Dt.- 07-01-22 Tapan Mishra and Tapan Chakrabarti is the same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I Dipanwita Biswas W/o. Chayan Choudhury Residing at AA-120 , Sector-1, Salt Lake, Bidhannagar, North 24 Parganas, West Bengal, Pin-700064 have changed my name and shall henceforth be known as Dipanwita Choudhury as declared before the Notary Public North 24 Parganas vide affidavit no 033 Dated 01/08/2025 Dipanwita Biswas and Dipanwita Choudhury both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I, SAMBHUNATH BHATTACHARYA S/o Late Dhirendra Nath Bhattacharjee residing at C/O-Ratna Bhattacharya, Flat No-3B, 3rd Floor, Block-B, Prithibi Enclave, Gobinda Niwas, Khelar Math, Kulupukur More, Hatiara, P.O.-Hatiara, P.S.- Baguiati, Kolkata-700157 hereby declare that my name has been wrongly recorded in my D.L. No.WB0119850240398 as S.N.BHATTACHARJEE. That SAMBHUNATH BHATTACHARYA and S.N.BHATTACHARJEE are the same and one identical person vide affidavit No.4849 before the L.D. Judicial Magistrate 1st Class at Barasat on 17/07/2025.

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে আমার মক্কেল শ্রী শ্রী রাধামাধব সেবাশ্রম, সাং- কামারহাটি, বনগ্রাম, পোস্ট- কামারহাটি, থানা- ধুবুলিয়া, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১১৫৪ পক্ষে সেবাইতগণ ১) মল্লিকা দাসী, পিতা মৃত অটল দাস, ২) পবিত্র মন্ডল, পিতা মৃত অবনী মন্ডল, ৩) যদু দাস, পিতা মৃত মুরারি মোহন দাস, উভয়ের সাং- রানীর ঘাট রোড, পোস্ট- ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১৩০২ ৪) তাপস প্রামাণিক, পিতা মৃত ব্রজগোপাল প্রামানিক, সাং- ফিরোজপুর, পোস্ট ও থানা- মালদা, জেলা- মালদা, পিন- ৭৩২১০১ ৫) দীপক দাস, পিতা রবিন দাস, সাং- তেঁতুল, পোস্ট- খাটুরা, থানা- স্বরুপনগর, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন- ৭৪৩২৭৩, J.L. 18 নং খেজুরি, খতিয়ান নং- L.R.- 315 (গোলাম সেখ নমীয়), দাগ R.S. & L.R. - 1111 দাগে সর্বমোট 53 শতক জমি ১) বিজলী বিবি সেখ, স্বামী মৃত ছুর আলী সেখ, ২) বাবর আলী সেখ, ৩) মফিকুল সেখ, ৪) মুস্তাকিন সেখ, ৫) তাহের সেখ, সর্ব পিতা মৃত ছুর আলী সেখ, সর্ব সাং ও পোস্ট- মাটেশ্বর, থানা- ধুবুলিয়া, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১১৫৪ ৬) আরজিনা বিবি, স্বামী নুরইসনিমা সেখ, সাং-বামনপুকুর, পোস্ট- শ্রী মায়াপুর, থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১৩১৩ পক্ষে সরিয়ত আলী সেখ এর নিকট হইতে Additional District Sub Register Krishnanagar অফিসে I-6521/2023 নং আমোক্তারনামা বলে ক্রয় করে অতঃপর রাধামাধব সেবাশ্রম এবং তার পক্ষে উল্লিখিত উপরিউক্ত সেবাইতগন নাম পত্তনের আবেদন করিয়াছে। উক্ত বিষয়ে কারোর কোনো আপত্তি থাকলে ধুবুলিয়া B.L.&L.R.O. অফিসে এক মাসের মধ্যে যোগাযোগ করবেন অন্যথায় আইন অনুসারে কার্য হইবে।

Koushik Das, Advocate,
Krishnagar Judge's Court

বিজ্ঞপ্তি

রাজ্য পরিবেশের প্রভাব মূল্যায়ন কর্তৃপক্ষ (SEIAA) পশ্চিমবঙ্গ, ২৪-০৭-২০২৫ তারিখে শ্রী রাকেশ কুমার ঝা -এর ধান্যগ্রাম–২৮৬ বালি খনির পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করেছে। যেটির অনুমোদন নং ও ফাইল নং হল যথাক্রমে EC25C0107WB5549213N এবং EN/T-II-I/175/2025 খনি এলাকাটি মৌজা- ধান্যগ্রাম, জে.এল. নং- ২০৬, দাগ নং- 1P, থানা- সিউড়ি, জেলা- বীরভূম, রাজ্য- পশ্চিমবঙ্গ -এ অবস্থিত এবং এটির সর্বোচ্চ উৎপাদন ১৩৮৯০০ কিউবিক মিটার প্রতি বছর।
পরিবেশগত ছাড়পত্রটি Parivesh -এর পোটালে উপলবধ আছে, https://parivesh.nic.in

বিজ্ঞপ্তি

জেলা- নদীয়া, মোকাম নবদ্বীপের অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত, ম্যাট স্যুট নং- ২৮/২০২৫
দরখাস্তকারী- দীপক মন্ডল,
- বনাম -
প্রতিপক্ষ- সরস্বতী মন্ডল সাহা,
প্রতি- সরস্বতী মন্ডল সাহা, স্বামী- দীপক মন্ডল, পিতা- সুধীর সাহা, সাং- ৪, পালপাড়া, মাথাপুর রোড, পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া। পিন-৭৪১৩০২।
এতদ্বারা আপনাকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, দরখাস্তকারী মাননীয় আদালতে আপনার বিরুদ্ধে ডিভোর্সের প্রার্থনায় উপরোক্ত নং মোকর্দ্দমাটি রুজু করিয়াছে। এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপনার কোন আপত্তি থাকিলে আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন অন্যথায় আইন মোতাবেক আদেশ হইবে।

আদালতের আদেশানুসারে
Pratim Chowdhury
সেরেস্তাদার,
নবদ্বীপ কোর্ট

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)ডাঃ রামপদ ভট্টাচার্য্য** পিতা ৺হরিপদ ভট্টাচার্য্য সাকিম ১১/৫/ই. কে. ব্যানার্জ্জী রোড, পোঃ ও থানা বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ-৭৪২১০১ **২)শ্রীমতী তনুজা ভট্টাচার্য্য** স্বামী কৃষ্ণ গোপাল ভট্টাচার্য্য সাং সাহেব বাগান সমবায় পল্লী, পোঃ ও থানা বালি, হাওড়া-৭১১২০৫ বিগত ইং 09/01/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর, পাণ্ডুয়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-121/2024 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে **(শ্রী দেবাশীষ ভট্টাচার্য্য** পিতা ৺শ্রীকান্ত ভট্টাচার্য্য সাকিম বৈঁচিগ্রাম পূর্বপাড়া, পোঃ বৈঁচিগ্রাম, থানা পাণ্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৩৫) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে বিগত ইং ১১/০৭/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর, পাণ্ডুয়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-4039/2025 নং দলিল মূলে **শ্রীমতী জবা মাঝি**, স্বামী শ্রী রাজু মাঝি, সাকিম চাঁপাহাটী ১৯ নং রেলগেট, পোঃ চম্পাহাটি, থানা পান্ডুয়া, জেলা হুগলী-৭১২১৩৫, মহাশয়াকে ৭ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি।
তপশীল– জেলা হুগলী, থানা পাণ্ডুয়া, মৌজা বৈঁচি, জে.এল.-২০, হাল এল. আর ৩১৯২ নং খতিয়ানে, আর.এস. ১১৪১৪ তথা এল.আর. ১১৭৩০ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ২১ শতক, ইহার মধ্যে ০.৩৩৩৩ অংশে ০৭ শতক সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রীমতী জবা মাঝি**, স্বামী শ্রী রাজু মাঝি, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পান্ডুয়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি-**দেবাশীষ ভট্টাচার্য্য**
আমমোক্তার

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬
হুগলি
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৯১৮।
জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪
নদিয়া
টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮
রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।
সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।
অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।
সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১
পূর্ব মেদিনীপুর
আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২
শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬
মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭
পশ্চিম মেদিনীপুর
মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র গুপ্ত, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬
শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৩৩৩
মুর্শিদাবাদ
পি' অ্যাডস সলিউশন,
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।
বীরভূম
সংবাদ সারাদিন,
মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।
মিডিয়া হাউস,
প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৩৪৩৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।
লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন,
প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩১২৬৭১।
A2Advantage Ad Agency,
শেফালী আচার্য, বেলেডাঙ্গাল, ভীমগড়, খয়রাশোল, বীরভূম, মোঃ ৭৯০৮১৬৩৬৩৫
মা তারা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সী,
অক্ষয় ধীবর, শঙ্করী অ্যাপার্টমেন্ট, ফটকদুয়ার রোড, রামপুরহাট, বীরভূম- ৭৩১২২৪, (বর্ণপরিচয় স্কুলের কাছে), ৯৪৩৪২৫২৫০৪, maatara.adagency@gmail.com
পুরুলিয়া
অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।
হাওড়া
ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ, রঞ্জিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওড়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওড়া-৭১১১০১, ফোন- ৯৩৩০৬৬৯৫১৮

খড়দার রিজেন্ট পার্ক এলাকায় বিপুল অস্ত্র ভাণ্ডারের হদিস, ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: খড়দা পুরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের রিজেন্ট পার্ক এলাকায় একটি বহুতল আবাসনের ফ্ল্যাট থেকে বিপুল অস্ত্র ও কার্তুজ উদ্ধারের ঘটনায় সোমবার পুলিশের জালে ৬৬ বছরের মধুসূদন মুখোপাধ্যায় নামে এক ব্যক্তি। ওই ফ্ল্যাট শুধু আগ্নেয়াস্ত্র কিংবা কার্তুজ উদ্ধার হয়নি। নগদ টাকা-সহ সোনা-রুপা এবং সরঞ্জাম উদ্ধার করেছে কমিশনারেটের গোয়েন্দা বিভাগ। সোমবার বিকেলে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনাটের গোয়েন্দা প্রধান চারু শর্মা সাংবাদিক বৈঠকে জানান, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ডিডি ডিপার্টমেন্ট এবং রহড়া থানার পুলিশ যৌথ তল্লাশি অভিযান চালায় রিজেন্ট রোডের যোগী পাড়ার একটি বহুতল আবাসনের ফ্ল্যাটে। সেখান থেকে মধুসূদন মুখার্জি নামে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতের ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার করা হয়েছে একটি পাম্প একশন গান, একটি বোল্ট একশন গান, দুটি ডিবিবিএল রাইফেল এবং একটি এসবিবিএল রাইফেল। তাছাড়া একটি নাইন এমএম পিস্তল, দুটি সেভেন এমএম পিস্তল, তিনটে ওয়ান সাটার এবং তিনটে রিভলবার

উদ্ধার করা হয়েছে। পাশাপাশি ওই ফ্ল্যাট থেকে ১৬ টি ম্যাগাজিন এবং বিভিন্ন ধরনের ৯০৫ টি কার্তুজ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। গোয়েন্দা প্রধান আরও জানান, নগদ ১ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা, ২৪৮ গ্রাম সোনা ও ৩০ গ্রাম রুপো, ১০.৭ কেজি অ্যান্টিক কয়েন এবং অস্ত্র মেরামতির কিছু সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়েছে। তিনি জানান, ধৃত ব্যক্তি সম্ভবত বিহার থেকে আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করত এবং সেগুলো কোথায় যোগান দিত, তা নিজেদের হেপাজতে নিয়ে খতিয়ে দেখা হবে।

গৌতম আদানির সঙ্গে মুখোমুখি বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: আদানি গোষ্ঠীর কর্ণধার গৌতম আদানির সঙ্গে সোমবার বিকেলে নবান্নে বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দীর্ঘদিন বাদে এই সাক্ষাৎকে ঘিরে জোর জল্পনা তৈরি হয়েছে প্রশাসনিক মহলে। হিন্ডেনবার্গ রিপোর্ট সামনে আসার পর রাজ্য সরকারের সঙ্গে আদানি গোষ্ঠীর দূরত্ব বেড়েছিল। বিশেষ করে তাজপুর গভীর সমুদ্রবন্দর প্রকল্পে আদানি গোষ্ঠীকে বরাত দেওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছিল। পরবর্তীতে নবান্ন সেই বরাত বাতিল করে নতুন করে দরপত্র আহ্বানের সিদ্ধান্ত জানায়। ঠিক এই প্রেক্ষাপটেই মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে গৌতম আদানির বৈঠক তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন রাজনৈতিক ও শিল্প মহলের একাংশ।

বিশেষ সূত্রের খবর, এ দিনের বৈঠকে পরিকাঠামো, বিদ্যুৎ ও বন্দর উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এই ক্ষেত্রগুলিতে হাজার হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ করতে পারে আদানি গোষ্ঠী। ইতিমধ্যেই রাজ্যে শিল্প প্রসারে মুখ্যমন্ত্রীর একাধিক উদ্যোগকে সামনে রেখে পরপর শীর্ষ শিল্পপতিদের সঙ্গে তাঁর বৈঠক শিল্পবান্ধব পরিবেশ গড়ে তোলার বার্তা দিচ্ছে বলেই মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহলের অনেকে।

কিছুদিন আগেই টাটা গোষ্ঠীর কর্ণধার এন চন্দ্রশেখরণের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠক হয়েছিল। সেই প্রসঙ্গ টেনেই তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, বাংলা আজ শিল্প বিনিয়োগের ক্ষেত্রে একটি নতুন ঠিকানা। মুখ্যমন্ত্রীর সক্রিয় ভূমিকা এবং স্থিতিশীল সরকার বিনিয়োগকারীদের আস্থা বাড়াচ্ছে। নবান্ন সূত্রে জানানো হয়েছে, এদিনের বৈঠক ছিল 'অত্যন্ত সদর্থক ও ফলপ্রসূ'। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, একসময় দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি প্রকল্পে আগ্রহ দেখানো আদানি গোষ্ঠী এই বৈঠকের মাধ্যমে রাজ্যে ফের সক্রিয় ভূমিকা নিতে চলেছে।

মৃত্যুর ভুয়ো শংসাপত্র দেখে চোখ কপালে কাউগাছির সিংহ রায় পরিবারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বয়সের ভারে কাবু বাসুদেবপুর থানার কাউগাছি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ১০ নম্বর সংসদের বিধানপল্লি দোলতলার বাসিন্দা কার্তিক সিংহ রায়। বর্তমানে তাঁর বয়স ৭২ বছর। অভিযোগ, চার বছর আগে ভাটপাড়া পুরসভা থেকে দাহ করার শংসাপত্র ইস্যু হয়েছে এবং উত্তর ব্যারাকপুর পুরসভা থেকে তাঁর মৃত্যুর শংসাপত্র ইস্যু করা হয়েছে। যদিও কার্তিক বাবু এখনও জীবিত। প্রসঙ্গত, কাউগাছি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা হলে নিয়ম অনুযায়ী বিডিওর থেকে মৃত্যুর শংসাপত্র ইস্যু করার কথা। কিন্তু সেক্ষেত্রে পাশ্ববর্তী পুরসভা থেকে দাখিল হওয়া শংসাপত্র নিয়ে চক্রান্তের গন্ধ পাচ্ছেন কার্তিক বাবু এবং তাঁর পরিবারের লোকজন। প্রসঙ্গত, কোভিড কালে ২০২১ সালে কার্তিক বাবুর দাদা নিমাই চন্দ্র সিংহ রায় মারা যান। কার্তিক বাবুর পরিবারের

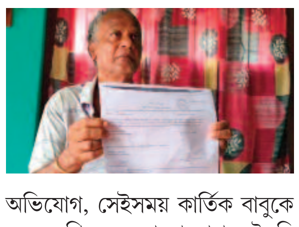

অভিযোগ, সেইসময় কার্তিক বাবুকে মৃত দেখিয়ে ভুয়ো শংসাপত্র তৈরি করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই কার্তিক বাবুর পরিবারের তরফে বাসুদেবপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে বাসুদেবপুর থানার পুলিশ। কার্তিক বাবুর স্ত্রী অনিমা সিংহ রায় বলেন, ওনার পৈত্রিক সম্পত্তি হাতিয়ে নেওয়ার জন্য সুকৌশলে ভাসুরের ছেলে-মেয়েরা এই কাজ করেছে। মৃত্যুর শংসাপত্রের বিষয় জানার পর থেকে তাঁর স্বামী অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। কার্তিক বাবুর পুত্র সৌমিত্র সিংহ রায় বলেন, দাদুর ভিটেবাড়ি ভাগবাঁটোয়ার সময় নথিপত্র ঘাঁটতেই তাঁরা জানতে পারেন বাবার নামে মৃত্যুর শংসাপত্র বের করা হয়েছে। সৌমিত্রের অভিযোগ, বাবার নামে থাকা জমি-জায়গা হরফ করার জন্য তাঁর জেঠুর ছেলে-মেয়েরা এসব ফন্দি এঁটেছে। ঘটনায় জড়িতদের তিনি কঠোর শাস্তি চান। এই বিষয়ে কাউগাছি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান শর্মিষ্ঠা দাস বলেন, তাদের পঞ্চায়েত থেকে এই ধরনের কোনও মৃত্যুর শংসাপত্র ইস্যু করা হয়নি। যারা ইস্যু করেছেন, দায়ভার তাদের। তবে পঞ্চায়েত অভিযোগ জমা পড়লে, অবশ্যই বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।

বন্যার আশঙ্কা, জরুরি ভিত্তিতে বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের কাজ শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন: অতিবৃষ্টি ও নদীতে জলস্ফীতির জেরে পশ্চিম মেদিনীপুরে কংসাবতী নদীর বাঁ দিকের তীরে ভয়াবহ ভাঙনের জেরে বন্যার আশঙ্কা দেখা দেওয়ায় সেচ দপ্তর জরুরি ভিত্তিতে বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। ১৪ থেকে ১৮ জুলাই তারিখের মধ্যে টানা বৃষ্টিপাত ও নদীর জলস্তর বেড়ে যাওয়ার কারণে নদীর পাড় ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ফলে আশেপাশের নিচু এলাকাগুলিতে প্লাবনের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

জানা গিয়েছে, মেদিনীপুর সদর ব্লকের ৩ নম্বর মানিদহা গ্রাম পঞ্চায়েতের তিনটি মৌজায় প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। গুরগুরিপাল থানার অন্তর্গত ওই মৌজাগুলিতে বন্যা নিয়ন্ত্রণের কাজের জন্যও রাজ্যের সেচ ও জলপথ দপ্তর ইতিমধ্যেই এই কাজের জন্য জরুরি ভিত্তিতে টেন্ডার প্রকাশ করেছে। প্রতিটি প্রকল্প কাজ শুরুর ১০ দিনের মধ্যেই শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। তিনটি প্রকল্পের সম্মিলিত আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছে ৩০ লক্ষ টাকার কিছু বেশি।

প্রশাসনের এক আধিকারিক জানান, জুলাইয়ের মাঝামাঝি সময়ে টানা ভারী বৃষ্টিতে নদীতে প্রবল জলস্রোত নামার ফলে পাড় ভেঙে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতেই দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে স্বস্তি ফিরবে এবং বন্যা পরিস্থিতির মোকাবিলায় তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। এই প্রকল্প রাজ্য সরকারের বৃহত্তর বর্ষা প্রস্তুতি পরিকল্পনারই অংশ। আবহাওয়া সংক্রান্ত দুর্যোগ মোকাবিলায় পরিকাঠামো উন্নয়নের উপর গুরুত্ব দেওয়ার প্রতিফলন হিসেবেই এই পদক্ষেপ, দাবি করেছে প্রশাসন।

মহুয়াকে নাম না করে কটাক্ষ

কল্যাণের তোপে বিতর্কে তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন: লোকসভায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূল কংগ্রেসের দলনেতা হওয়ার পর চিফ হুইপের পদ ছেড়েছেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সিদ্ধান্ত ঘিরে দলে জল্পনা চলছিলই। তার মধ্যেই এক্স-এ এক তীব্র পোস্ট করে কৃষ্ণনগরের সাংসদ মহুয়া মৈত্রকে নাম না করে আক্রমণ করলেন শ্রীরামপুরের সাংসদ।

কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন, সাম্প্রতিক এক পাবলিক পডকাস্টে এক তৃণমূল সাংসদের মুখে সহ-সাংসদের উদ্দেশে 'শুয়োর' শব্দটি শুনে তিনি স্তম্ভিত। এমন ভাষা গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিকে অপমান করে বলেই তাঁর অভিমত।

তিনি কটাক্ষ করে লেখেন, গালাগাল দিয়ে বক্তব্য রাখা কোনও শক্তির প্রকাশ নয়, বরং তা এক ধরনের অনিরাপত্তার প্রতিফলন। তাঁর কথায়, নারী বা পুরুষ নির্বিশেষে, একজন জনপ্রতিনিধির

প্রতি প্রশ্ন তোলা স্বাভাবিক। সেটিকে 'নারীবিদ্বেষ' বলে ছুঁড়ে ফেলা দায়িত্ব এড়ানোর কৌশলমাত্র।

সবশেষে কল্যাণের তির্যক মন্তব্য;'যদি এই ভাষা কোনও নারীর উদ্দেশে ব্যবহার হত, দেশজুড়ে প্রতিবাদে মুখর হত সকলে। কিন্তু একজন পুরুষকে বলা হলে প্রশংসা হয়;এটাই দ্বিচারিতা।

তৃণমূলের অন্দরে এই পোস্ট নতুন করে উত্তাপ ছড়িয়েছে।

একদিন

আমার শহর

কলকাতা ৫ অগস্ট ২০২৫, ১৯ শ্রাবণ ১৪৩১ মঙ্গলবার

প্রবেশিকার রেজিস্ট্রেশনের দিন ঘোষণা

■ প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর স্তরে প্রবেশিকা পরীক্ষার অনলাইন রেজিস্ট্রেশনের দিনক্ষণ ঘোষণা করল রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ড। রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ডের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী ৮ অগস্ট থেকে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন পরীক্ষার্থীরা। পরীক্ষার দিনক্ষণও শীঘ্রই জানানো হবে বলে জানিয়েছে জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ড। প্রসঙ্গত, ২৭ জুলাই পরীক্ষার সম্ভাব্য দিন থাকলেও ওবিসি মামলার কারণে তা নেওয়া সম্ভব হয়নি। আবেদনের প্রক্রিয়াও বন্ধ ছিল। অনগ্রসর শ্রেণি অর্থাৎ ওবিসি-র শংসাপত্র সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি মামলায় স্থগিতাদেশ জারি করেছিল কলকাতা হাইকোর্ট। এদিকে হাইকোর্টের এই রায়ের উপর স্থগিতাদেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট। এরপরেই এবার প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তরে ভর্তির প্রবেশিকা পরীক্ষার দিনক্ষণ ঘোষণা করল বোর্ড। বোর্ডের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে পরীক্ষার জন্য আবেদন করতে পারবেন পরীক্ষর্থীরা। অন্যদিকে, ওবিসি সংরক্ষণ সংক্রান্ত জটিলতার কারণে আটকে ছিল রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার ফলাফলও। তবে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরে কেটেছে সেই জটও। বোর্ডের তরফে জানানো হয়, আগামী ৭ অগস্ট প্রকাশিত হবে পরীক্ষার ফলাফল। মূলত, গত ২৭ এপ্রিল রাজ্যের ইঞ্জিনিয়ারিং, ফার্মেসি কলেজগুলিতে ভর্তির জন্য হয়েছিল প্রবেশিকা পরীক্ষা। তবে সংরক্ষণ সংক্রান্ত জট কেটে যাওয়ার পরেই পরীক্ষার ফল প্রকাশের কথা জানানো হয় বোর্ডের তরফে।

সিবিআই তদন্তের নির্দেশ বহাল

■ সন্দেশখালিতে দু'জন বিজেপি নেতা খুন ও ৬ বছর ধরে আরও এক বিজেপি নেতার নিখোঁজ থাকার ঘটনায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশই বহাল রাখল হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। ফের এই মামলায় বড় ধাক্কা শেখ শাহজাহানে'র। সিবিআই তদন্তের বিরুদ্ধে সন্দেশখালির প্রাক্তন তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহানের আবেদনের কোনও গ্রহণযোগ্যতা নেই বলে জানাল কলকাতা হাইকোর্ট। ফলে সন্দেশখালির দুই বিজেপি কর্মীর খুন ও একজনের নিখোঁজের অভিযোগে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ বহাল থাকল। বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর নির্দেশ বহাল রাখলেন বিচারপতি দেবাংশু বসাক এবং বিচারপতি প্রসেনজিৎ বিশ্বাসের ডিভিশন বেঞ্চ। গত ৩০ জুন সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। সিবিআই-এর যুগ্ম অধিকর্তাকে সিট গঠন করে তদন্তের নির্দেশ দেয় সিঙ্গল বেঞ্চ। নির্দেশ চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হন শেখ শাহজাহান।

কলকাতা পুরসভার পদক্ষেপ

■ টানা বৃষ্টির জেরে কলকাতার নানা জায়গায় ভেঙে পড়েছে একের পর এক প্রাচীন বাড়ি। এই ঘটনায় তৈরি হচ্ছিল আতঙ্কও। এ ব্যাপারে পুরসভা কেন যথাযথ পদক্ষেপ করছে না, তা নিয়ে প্রশ্নও তোলে শহরবাসী। তারই প্রেক্ষিতে এবার বড় পদক্ষেপ করল কলকাতা পুরসভা। কলকাতা পুরসভা সূত্রে খবর, হাজরা রোডের হকার্স মার্কেট এলাকায় পুরনো বাড়ির জরাজীর্ণ বারান্দা ভেঙে পড়ে বড় দুর্ঘটনার আশঙ্কা ছিল। আগেভাগেই সতর্কতা অবলম্বন করে সেই বিপজ্জনক অংশ ভেঙে দিল কলকাতা পুরসভা। বহুদিন ধরেই বাজারের ওই বাড়িটির একাংশ বিশেষ করে উপরের দিকের বারান্দাটি দুর্বল অবস্থায় ছিল বলে অভিযোগ। এদিন পুরসভার কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিপজ্জনক অংশ ঘিরে ফেলে ভাঙার কাজ শুরু করেন। স্থানীয় মানুষ এবং ব্যবসায়ীদের সরিয়ে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পরেই ভাঙার কাজ করা হয়। কলকাতা পুরসভার এক আধিকারিক জানান, আমরা আগে থেকেই একটি তালিকা তৈরি করেছি শহরের বিপজ্জনক বাড়িগুলির।

পরীক্ষা ২৮ অগস্টেই সিদ্ধান্ত আপৎকালীন সিন্ডিকেট বৈঠকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: উচ্চ শিক্ষা দপ্তর অনুরোধ করার পরেও কাজের কাজ হল না। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস অর্থাৎ ২৮ অগস্টই পরীক্ষা নিতে চলেছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। সূত্রে খবর, সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে ডাকা আপৎকালীন সিন্ডিকেট বৈঠকে এই সিদ্ধান্তই নেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের দিন পরীক্ষার দিন ধার্য করায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তৃণমূল ছাত্র সংগঠনের সংঘাতের আবহ তৈরি হয়।। টিএমসিপির রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। পাল্টা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত ভিসি শান্তা দত্ত দে-র কড়া জবাব ছিল, সরকার আর দল মিলেমিশে একাকার।

প্রসঙ্গত, আগামী ২৮ অগস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএ, বিকম এবং এলএলবি'র ফোর্থ সেমেস্টারের পরীক্ষা রাখা হয়েছে। ১৫টি বিষয়ে পরীক্ষা দেবেন প্রায় ৩০ থেকে ৪০ হাজার ছাত্রছাত্রী। ওই দিনেই তৃণমূলের প্রতিষ্ঠাতা দিবস উপলক্ষে আয়োজন করা হয়েছে একটি সভার। এরই প্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয়কে পাঠানো চিঠিতে উচ্চশিক্ষা দপ্তর জানিয়েছিল, ওই দিনে পরীক্ষার তারিখ ঠিক হওয়ায় নিজেদের অসুবিধার কথা জানিয়ে বেশ কিছু পড়ুয়া তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। পরীক্ষা নির্ঘণ্ট বদল করার জন্য আবেদনও করা হয়েছিল।

পাল্টা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত ভিসি জানান, যেহেতু সরকার চিঠি পাঠিয়েছে, সে জন্য সিন্ডিকেট বৈঠক প্রয়োজন। সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক বডিতে আলোচনা করেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাবেন বলে জানিয়েছিলেন তিনি। এরপর সোমবার সিন্ডিকেটের বৈঠকের পরে জানিয়ে দেওয়া হয়, পরীক্ষার দিন বদল হবে না।

সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্পষ্ট জানান, আমাদের একটা ক্যালেন্ডার থাকে। সেখানে লাল দাগ দেওয়া থাকে। সেই দিনগুলি বাদ দিয়েই আমরা পরীক্ষা রাখি। একটি রাজনৈতিক দলের প্রতিষ্ঠা দিবসের জন্য পরীক্ষা পিছিয়ে দিলে অন্যদের আবেদনও মানতে হবে। তিনি আরও জানান, ২৮ অগস্ট পরীক্ষা যাতে সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন হয়, সে জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে সরকারের কাছে অনুরোধ পাঠানো হয়েছে। ওই দিন যানচলাচল যাতে স্বাভাবিক রাখা হয়, সেই আবেদনও জানানো হয়েছে বলে জানান তিনি। অন্যদিকে, টিএমসিপি-র রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য সংবাদ মাধ্যমে অভিযোগ করেছেন, 'এটি আদতে দিল্লির ইশারায় পরিচালিত হওয়া একটি রাজনৈতিক অপকৌশল।'

দু'জনে...। দীর্ঘ ৯ বছর পরে একমঞ্চে 'প্রাক্তন' জুটি দেব-শুভশ্রী। সোমবার দক্ষিণ কলকাতার 'নজরুল মঞ্চ'-এ বহু প্রতীক্ষিত ছবি 'ধূমকেতু'র ট্রেলার লঞ্চে হাজির হয়েছিলেন এই দুই তারকা। দু'জনেই কালো পোশাকে ধরা দিলেন ক্যামেরায়।

গঙ্গাস্নানেও কর! তৃণমূল সরকারকে জিজিয়া কর তুলনায় আক্রমণ সুকান্ত মজুমদারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: হিন্দু ধর্মাচরণে 'জুলুমবাজি' চালাচ্ছে রাজ্য সরকার; সরাসরি এই অভিযোগ তুললেন বিজেপির কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী এবং প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। সোমবার নিজের এক্স (সাবেক টুইটার) হ্যান্ডেলে একটি ভিডিও পোস্ট করে তিনি অভিযোগ করেন, জিজিয়া কর এখন হিন্দুদের দিতে হচ্ছে!

সেই ভিডিওতে বৈদ্যবাটির নিমাই তীর্থ ঘাট থেকে তারকেশ্বর ধামের উদ্দেশ্যে যাত্রারত শিবভক্ত পুণ্যার্থীদের থেকে মাথাপিছু ১০ টাকা করে ফি আদায়ের দৃশ্য তুলে ধরেছেন তিনি। তাঁর দাবি, এই অর্থ আদায় করছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। সেই প্রসঙ্গে তিনি কটাক্ষ করে লেখেন; পবিত্র গঙ্গাস্নানেও হিন্দু বিরোধী তৃণমূল সরকারের জুলুমবাজি!

সুকান্তর অভিযোগ, হিন্দুদের ধর্মীয় আচারে এমন জোরপূর্বক অর্থ আদায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের ধর্মবিরোধী ও মৌলবাদপোষক মানসিকতার নগ্ন বহিঃপ্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়।

তিনি আরও প্রশ্ন তোলেন, এটা কি নিছক অর্থ আদায়ের অজুহাত, নাকি বাঙালি হিন্দুদের উদ্দেশ্যে একটি নিঃশব্দ বার্তা যে, এখন থেকে পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুদের ধর্মাচরণও কর আদায়সাপেক্ষ?

সুকান্ত মজুমদারের এই বক্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। যদিও রাজ্য প্রশাসনের তরফে এখনো পর্যন্ত এই অভিযোগের কোনও উত্তর বা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি।

তবে বিজেপি সূত্রের দাবি, শিবভক্তদের উপর চাপিয়ে দেওয়া এই 'ধর্ম কর' আসলে তৃণমূল সরকারের হিন্দু-বিদ্বেষী মানসিকতার প্রকাশ। সুকান্ত মজুমদারের এই পোস্টের মাধ্যমে দল রাজ্যে ধর্মীয় ভক্তিপূর্ণ যাত্রাপথেও প্রশাসনিক 'টোল আদায়' নিয়ে কড়া বার্তা দিতে চাইল বলেই মত রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের।

যদিও সুকান্তর বক্তব্যকে খণ্ডন করে রাজ্য পুলিশ তাদের সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে জানায়, বৈদ্যবাটি নিমাই তীর্থ ঘাট থেকে পবিত্র গঙ্গা জল নেওয়ার জন্য পুণ্যার্থীদের কাছে থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কোনও 'ফি' আদায় করছে না।

দুর্গাপুজোর অনুদান নিয়ে ফের মামলা হাইকোর্টে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দুর্গাপুজোর অনুদান নিয়ে ফের মামলা হাইকোর্টে। সরকারি টাকায় এত অনুদান কেন তা নিয়েই সোমবার মামলা হল কলকাতা হাইকোর্টে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, গত বছর ক্লাব প্রতি ৮৫ হাজার টাকা করে অনুদান দেওয়া হয়েছিল। এবার একধাক্কায় ২৫ হাজার টাকা করে অনুদান বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

অনুদান নিয়ে মামলা হয়েছে আগেও। ২০২৫-এর অনুদান ঘোষণা করার আগেই মামলার কথা বলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। এদিকে বাস্তবেই দুর্গাপুজোর এই অনুদান ঘোষণার পর এক সপ্তাহ কাটতে না কাটতেই ফের মামলা হল কলকাতা হাইকোর্টে। নতুন করে আবেদন দাখিল করলেন দুর্গাপুরের বাসিন্দা সৌরভ দত্ত।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, গত বছরও সৌরভ দত্তই মামলা করেছিলেন। সরকারি টাকা কীভাবে ক্লাবে দেওয়া হচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে মামলা হয়েছে আদালতে। কবে শুনানি হবে, তা এখনও জানা যায়নি।

রাজ্যের শাসনব্যবস্থাকে 'রোহিঙ্গা-মুখী', 'বাংলাবিরোধী' বলে কটাক্ষ শমীকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বাংলা ভাষার অস্তিত্ব, ভোটার তালিকায় রোহিঙ্গাদের অন্তর্ভুক্তি এবং রাজ্যের দুর্বল প্রশাসনিক অবস্থা ঘিরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। সোমবার রাজ্যসভার সদন চলাকালীন সংসদের বাইরে দাঁড়িয়ে শমীক বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আন্দোলন আজ আর বাংলা ভাষার, বাঙালির জন্য নয়; এটা রোহিঙ্গাদের ভোটার বানানোর লড়াই।

শমীকবাবুর অভিযোগ, রোহিঙ্গা শিবিরে ছোট ছোট বাচ্চাদের নিয়ে গিয়ে শেখানো হচ্ছে এমন বাংলা, যা বাংলার নিজস্ব ভাষা নয়। তারা বলছে, যদি বাংলায় কথা বলো, তবু তুমি ভারতের ভোটার হতে পারবে না। অথচ মুখ্যমন্ত্রী সেই রোহিঙ্গা ও জিহাদিদের ভোটার বানাতে উঠে পড়ে লেগেছেন, যাতে তিনি চতুর্থবার ক্ষমতায় ফিরতে পারেন।

তিনি আরও বলেন, আজ বাংলার প্রকৃত বাঙালি যুবকেরা স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ করছে, ছোটখাটো চাকরির আশায় ঘুরছে, অথচ রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব দিয়ে ভোটার তালিকায় তোলার চেষ্টা চলছে। এভাবে চললে বাংলার মানুষ নিজের রাজ্যেই পরবাসী হয়ে যাবে।

রামমন্দির নির্মাণের সময় যারা বলেছিল 'ভয় পেলে তুমি কাফের', তাদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন শমীক—তাহলে আজ যারা নিজেই নিজেদের কাফের বলছে, তারা কারা? বাংলাদেশের জিহাদিরা? রোহিঙ্গারা? তাঁর দাবি, এরা আজ বাংলায় হামলা করছে কাফেরদের উপর। রাজ্যের আর্থিক দুরবস্থার দিকেও আঙুল তোলেন তিনি। বলেন, সরকার রাজকোষ ফাঁকা করে ফেলেছে। হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ হয়েছে 'গরিবি হটাও'র নামে, যার ২৫ শতাংশও আসল জায়গায় পৌঁছয়নি। কর্মচারীদের ডিএ দিতে পারছে না, অথচ সুপ্রিম কোর্ট বলছে পুরো টাকা দিতে হবে। সরকার কীভাবে দেবে?

শেষে তিনি বলেন, ত্রাণে-চাকরিতে-পেনশনে কোনও ভবিষ্যৎ নেই এই সরকারের। স্কুলশিক্ষকদেরও রাস্তায় নামতে হচ্ছে। এ রাজ্যে শিক্ষক, কর্মচারী, এমনকী সাধারণ মানুষেরও ভবিষ্যৎ অন্ধকার। শমীক ভট্টাচার্য রাজ্যের শাসনব্যবস্থাকে এককথায় 'রোহিঙ্গা-মুখি', 'বাংলাবিরোধী' এবং 'অর্থনৈতিকভাবে দেউলিয়া' বলেই আখ্যা দেন।

ঢাকুরিয়া লেকে ধর্মীয় স্লোগান জোর করে চাপানোর অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঢাকুরিয়া: ঢাকুরিয়া লেকে ঘুরতে আসা হিন্দু মহিলাদের উপর একদল মুসলিম কিশোরীর শারীরিক আক্রমণের অভিযোগকে ঘিরে উত্তপ্ত রাজ্য রাজনীতি। গেরুয়া শিবিরের দাবি, ওই মহিলারা 'আল্লাহ হু আকবর' স্লোগান দিতে অস্বীকার করায় তাঁদের মারধর করা হয়। আক্রান্তদের বক্তব্য, তাঁরা শান্তভাবে বলেন; এটা ধর্মীয় নয়, সর্বজনীন স্থান। আমরা হিন্দু, আমাদের জোর করা চলবে না। কিন্তু সেই অবস্থান নেওয়ার কারণেই তাঁদের উপর চড়াও হয় ওই কিশোরীরা।

এই ঘটনার একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়তেই প্রশ্ন তোলে বিজেপি; এটাই কি পশ্চিমবঙ্গে ধর্মীয় সহাবস্থানের চেহারা? আমরা কি বাংলাদেশ না পাকিস্তানে বাস করছি?

বিজেপি নেতা অমিত মালব্য তীব্র ভাষায় মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ করে বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এমন এক পরিস্থিতি তৈরি করেছেন, যা মোহাম্মদ আলি জিন্না বা হোসেন সোহরাওয়ার্দীর পক্ষেও সম্ভব ছিল না; তিনি কলকাতাকে বাঙালি হিন্দুদের জন্য অনিরাপদ করে তুলেছেন।

বিজেপির তীব্র প্রতিক্রিয়া

মালব্যর আরও অভিযোগ, যেখানে কলকাতার মহিলাদের এই দশা, সেখানে জেলার অবস্থা কল্পনাতীত। বাংলার প্রতিটি কোণায় যেন এক একটি সন্দেশখালি, আর মুখ্যমন্ত্রীর নীরবতা মানে সম্মতি। যদিও এই বিষয়ে পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

সাইবার প্রতারণার ঘটনায় দিল্লি থেকে তিন নাইজিরিয়ানকে গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সাইবার প্রতারণায় তিন নাইজিরিয়ান নাগরিক গ্রেপ্তার করল কলকাতা পুলিশ। এই ঘটনায় কোটি কোটি টাকার প্রতারণার ঘটনাও সামনে এল।

সূত্রে খবর, ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন এবং অ্যাবট ফার্মাসিউটিক্যালস ইউকে-র নাম ব্যবহার করে কোলা নাট ট্রেডিংয়ের নামে ১.১০ কোটি টাকার প্রতারণায় অভিযুক্ত তিন নাইজেরিয়ান নাগরিককে দিল্লি থেকে গ্রেপ্তার করেন কলকাতা পুলিশের আধিকারিকেরা। প্রতারকেরা দীর্ঘদিন ধরে ভুয়ো ইমেল, হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট এবং জাল নথি ব্যবহার করে বিশাল মুনাফার লোভ দেখিয়ে টাকা বহু জনের কাছ থেকে টাকা হাতিয়ে নেয়। তদন্তে জানা যায়, অভিযুক্তরা বিদেশি হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ও নাইজিরিয়ার আইপি অ্যাড্রেস ব্যবহার করলেও আদতে তা পরিচালনা করত দিল্লি থেকে। এরপর গত ২ অগস্ট ভোররাতে দিল্লির নিলোথি অঞ্চলে অভিযান চালিয়ে তিনজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তাদের কাছ থেকে ১২টি অ্যান্ড্রয়েড ফোন, ৩টি কী-প্যাড ফোন, ১টি ল্যাপটপ এবং একটি রাউটার উদ্ধার হয়েছে। ওই ল্যাপটপে জাল নথি তৈরির গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গেছে।

প্রতারণার অভিযোগ করার সময় নিজেকে গল্ফগ্রিনের বাসিন্দা হিসেবে পরিচয় দিয়েছিলেন শান্তা!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শান্তা পাল নিজে বাংলাদেশি হয়ে আর এক বাংলাদেশির বিরুদ্ধে থানায় গিয়ে নালিশ জানিয়েছিলেন। এছাড়া ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে যাতে এফআইআর করা হয়, তার আর্জিও জানিয়েছিলেন। এদিকে তিনি নিজেকে কলকাতার গল্ফগ্রিনের বাসিন্দা বলে পরিচয় দিয়েছিলেন সেই অভিযোগপত্রে, এমনটাই খবর কলকাতা পুলিশ সূত্রে।

তদন্তে নেমে এও জানা যাচ্ছে, নিউ আলিপুরে একটি ফ্ল্যাট কেনার পরিকল্পনা করছিলেন শান্তা। ওই ফ্ল্যাটের ইন্টিরিয়র ডেকরেশনের জন্য এক ব্যক্তির সঙ্গে তিনি যোগাযোগ করেছিলেন। অভিযোগ, ওই ব্যক্তি চুক্তি অনুযায়ী ফ্ল্যাটের অন্দরসজ্জা করেননি। তার জন্য প্রায় ৭-৮ লক্ষ টাকা ক্ষতি হয় শান্তার। ওই ব্যক্তির ঠিকানা ঠাকুরপুকুর থানা এলাকায়। তাঁর বিরুদ্ধে ঠাকুরপুকুর থানায় অভিযোগ দায়ের করার সময়ে শান্তা নিজেকে গল্ফগ্রিন থানা এলাকার রাজেন্দ্রপ্রসাদ কলোনির বাসিন্দা বলে জানিয়েছিলেন।

পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযোগপত্রে শান্তা জানিয়েছিলেন, ওই হোম ডেকর সংস্থার কর্ণধার জালিয়াতি করে ভারতীয় পরিচয়পত্র তৈরি করেছিলেন। আসলে তিনি বাংলাদেশি। শান্তার অভিযোগের প্রেক্ষিতে ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে জেনারেল ডায়েরি করে থানা। পরবর্তীতে ফের শান্তা ঠাকুরপুকুর থানার দ্বারস্থ হন। সেই জিডি যাতে এফআইআর হিসেবে রুজু করা হয়, তার জন্যে শান্তা প্রায়শই দরবার করেন। এদিকে যে ফ্ল্যাটের কথা ওই অভিযোগপত্র জানিয়েছিলেন শান্তা, ওই ফ্ল্যাটটি তালা দেওয়া অবস্থায় রয়েছে। তিনি ওই ফ্ল্যাটটি কিনেছিলেন, নাকি ভাড়া নিয়েছিলেন, সে বিষয়ে খোঁজখবর শুরু হয়েছে। শান্তার আয়ের উৎস খতিয়ে দেখতে, ব্যাংকের সঙ্গেও যোগাযোগ করেছে লালবাজার।

এদিকে শান্তাকে নিয়ে তদন্ত যত এগোচ্ছে, ততই নিত্যনতুন কীর্তি ফাঁস হচ্ছে। ঠাকুরপুকুর থানায় জানানো তাঁর ওই অভিযোগের প্রেক্ষিতে, কলকাতায় তিনি আরও যে দু'জায়গায় আস্তানা তৈরির চেষ্টা করছিলেন, তাও সামনে এসেছে তদন্তে। কলকাতায় ২০২২ সাল থেকে বিভিন্ন এলাকায় ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে থাকতে শুরু করেন ওই তরুণী। পার্ক স্ট্রিট থানায় তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হওয়ার পরে শান্তার বাংলাদেশি পরিচয় সামনে আসে। তার ভিত্তিতে যাদবপুরের বিজয়গড়ের ভাড়ার ফ্ল্যাট থেকে সম্প্রতি শান্তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এদিকে এই গ্রেপ্তারি নিয়ে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর প্রশ্ন, 'বাংলাদেশি হিন্দু ধর্মালম্বী যে মডেল এখানে ধরা পড়েছেন, তাকে বিজেপি কি বলবে, অনুপ্রবেশকারী না শরণার্থী?'

আজ থেকে ফের ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা, দুর্যোগ উত্তরেও

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি চলবে আর সেটাও চলবে এক নাগাড়ে, এমনটাই জানাল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার অতি ভারী থেকে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। অতি ভারী বৃষ্টি হবে উত্তরবঙ্গের পাঁচ জেলায়, অর্থাৎ দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়িতে। এর পাশাপাশি মঙ্গলবার বৃষ্টির সম্ভাবনা উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়াতে। এর সঙ্গে বুধবার বাড়বে তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি। বৃহস্পতিবার ভারী বৃষ্টি হবে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং নদিয়া জেলাতে। দক্ষিণবঙ্গের বেশিরভাগ জেলা তো এমনিতেই ভাসছে। তারপরও বৃষ্টি চলবে। ফলে স্বাভাবিকভাবে আরও খারাপ হবে পরিস্থিতি। এমন পরিস্থিতির কারণ হিসেবে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ এবং সংলগ্ন বাংলাদেশের উপরে যে ঘূর্ণাবর্ত ছিল, তা উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর এবং সংলগ্ন গাঙ্গেয় বঙ্গ ও ওড়িশা উপকূলের মাঝামাঝি অবস্থান করছে।

এদিকে কলকাতার আবহাওয়া সম্পর্কে আলিপুর আবাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস, মূলত মেঘলা এবং কখনও আংশিক মেঘলা আকাশ। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি। বৃষ্টি না হলে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি চরমে থাকছে। বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক পশলা হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। বুধবার পর্যন্ত বাড়বে তাপমাত্রা; সঙ্গে জলীয় বাষ্প থাকায় অস্বস্তি বাড়বে। আপাতত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। কলকাতায় সোমবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৬.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে ০.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম। রবিবার দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩১.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে ০.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বা আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৭২ থেকে ৯৭ শতাংশ। আগামী ২৪ ঘণ্টায় শহরের তাপমাত্রা থাকবে ২৭ ডিগ্রি থেকে ৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে। বৃষ্টিপাত হয়েছে ৩৭.৩ মিলিমিটার।

সম্পাদকীয়

বেকারত্ব, শেয়ারে ধস, নয়া শুল্ক নীতিতে কি অটল থাকবে ট্রাম্প প্রশাসন?

ভারতের সঙ্গে শুল্ক যুদ্ধে নেমেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ভারতীয় পণ্যের ওপর ২৫ শতাংশ হারে শুল্ক চাপিয়েছেন। সূদূর প্রসারী এর কী লাভ বা কী ক্ষতি হতে পারে এ নিয়ে এখন সাউথ ব্লকের অন্দরে কাটাছেঁড়া চলছে। তবে এই ঘোষণার জেরে এরই মধ্যে বেশ বেকায়দায় মার্কিন মুলুকের অর্থনীতি। এই চড়া হারে শুল্ক চাপানোর জেরে রাতারাতি প্রভাব পড়েছে আমেরিকার শেয়ার বাজারে। ঘুম ছুটেছে মার্কিন লগ্নিকারীদের। তথ্য বলছে, ট্রাম্পের ঘোষণার ২৪ ঘন্টার মধ্যে ওয়াল স্ট্রিটের শেয়ার বাজারে ব্যাপক ধস নেমেছে। অগস্টের প্রথম দিন বাজার থেকে উধাও ১.১ লক্ষ কোটি ডলার মূল্যের সম্পদ। দ্রুত এই অবস্থা বদলাবে এমন কোনও ইঙ্গিতও দিতে পারেননি সে দেশের আর্থিক বিশেষজ্ঞরা। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমের প্রতিবেদন বলছে, ঘোষণার ২৪ ঘন্টার মধ্যে ১ আগস্ট বাজার বন্ধের সময় শেয়ার সূচক ডাও জোন্স ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাভারেজ কমেছে ১.৩ শতাংশ। এ ছাড়া এসঅ্যান্ডপি-৫০০ এবং নাসডাক কম্পোজ়িটে ১.৬ এবং ২.২৪ শতাংশের পতন হয়েছে। সে দেশের ব্রোকারেজ সংস্থাগুলির তথ্য বলছে, চলতি বছরের এপ্রিল এবং মে মাসের পর এক দিনে মার্কিন শেয়ার সূচক নাসডাক এব ং এসঅ্যান্ডপি-৫০০ তে এত বড় পতন আর হয়নি। সূচকে ধস নামার পাশাপাশি ট্রাম্প প্রশাসনের রক্তচাপ বাড়িয়েছে আরও একটি বিষয়। সেটি হল কর্মসংস্থান ক্ষেত্রে খারাপ ফলাফল। আগস্টের শুরুতেই এই নিয়ে চাঞ্চল্যকর রিপোর্ট প্রকাশ করেছে আমেরিকার শ্রম পরিসংখ্যান ব্যুরো। রিপোর্ট বলছে, চলতি বছর জুলাইয়ে নতুন চাকরি জুটেছে মাত্র ৭৩ হাজার বেকারের কপালে।ওই মাসে এক লক্ষ কর্মসংস্থানের আশায় ছিল মার্কিন সরকার। চাকরির বাজারে মন্দা এখন ট্রাম্পের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ। এসবের পরও অবশ্য রোখা যাচ্ছে না ট্রাম্পকে। ভারত-সহ ৬৮টি দেশ এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের উপর ১০ থেকে সর্বোচ্চ ৪১ শতাংশ পর্যন্ত নতুন শুল্ক আরোপ করেছেন তিনি। ৭ আগস্ট থেকে সেই ঘোষণা কার্যকর হবে।

শব্দবাণ-৩৫০

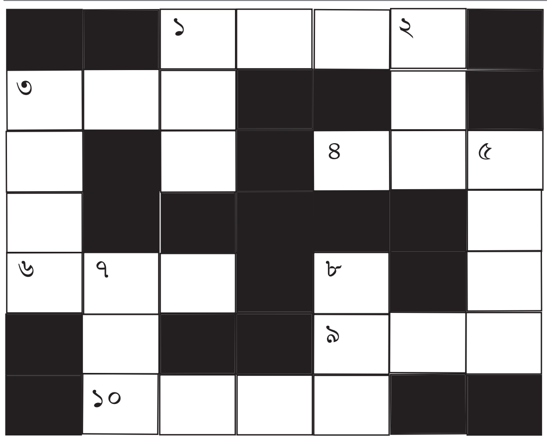

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. পঞ্জিকা ও শাস্ত্রগ্রন্থাদি ৩. সুযোগ ৪. পরার কাপড় ৬. চক্ষু ৯. মর্দিত, মাড়ানো হয়েছে এমন ১০. সদ্য-উৎপন্ন।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. পাঁকযুক্ত,কর্দমাক্ত ২. গবেষণাপত্র ৩. ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় রচিত গদ্যরচনা ৫. আঁচড়ানো ৭. ধড়িবাজ ৮. আসল, খাঁটি।

সমাধান: শব্দবাণ-৩৪৯

পাশাপাশি: ২. কুপথগামী ৫. নয়া ৬. বধূ ৭. ফিকে ৮. ঢং ১০. শরসন্ধান।

উপর-নীচ: ১. রোগা ২. কুরুবংশ ৩. থই ৪. মীনকেতন ৯. খাস ১১. রথী।

জন্মদিন

আজকের দিন

কাজল

১৯২৯ বিশিষ্ট উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতশিল্পী গিরিজা দেবীর জন্মদিন।
১৯৬৯ বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় ভেঙ্কটেশ প্রসাদের জন্মদিন।
১৯৭৪ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী কাজলের জন্মদিন।

যাঁরা স্বর্গগত তাঁরা এখনও জানে

মানস চক্রবর্তী

আগস্ট মাস বিপ্লবের মাস। আর কয়েকদিন পরেই স্বাধীনতা দিবস। সেই দিন সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে এ পবিত্র দিবসটি উদযাপিত হবে। দেশ স্বাধীন করতে, এই পবিত্র দিবসের স্বপ্ন সত্যি করতে কত প্রাণ হয়েছে বলিদান। কিন্তু এই বলিদানের সম্মান আমরা আজ কতটুকু রাখতে পেরেছি?

এ কোন্ স্বাধীন ভারতবর্ষ! সমস্ত ভারতবর্ষের জুড়ে আজ পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতি। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মানুষের বেঁচে থাকার ন্যূনতম সব কটিতেই দুর্নীতি। মানুষ আজ সুস্থভাবে শ্বাস নিতে পারছে না।

আজকের রাজনৈতিক নেতাদের কাছে এ ভূমি লুটেপুটে খাওয়ার সামগ্রী হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এ ভূমি পুণ্যভূমি। এই ভূমির পবিত্রতা রক্ষা করার জন্য কেমন ছিল সেই সব বিপ্লবীদের লড়াই? আজকের এই লেখা হোক তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি।

তাঁদের কাছে দেশ মাটি দিয়ে গড়া একখণ্ড ভূমি নয়। স্বর্গের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও প্রিয়। আর স্বদেশের সেবা , স্বদেশের জন্য নিজেকে তিল তিল করে উৎসর্গ করা একটা ব্রত। এই ব্রত তারা পালন করতেন আমৃত্যু। শ্রী অরবিন্দ লিখলেন, 'আমি স্বদেশকে মা বলিয়া জানি, ভক্তি করি, পূজা করি। মার বুকের উপর বসিয়া যদি একটা রাক্ষস রক্তপানে উদ্যত হয়, তাহা হইলে ছেলে কী করে? নিশ্চিন্ত বোধে আহার করতে বসে? না, মাকে উদ্ধার করিতে পৌরোহিত্য করে?' 'পুত্র ভিন্ন মাতৃদৈন্য কে করে মোচন?' এ কি শুধুই কবি কল্পনা? বিপ্লবীরা স্বদেশকে ভালো না বেসে থাকতে পারতেন না। ভগবানের ভক্ত বলেন, 'প্রভু আমি তোমাকে ভালো না বেসে থাকতে পারি না , তাই ভালোবাসি।' অর্থাৎ ভালোবাসার জন্যই ভালোবাসা।

কিন্তু স্বার্থত্যাগে তাঁদের কোনো আত্মগ্লানি ছিল না। 'কৌতুহলী নরনারী তোমার অপমান ও লাঞ্ছনা চোখ মেলিয়া দেখিবে, তারা জানিতেও পারিবে না তাহাদের জন্য তুমি সর্বস্ব ত্যাগ করিয়াছ বলিয়াই তাহাদের মধ্যে আর তোমার থাকা চলিবে না।' - **পথের দাবী**

খুব মনে পড়ছে চন্দ্রশেখর আজাদের কথা। ভগৎ সিং একবার আজাদকে তাঁর মা বাবার কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন। আজাদ উত্তরে বলেছিলেন, 'দলের সঙ্গে আমার সম্পর্ক, পরিবারের নয়।' তাঁর পিতামাতার অর্ধাহার, অনাহারের কথা জানতে পেরে গণেশ শঙ্কর বিদ্যার্থী আজাদকে ২০০ টাকা দিয়েছিলেন তাঁর মা বাবাকে দেওয়ার জন্য। আজাদ সেই টাকা দলের ছেলেদের জন্য খরচ করে ফেলেছিলেন। এই কথা জানতে পেরে গণেশ শঙ্কর বিদ্যার্থী আজাদের কাছে এর কারণ জানতে চেয়েছিলেন। আজাদ উত্তরে বলেছিলেন, 'মা বাবা বৃদ্ধ হয়েছেন, মারা গেলে তেমন কিছু হবে না। কিন্তু দলের কেউ মারা গেলে দেশের অনেক ক্ষতি।'

ভূপেন্দ্র কুমার দত্ত (স্বামীজির ভাই নয়) জীবনে বোধহয় একবারই কেঁদেছিলেন। এই ছিল তার প্রথম ও শেষ কান্না। স্বাদেশিকতার জন্য ঘর ছাড়ার পূর্ব মুহূর্ত্তে একে একে সংসারের সকলের কাছ থেকে মনে মনে বিদায় নিতে পারলেও মায়ের দুটি বিষণ্ণ চোখ মনের মধ্য যখন ভেসে উঠল তখন তিনি আকুল কান্নায় ভেঙে পড়লেন। হৃদয় নিংড়ানো ব্যথা অশ্রুধারা হয়ে নেমে এল। সংযত করলেন নিজেকে। পরবর্তী জীবনে আর কখনো তিনি কাঁদেননি। যেদিন জেলখানায় শুয়ে শুয়ে শুনলেন, সহ্য করতে না পেরে মা এবং কনিষ্ঠা ভগিনী আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন, তখন তাঁর মধ্যে কোনো ভাবান্তর দেখা যায়নি। চোখের কোণে ছিল না এক বিন্দু অশ্রু। যেমন শুয়ে ছিলেন , তেমনই শুয়ে রইলেন। এ কি বিরুদ্ধ আচরণ? সত্যিই কি উদাসীনতা? না। দেশের জন্য তিনি আত্মসমর্পিত। স্বামীজি বলেছেন না, 'তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত।' যদি তিনি বলি প্রদত্ত না হতেন, পারতেন কি আটাত্তর দিন অনশন ব্রত পালন করতে? বিপ্লবীরা সকলেই বলি প্রদত্ত। তাই তো যতীন দাস চৌষট্টি দিনের অনশনে মহামৃত্যুকে বরণ করে নিলেন, তবুও বশ্যতা স্বীকার করলেন না।

দীনেশ গুপ্ত ফাঁসির পূর্বে বউদিকে লিখছেন, 'আমরা হিন্দু, মরণকে আমাদের ভয় করিলে ধর্মের প্রথম সোপানেই যে আমরা উত্তীর্ণ হইতে পারব না। আমরা জানি মরণ আমাদের হয় না - হয় এই নশ্বর দেহের।' মাকে লিখছেন, 'ভুল ভুল মৃত্যু মিত্র রূপেই আমার কাছে দেখা দিয়েছে।' সালটা ১৯২০। মাসিক আয় কুড়ি থেকে পঁচিশ হাজার টাকা। দেশের খ্যাতনাম এক ব্যরিস্টার উ সেই মানুষটিই ঝাপ দিলেন অসহযোগ আন্দোলনে। অত টাকার আইন ব্যবসা ছেড়ে দিলেন। কথিত আছে যার অনেক পোশাকই বিলেত থেকে আসত। সেই কিনা পরা শুরু করলেন খদ্দর। বিলাসী মানুষটি হয়ে উঠলেন রিক্ত সন্ন্যাসী। কত বড়ো আত্মত্যাগ। হয়ে উঠলেন দেশবন্ধু।

দেশের ডাক প্রবন্ধে সুভাষচন্দ্র বসু বলছেন, 'বঙ্গজননী আমার একদল নবীন তরুণ সন্ন্যাসী চান। ভাই সকল, কে তোমরা আত্মবলির জন্য প্রস্তুত আছ, এসো। মায়ের হাতে তোমরা পাবে দুঃখ , কষ্ট , অনাহার , দারিদ্র ও কারা যন্ত্রণা। যদি এই সব ক্লেশ ও দৈন্য নীরবে নীল কণ্ঠের মত গ্রহণ করতে পার - তবে তোমরা এগিয়ে এসো।'

তিনি নিজেকে দেশমাতৃকার চরণতলে সঁপে দিতে পেরেছেন বলেই তাঁর এই রূপ দৃঢ় আহ্বান। আই . সি.এস পাশ করার পর অন্তর্দ্বন্দ্বে ভুগেছেন। একদিকে লোভনীয় চাকরি গ্রহণের জন্য অভিভাবকদের তাড়না , অন্যদিকে বিট্রিশদের গোলামি না করার প্রতি দৃঢ় সঙ্কল্প বদ্ধতা। অবশেষে সমস্ত পিছুটান, দোলাচল পিছনে ফেলে কেমব্রিজ থেকে দেশবন্ধুকে লিখলেন, 'আপনার নিকট আমি উপস্থিত হইয়াছি আমার যৎসামান্য বিদ্যা , বুদ্ধি, শক্তি ও উৎসাহ লইয়া। মাতৃভূমির চরণে উৎসর্গ করিবার আমার বিশেষ কিছুই নাই - আছে শুধু নিজের মন এবং এই তুচ্ছ শরীর।'

দাদা শরৎচন্দ্রকে এক চিঠিতে লিখলেন, 'আমি দোকানদার নহি , দর কষাকষি আমি করি না। কূট চালের পিচ্ছিল পথ আমি ঘৃণা করি। আমি একটা আদর্শ ধরিয়া দণ্ডায়মান। ব্যস, এইখানেই শেষ।' সুভাষচন্দ্রের কাছে এই আদর্শ ত্যাগ। দেশমাতৃকার চরণতলে আত্মনিবেদন।

এক চিঠিতে শ্রী গোপাল সান্যালকে লিখলেন, 'আদর্শকে ষোল আনা পাইতে হইলে নিজের ষোল আনা দেওয়া চাই।'

আলিপুর বোমার মামলায় উল্লাসকর দত্তের সাজা হল যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। তরুণ উল্লাসকর বিচারের রায় শুনে খুশিতে উল্লসিত। এজলাসেই গেয়ে উঠলেন —

'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে
সার্থক জনম মাগো তোমায় ভালোবেসে।'

ভূপেন্দ্র কুমার এক চিঠিতে বৌদিকে লিখলেন, 'আমার মতো মানুষের উপর দিয়ে পলাতকের জীবন , ২৩ বছরের উপর জেল, ৭৮ দিনের উপোস, তার সঙ্গে ১০/২০ জন মিলে ধরে নল চালিয়ে খাওয়ানো, শরীর ক্ষতবিক্ষত, গলা দিয়ে-মলদ্বার দিয়ে রক্ত, তার আগে এক দিনে ৩ বার মৃত্যুর মুখোমুখি, মাথা ঠুকে মরার চেষ্টা, ৪০/৫০ বছর ধরে আত্মীয় বন্ধু থেকে নির্বাসিত জীবন, পাকিস্তানে নিঃসঙ্গ দিন কাটানো - কোথা দিয়ে চলে গেছে ...'

এই চলে যাওয়া চাট্টিখানি কথা! দেশমাতৃকার কাছে আত্মনিবেদিত সৈনিক ছাড়া কোনোভাবেই সম্ভব নয়।

ননী বাংলা দেবীর কথা স্মরণ হয়? কাশীর সি.আই.ডি ডেপুটি সুপারিটেনডেন্ট জিতেন ব্যানার্জির নির্দেশে ননীবালা দেবীকে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র করে গোপনাঙ্গে লঙ্কাবাটা ঢেলে দেওয়া হয়েছিল। তীব্র যন্ত্রণা সহ্য করেও জিতেন ব্যানার্জির মুখের উপর সপাট জবাব - যত খুশি শাস্তি দিন, কিচ্ছু বলব না।

'বিপ্লবের পদচিহ্নে' গল্পে ভূপেন্দ্র কুমার দত্ত এই অকল্পনীয় অত্যাচারের বর্ণনা দিয়েছেন। 'কিল, ঘুষি, চড়, লাথি, কেশাকর্ষণ, আঙ্গুল মোচড়ানো, পেছন দিয়ে হাত কড়ি লাগিয়ে পিঠের উপর রুলের ঘা — এসব ছিল অতি সাধারণ ব্যবস্থা। নানাবিধ অসম্ভব কসরৎ করানো, পাঁচ সাতদিনের ক্ষুৎপিপাসা - অনিদ্রা কাতর অথবা তিন চার ডিগ্রি জ্বরে আক্রান্ত বন্দিকে নিয়ে ঘরের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে ঠেলে পনেরো মিনিট আধঘণ্টা ধরে টেনিস খেলা, পুরুষাঙ্গ রশি বেঁধে টানা বা রুল দিয়ে থ্যাঁতলানো, মলদ্বারে রুল ঢোকানোর চেষ্টা, কমোড প্যান থেকে মলমূত্র মাথায়, মুখে, সর্বাঙ্গে ঢেলে দেওয়া এবং তারপর , দিনের পর দিন জলের সংস্পর্শ থেকে বঞ্চিত করে রাখা - ইত্যাদি যত রকমের ধর্ষকাম (sadist) জুলুমবাজির কল্পনা করাও চলে না, তেমনি সব অভিনয় হত, কোনো কোনো ক্ষেত্রে সারারাত ধরে অথবা বন্দী জ্ঞান না হারানো পর্যন্ত।'

এই জুলুম বাজি যে কতভাবে কত বিপ্লবীর উপর হয়েছে তার কোনো ইয়ত্তা নেই। আজ স্বাধীনতাকে উৎসবের মর্যাদা দিতে গিয়ে সেদিনের অগ্নিযুগের ইতিহাসকে আমরা ভুলে গেছি।

একজন শ্রদ্ধেয় মানুষ আমাকে একবার প্রশ্ন করেছিলেন, 'এত আত্মত্যাগের ফল কী হয়েছে?' এই আত্মত্যাগ ও আত্মবলিদানের ফল কী হতে পারে তা নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন স্বয় সুভাষচন্দ্র। ক্ষু আমার ছেলেবেলায় আমি বৃটিশকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়াই সব চাইতে বড় কর্তব্য বলে মনে করতাম। পরে গভীরভাবে চিন্তা করে দেখেছি যে বিট্রিশকে তাড়ালেই যদি আমাদের কর্তব্য শেষ হয়ে যায় , তাহলে ভারতে নতুন সমাজ ব্যবস্থা চালু করার জন্য আর একটি বিপ্লবের প্রয়োজন হবে। কারণ এটা খুব স্বাভাবিক যে, দেশের মুক্তির জন্য যে সমস্ত লোক কোনোদিন কিছুমাত্র ত্যাগ স্বীকার করেনি , তারাই ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করবে এবং স্বার্থসিদ্ধির জন্য সে ক্ষমতা ইচ্ছামতো ব্যবহার করবে।'

এই আশঙ্কা যে কতখানি সত্য তা আজ আমরা উপলব্ধি করছি। সুতরাং আবার এসেছে আত্মত্যাগের সময়।

'আসি অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা, দিবে কোন বলিদান?'

হিরোশিমা, নাগাসাকিতে পরমাণু বোমা নিক্ষেপ সভ্যতার কালো অধ্যায়

মতিউর রহমান

মাত্র কয়েকটি মুহূর্ত। প্রতিহিংসার আগুন - পরমাণু বোমা আছড়ে পড়ল হিরোশিমায়। দিনটি ছিল ৬ই আগস্ট। সভ্যতার ইতিহাসে একটা কালো দিন। রচিত হল বীভৎসতা, ধ্বংস ও মৃত্যুর মহা আখ্যান। কলঙ্কিত হল মানব ইতিহাস। সভ্যতার শ্মশানে কফিনবন্দী মানবতার লাশ দেখে শিউরে উঠল বিশ্ব- মানব। কয়েক মুহূর্তে ধ্বংস হয়ে গেল আস্ত একটি শহর। কয়েক লক্ষ মানুষের মৃত্যু হল। কাতারে কাতারে মানুষ আহত, বিকলাঙ্গ হল। বিষাক্ত গ্যাস। আগুনের ঝড়। কান ফাটানো আওয়াজ। এত ভয়াবহতা, নৃশংসতা, হত্যালীলা কখনো দেখেনি, শোনেনি পৃথিবী। ৬ ই আগস্ট জাপানের হিরোশিমা, ৯ ই আগস্ট নাগাসাকি। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের নির্দেশে পারমাণবিক বোমা ফেলা হল। শান্তিকামী জগতবাসীর চোখে, মনে এক বিভৎস হত্যালীলার ছবি ভেসে এল। ফিরে ফিরে আসে ক্যালেন্ডারে কলঙ্কিত দিন দুটি। কত কথা লেখা হয়, বলা হয় শান্তির পক্ষে, হিংসাও যুদ্ধের বিরুদ্ধে কত না শপথের মালা পড়ি আমরা! তবু হুঁশ হয়না আমাদের। হিংসা, বৈরিতা, হানাহানির আত্মঘাতী মারণ নেশায় মেতে উঠি। শান্তির ললিত বাণী কেঁদে কেঁদে ফেরে বাতাসের বুকে। তবুও শুভবোধ ও বুদ্ধির উদয়ের অপেক্ষায় পথ চলতে হয়।

চলমান সময়ের সিঁড়ি বেয়ে স্মরণ ও শপথের মালা পড়ে ফিরে ফিরে আসে ৬ ও ৯ আগস্ট। বিষয়টি আলোচনার আগে পরমাণু বোমা আবিষ্কারের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক। পরমাণু বোমা আবিষ্কারে মুখ্যত দুজন বিজ্ঞানীর অবদান অনস্বীকার্য। জার্মান বিজ্ঞানী অটোহান এবং অস্ট্রিয়ার বিজ্ঞানী মিটনার। তারা ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে ইউরেনিয়াম - ২৩৫ মৌলের পরমাণুকে ভাঙতে সফল হন। ফলে তারা মূলত যা আবিষ্কার করেন তা হল - পারমাণবিক বিভাজন প্রক্রিয়া। একটা পরমাণুর মূল কাঠামোকে যদি ভেঙে দেওয়া সম্ভব হয়, তবে তার প্রকৃতিতে যে বৈষম্যের সৃষ্টি হবে তাতে উৎপন্ন হবে তাপ, শব্দ, প্রচন্ড শক্তির অরাজকতা। প্রচন্ড বেগে বয়ে যাবে আগুনের ঝড়। যে স্থানে এমন সৃষ্টি করা হবে তার বহু মাইলব্যাপী একটা ধ্বংসলীলা হয়ে যাবে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে। এই সূত্রের মধ্যেই লুকিয়ে আছে পরমাণু বোমা তৈরির মূল চাবিকাঠি। বিজ্ঞানী অটোহন মানবজাতির ধ্বংসের জন্য এ বিভাজন প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেননি। মানুষের কল্যাণের জন্যই তিনি এ আবিষ্কার করেন। প্রতিহিংসাপরায়ন রাষ্ট্রশক্তি ও যুদ্ধবাজরা সুকৌশলে পরমাণু বোমা বানানোর বিদ্যা করায়ত্ত করে নির্মাণ করে মারণঘাতী এই বোমা। ১৯৪৫ সাল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখন অন্তিমলগ্নে। জাপান ছাড়া আমেরিকার শত্রু দেশ সকলেই আত্মসমর্পণ করেছে। জাপানের সাফল্য আমেরিকার সম্মানে আঘাত করল। জাপান দেশটাকে চিরতরে পঙ্গু করার উদ্দেশ্যে পরমাণু বোমাই হবে শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার ভেবে লঘু পাপে গুরুদণ্ড দেবার সিদ্ধান্ত নিল আমেরিকা। বি-২৯ বিমানে 'লিটল বয়' ও 'ফ্যাট ম্যান' নিক্ষিপ্ত হল হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে। ধ্বংস, মৃত্যু, বিভৎসতার অদৃষ্টপূর্ব, কল্পনাতীত দৃশ্য দেখল সারা বিশ্ব। বেনজির বর্বরতার মালা গেঁথে রচিত হল বিশ্বমানবের জন্য বীভৎসতার নয়া আখ্যান।

সকাল ৮ টা ১৫ মিনিট। হিরোশিমায় পরিষ্কার আকাশ। গোটা শহরটাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। 'লিটল বয়'কে ফেলে দেওয়া হল। হিরোশিমার শহরে ১৯০০ ফুট উপরে বোমাটা ফাটল। তারপর কি হল? বিমানের কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনায় দেখা যাক সেদিনের সেই দৃশ্য। সার্জেন্ট জর্জ ক্যারণ বর্ণনা দিচ্ছেন - একটা জ্বলন্ত মেঘ ব্যাঙের ছাতার মতো আকার নিল। ধূসর রঙের ছুটন্ত মেঘের মাঝখানে লাল ফুটন্ত লাভা-রঙের আগুনের গোলা। এক মুহূর্ত আগে দেখা শহরটা ফুটছে উত্তাপে। এই বিস্ফোরণের ধোঁয়া-মেঘ ৪০ হাজার ফুট পর্যন্ত আকাশে উড়ল। কো-পাইলট ক্যাপ্টেন রবার্ট লিউইস বর্ণনা দিয়েছেন - মাত্র ২ মিনিট আগে আমরা বিমান থেকে দেখলাম একটা পরিষ্কার শহর। ২ মিনিট পরে গোটা শহরটা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। আগুন আর ধোঁয়া পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছেছে। শহরের ৭৫ শতাংশ ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। পাহাড়ের পাথর আর ধাতু গলে গেল। ৬০ হাজার বাড়ি ধ্বংস হল, তার মধ্যে কয়েক হাজার শুন্যে উড়ে গেল। হিরোশিমার সাড়ে তিন লক্ষ জনসংখ্যার মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল ৭০ হাজার মানুষ, আর ৭০ হাজার পরবর্তী পাঁচ বছরে। মোট আড়াই লক্ষ মানুষ হতাহত। তেজস্ক্রিয় গ্যাসের শিকার হয়ে বহু মানুষ বিকলাঙ্গ হয়ে গেল। বোমা-বিধ্বস্ত হিরোশিমায় এক উদ্ধারকর্মী বর্ণনা করেছেন, বিকলাঙ্গ জীবন্ত মানুষগুলো দেখতে কেমন হয়েছিল - আগুনে পুড়ে গোটা দেহটা কালো। সব চুল পুড়ে গেছে। দেহের চামড়া বলে কিছু নেই। দলা দলা দেহের মাংস ঝুলছে। হাত-পা সামনে থেকে পেছনে ঘুরে গিয়েছে। প্রথম দর্শনে বোঝাই যাবে না মানুষটার কোনটা সামনের দিক আর কোনটা পেছন দিক। যেন জীবন্ত বিভৎস চেহারার চলমান ভূত।

৯ আগস্ট ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ। সকাল ১১ টা বেজে ২ মিনিট। পরমাণু বোমা 'ফ্যাট ম্যান'কে ফেলা হল নাগাসাকি শহরে। শহরের ১৬৫০ ফুট উপরে বোমাটা ফাটল। তারপর কি হল? শোনা যাক এক প্রত্যক্ষদর্শী সমীক্ষক ফুজিয়ে উরাটা মাৎসুমোতোর বর্ণনা - একটা বিস্তৃত লাউয়ের ক্ষেত আর বাড়িঘর সব নিশ্চিহ্ন। নিশ্চিহ্ন হতে এক মুহুর্ত সময়ই যথেষ্ট। ক্ষেতে পড়ে আছে এক মহিলার শুধু দগ্ধ মাথাটা। বিস্ফারিত মুখে একটা অনুজ্জ্বল সোনার দাঁত উঁকি দিচ্ছে। মহিলার দু'চোখ পুড়ে শুধু কালো গর্ত। সম্ভবত বোমাটা যখন ফ্লাশ করছিল তখন মহিলা সেদিকে তাকিয়ে ছিলেন। নাগাসাকি শহরে যে পরমাণু বোমা ফেলা হয়েছিল তাতে শহরের ৪০ শতাংশ ধ্বংস হয়েছিল। সৌভাগ্যক্রমে এ শহরের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কম ছিল। এ শহরের জনসংখ্যা ছিল দু' লক্ষ সত্তর হাজার। তার মধ্যে ৭০ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়।

একবিংশ শতকে সভ্যতা ছুটছে দুরন্ত গতিতে। সুখ-স্বাচ্ছন্দ-সমৃদ্ধি এসেছে জীবনে। কত না আবর্তন-বিবর্তনের বক্ররেখা প্রতিনিয়ত আঁকা হচ্ছে কালের ক্যানভাসে। কত না ভারী ভারী কথা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, মন-মনন, বোধ-চেতনার চর্চিত চর্বন চলছে। নৈতিকতা, মানবিকতা, মূল্যবোধ, প্রগতিশীল জীবনভাবনা নিয়ে কত আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক, সেমিনার। এত পথ চলে, এত কথা বলে দিনশেষে প্রাপ্তির ঘরে অস্ত্রডিম্ব! পারমাণু বোমা মানবজাতির ধ্বংস ডেকে আনবে জেনেও বিশ্বজুড়ে চলছে পরমাণু বোমা বানানোর প্রতিযোগিতা। তলায় তলায় চলছে পরমাণু যুদ্ধের প্রস্তুতি। ছোট-বড়, মেজো-সেজো কেউ থেমে নেই। চলছে যুদ্ধ, ছায়াযুদ্ধ, পরমাণু যুদ্ধের হুঙ্কার। যেভাবে সারা বিশ্বজুড়ে চলছে পরমাণু বোমা বানানোর প্রতিযোগিতা তাতে যদি কোন কারণে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় পৃথিবী নামক গ্রহটির অস্তিত্ব চিরতরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। একথা বুঝেও কেন বুঝছেনা বিশ্বমানব? কেন আত্মঘাতী মারণ নেশায় মেতেছে তারা?

আমাদের সকলের স্বার্থে, জীবন ও সভ্যতার স্বার্থে পরমাণু বোমা তৈরি বন্ধ করতে হবে। নির্মূল করতে হবে যুদ্ধের আশঙ্কা। ধ্বংস করে ফেলতে হবে মজুত হাজার হাজার পরমাণু বোমা। এ ব্যাপারে বিশ্বের প্রথম সারির দেশগুলোকে কার্যকরী সদর্থক ভূমিকা পালন করতে হবে। নয়া উপনিবেশবাদ, আগ্রাসন ও আধিপত্য বিস্তার থেকে বিরত হতে হবে শক্তিশালী দেশগুলোকে। পৃথিবীময় বন্ধুত্ব, ভালোবাসা, সমন্বয়, বিশ্বাস ও সম্প্রীতির বার্তা ছড়িয়ে দিতে হবে। আর নয় হিরোশিমা, আর নয় নাগাসাকি। যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই - এ বার্তাই ছড়িয়ে দিতে হবে দিকে দিকে। হিংসা ও বৈরীতার কালো ধোঁয়া নয়, উঠুক সম্প্রীতি ও ভালোবাসার ঝলমলে রোদ্দুর। নীলাকাশে শান্তির ডানা মেলে উড়ে যাক শত শত শ্বেত পায়রা।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

ইসিএলের তৈরি গর্তে বৃষ্টির জল জমে বিপত্তি, তাতেই 'ডুবে মৃত্যু' দুই শিশুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: পাণ্ডবেশ্বর থানার অন্তর্গত শ্যামসুন্দরপুর গ্রামের গা ঘেঁষে ইসিএলের রেল করিডর তৈরি হচ্ছে। এই রেল করিডর ইসিএলের ঝাঁঝরা এরিয়া থেকে বাকোলা এরিয়ার সাইডিংয়ে এসে মিশেছে। যার জন্য আশেপাশে জায়গা থেকে জেসিপি লাগিয়ে বড় বড় গর্ত করে অবৈজ্ঞানিকভাবে মাটি তুলে নেওয়ায় জায়গায় জায়গায় তৈরি হয়েছে বড় বড় জলাশয়। আর সেই জলাশয় থেকে উদ্ধার দুই শিশুর মৃতদেহ। মৃত দুই শিশুর নাম রোশন পাসোয়ান (১১) ও আদর্শ হরিজন (৮)।

ঘটনায় মৃত শিশু রোশন পাশওয়ানের বাবা রোহিত পাসোয়ান জানান, 'তাঁর ছেলে রোশন উখড়া আদর্শ হিন্দি হাই স্কুলের ছাত্র। সে রবিবার বিকেল বেলা কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে খেলার উদ্দেশে বাড়ি থেকে বের হয়। বিকেল সাড়ে চারটে পর্যন্ত বাড়ি না-ফেরায় চারিদিকে খোঁজাখুঁজি শুরু হয়ে যায়। রাত আটটার পর জানা যায় তার সঙ্গে আরও এক শিশু ছিল। তাদের সঙ্গে খেলতে যাওয়া আরও দুই শিশুরা জানায় শ্যামসুন্দরপুর গ্রামের রেল লাইনের ধারে একটা জলাশয়ের ধারে গেছিল তারা। অনেক রাত পর্যন্ত খোঁজাখুঁজির পর রাত ১১টা নাগাদ দুই শিশুর মৃতদেহ উদ্ধার হয় রেল লাইনের পাশেই থাকা জলাশয় থেকে।'

রোহিতবাবুর অভিযোগ, ইসিএল রেল লাইন তৈরির জন্য অবৈজ্ঞানিকভাবে চারপাশের মাটি কেটে গর্ত সৃষ্টি করেছে। আর এখন প্রবল বৃষ্টির কারণে সেই গর্তগুলি মরণকুপে পরিণত হয়েছে। তাঁর দাবি, তাঁর ছেলের মতো এই করুণ পরিণতি যেন আগামী দিনে কারওর না হয়। এছাড়াও ওইসব এলাকায় প্রচুর গবাদিপশু বিচরণ করে তারাও এই ধরনের গর্তে পড়ে মারা যেতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি। দুই শিশুর অকালে চলে যাওয়ার জন্য ইসিএল-এর এই ধরনের অমানবিক কাজকর্মের দিকেই আঙুল তুলছেন এলাকার একাংশ। যদিও এই বিষয়ে ইসিএলের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। মৃতদেহ উদ্ধার করে উখরা আউটপোস্টের পুলিশ। কিভাবে, কেন জলাশয়ের ধারে গিয়েছিল দুই শিশু এবং এই মৃত্যুর পিছনে কী কারণ রয়েছে, সমস্ত কিছুই খতিয়ে দেখছে অন্ডাল থানার পুলিশ।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবিতে কালি দেওয়ার মতো বিজেপির ঘৃণ্য রাজনীতির প্রতিবাদে সিউড়ির পথে তৃণমূলের ধিক্কার মিছিল। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায় চৌধুরী, পুরসভার চেয়ারম্যান উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়, তৃণমূল নেতা মলয় মুখোপাধ্যায়, সিউড়ি এক নম্বর ব্লক সভাপতি রুপু লালা, তৃণমূল নেতা দীপক রায়, বলাই দাস প্রমুখ।

পাচারের আগে জালনোট-সহ গ্রেপ্তার যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: জালনোট যেন পিছু ছাড়ছে না বসিরহাটে। পুলিশি তৎপরতায় একের পর এক গ্রেপ্তার ও জাল টাকা উদ্ধার হচ্ছে বসিরহাট পুলিশ জেলা জুড়ে। এবার তালিকায় উঠে এল হাড়োয়া। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার হাড়োয়া থানার খাসবালান্দা গ্রাম পঞ্চায়েতের ঝাঁঝা এলাকা থেকে উদ্ধার জালনোট। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার রাত পৌঁনে ১১ টা নাগাদ কুড়ি হাজার টাকা নিয়ে পাচারের উদ্দেশ্যে ৩৬ বছরের সইফুদ্দিন মোল্লা দাঁড়িয়ে ছিল ঝাঁঝা এলাকায়। তার বাড়ি ন্যাজাট থানার অন্তর্গত খাঁকশাকদা ভেলোপাড়া এলাকায়। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে হানা দেয় হাড়োয়া থানার পুলিশ। হাড়োয়া থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক প্রতাপ মোদক এবং পিসি অফিসার গৌতম নস্করের নেতৃত্বে চলে অপারেশন। তারপরই শুরু হয় জিজ্ঞাসাবাদ। পুলিশের প্রাথমিক জেরাতেই সে স্বীকার করে তার কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া ২০ হাজার টাকা পুরোটাই জালনোট রয়েছে। ধৃত ওই যুবককে বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাকে পুলিশি হেফাজতে নির্দেশ দেন। গত কয়েকদিনে বসিরহাটের বেশ কয়েক জায়গায় উদ্ধার হওয়া জাল নোটের সঙ্গে এর কোনও যোগসূত্র রয়েছে কিনা সমস্তটাই খতিয়ে দেখছে হাড়োয়া থানার পুলিশ। সূত্রের খবর উদ্ধার হওয়া ২০ হাজার টাকা বাতিল হওয়া ২০০০ টাকা এবং নতুন ৫০০ টাকা। তবে নোটগুলি জাল কিনা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

শুভেন্দুর ২ লক্ষ টাকা প্রদান, ভিতপুজো করলেন গাছ দাদু

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: স্বপ্ন পূরণ হতে চলেছে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত পুরুলিয়ার বাঘমুন্ডির সিন্দ্রী গ্রামের বাসিন্দা দুঃখু মাঝির। দুঃখু মাঝির ব্যাঙ্ক একাউন্টে ২ লক্ষ টাকা প্রদান করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তা দিয়েই বাড়ির ভিত পুজো সেরে ফেললেন তিনি। ভূমি পুজন সেরে শুভেন্দু অধিকারীর নামে ১০০ চারাগাছ রোপণ করার শপথ নিলেন 'গাছ দাদু' দুঃখু মাঝি।

এতদিন অর্ধভগ্ন ত্রিপলের ছাউনি দেওয়া মাটির বাড়িতেই বসবাস ছিল দুঃখু মাঝির। ঝুঁকিপূর্ণ বাড়িতেই এক বিকলাঙ্গ ছেলে এবং বৃদ্ধ স্ত্রীকে নিয়ে বসবাস করতেন তিনি। আবাস যোজনার বাড়ি পেলেও, বড় ছেলে, বৌমা এবং চার নাতি-নাতনি থাকতেন সেই বাড়িতে। ফলে বাধ্য হয়েই নিজের মাটির বাড়িতে দিনযাপন করেন দুঃখু মাঝি। কিন্তু এতে তাঁর বিন্দুমাত্র আক্ষেপ নেই। ৮০ পেরিয়েও তিনি নিয়মিত গাছ লাগানো এবং পরিচর্যা করে চলেছেন। নিজের প্রায় ১৫ বছর বয়সে আত্ম উপলব্ধি করেছিলেন 'গাছ মানুষের জীবনে কতটা উপকারি'। সেই থেকেই তিনি মাঠে, ঘাটে, শ্মশানে গাছ লাগাতে শুরু করেছিলেন। অক্সিজেনের জন্য গাছের প্রয়োজন এইটুকু তিনি বোঝেন। তাই বৃদ্ধ বয়সেও সেই একইভাবে গাছ লাগিয়ে চলেছেন। এই গাছ দাদুর অসহায়তার খবর শুভেন্দু অধিকারীর কানে পৌঁছাতেই দুঃখু মাঝিকে পাকা বাড়ি তৈরি জন্য প্রথম ধাপে ২ লক্ষ টাকা প্রদান করেন তিনি। আগামীদিনে পুরো পাকা বাড়ি তৈরি জন্য আর্থিকভাবে সব কিছু সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা।

বর্ধমানে বাস দুর্ঘটনা, মৃত ১, আহত ৩৫

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাস উল্টে মৃত্যু হল এক জনের,আহত প্রায় ৩৫ জন। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমান জেলার দেওয়ানদিঘি থানার ভাণ্ডারডিহি সংলগ্ন এলাকার বর্ধমান-নবদ্বীপ রোডে।

জানা গিয়েছে, আসানসোল-কৃষ্ণনগর রুটের একটি বাস বর্ধমান-নবদ্বীপ রোড ধরে যাওয়ার সময় প্রথমে একটি বিদ্যুতের খুঁটিতে ধাক্কা মারে। এরপর রাস্তার ধারে একটি কালভার্টে ধাক্কা মেরে সেটি উল্টে যায়। দেওয়ানদিঘি থানার পুলিশ ও স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে প্রথমে কুড়মুন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে ২৯ জনকে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। চিকিৎসকরা একজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। বাকি আহতরা কুড়মুন হাসপাতালেই চিকিৎসাধীন। পুলিশ বাসটিকে আটক করেছে।

নির্বাচনের আগে 'পাড়ায় সমাধান' শাসকের আইওয়াশ, দাবি বিজেপির

'ক্যাম্পে বিজেপি কর্মীরাও আসছেন', পালটা তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী রবিবার থেকে শুরু হয়েছে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে 'আমার পাড়া, আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' কর্মসূচি। সেইমতো সোমবার কাঁকসার ত্রিলোকচন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে কাঁকসার ইজ্জতগঞ্জ এলাকায় সকালে প্রথমে 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। সেখানেই পরে শুরু হয় 'দুয়ারে সরকার' ক্যাম্প। সকাল থেকেই ক্যাম্পে ভিড় জমান এলাকার বহু মানুষ। সেখানে এলাকাবাসী তাঁদের সমস্যার কথা জানান এবং কিভাবে সেগুলো দ্রুত সমাধান হবে সেই বিষয়ে এলাকাবাসীকে নিয়েই বিস্তারিত আলোচনা করেন প্রশাসনের আধিকারিকরা। ক্যাম্পে আসা সাধারণ মানুষ জানিয়েছেন, অনেকেরই সমস্যার সমাধান হলেও এখনও বহু মানুষের সমস্যার সমাধান নিয়ে দেখা দিয়েছে নানান জটিলতা। সেগুলো কিভাবে সমাধান করা যায়, সেই বিষয়েই প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা চলছে।

স্থানীয় বাসিন্দা তথা গলসি ৬ নম্বর মণ্ডলের বিজেপির প্রাক্তন মণ্ডল সভাপতি পরিতোষ বিশ্বাসের অভিযোগ, 'যেখানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জোর গলায় বলেছিলেন যে, রাজ্যে ১০০ শতাংশ মানুষের সমস্যার সমাধান হয়েছে। তারপরেও দুয়ারে সরকার এবং পাড়ায় সমাধান ক্যাম্প কেন করা হচ্ছে?' তাঁর দাবি, 'যদি ১০০ শতাংশ কাজ হয়েই থাকে, তবে এই ক্যাম্পে সকাল থেকেই কেন মানুষের এত ভিড়। আসলে সাধারণ মানুষের সমস্যা এখনও সমাধান হয়নি। যার কারণেই ক্যাম্পে ভিড় জমাচ্ছেন সাধারণ মানুষ। প্রধান কথা হল, আগামী ২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে গোটাটাই হল আইওয়াশ।'

যদিও বিজেপির তোলা অভিযোগকে অস্বীকার করে পালটা বিজেপিকে কটাক্ষ করে কাঁকসা ব্লকের তৃণমূলের ব্লক সভাপতি তথা কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ নবকুমার সামন্ত বলেন, 'দুয়ারে সরকার ক্যাম্প করা হচ্ছে ঠিকই। সেখানে যে সমস্ত মানুষের নথি সংক্রান্ত বিষয়ে ভুলভ্রান্তি রয়েছে, সেগুলো তাঁরা দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে এসে সমাধান করছেন। অন্যদিকে আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান কর্মসূচির মাধ্যমে সাধারণ মানুষ সরাসরি প্রশাসনের কাছে

তাঁদের সমস্যার কথা জানাচ্ছেন। সেই সমস্যা কিভাবে সমাধান হবে তা বিস্তারিত আলোচনা হচ্ছে এবং প্রতি বুথে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ১০ লক্ষ টাকা করে বরাদ্দ করেছেন। সেই টাকা কীভাবে, কোথায় খরচ হবে তা এলাকার মানুষই সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। বিজেপি বলেছিল রাজ্য সরকারের কোনওরকম পরিষেবা তারা নেবে না। অথচ পাড়ায় পাড়ায় সমাধান হোক বা দুয়ারে সরকার, সমস্ত ক্যাম্পে বিজেপির কর্মীরাই আগে ভিড় জমাচ্ছেন। এখানে কোনও রকম ভাঁওতা বা আইওয়াশ করা হচ্ছে না। বরং ১০০ দিনের কাজের টাকা এখনও পর্যন্ত রাজ্যের মানুষকে কেন্দ্র সরকার দেয়নি। রাজ্যের মানুষকে রীতিমতো ভাঁওতা দিয়ে চলেছে বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার সেদিকটা ওরা আগে দেখুক।'

পিএইচই দপ্তরের পাইপ ফেটে বিপত্তি

দু'মাস ধরে জলমগ্ন কাঁকসার একাংশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: গত দু'মাসেরও বেশি সময় ধরে পিএইচই দপ্তরের জলের পাইপ ফেটে গিয়ে জলমগ্ন কাঁকসার মনোজপল্লি এলাকার কয়েকটি বাড়ি। জলমগ্ন হয়ে রয়েছে রাস্তাঘাট। একই সঙ্গে জলমগ্ন জনস্বাস্থ্য বিভাগের গোটা চত্বর। জমা জল নিষ্কাশন না-হওয়ার ফলে ভারী বৃষ্টির জেরে জল আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। জল ঢুকে পড়েছে বাড়ির ভেতর। সন্ধ্যা হলেই বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়ছে, সাপ, ব্যাঙ,-সহ বিষাক্ত কীটপতঙ্গ। গত প্রায় দু-মাসেরও বেশি সময় ধরে জলবন্দি হয়ে রয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা। বাড়ছে ডেঙ্গুর উপদ্রব। মশার কামড়ে আক্রান্ত হয়েছে এক শিশুও। পিএইচই দপ্তর থেকে শুরু করে কাঁকসা ব্লক প্রশাসনকে জল নিষ্কাশনের বিষয়ে লিখিতভাবে জানানো হলেও কোনওরকম সুরাহা মেলেনি বলে অভিযোগ এলাকাবাসীর। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, শুধু সমস্যার মধ্যে এলাকার বাসিন্দারা নন, বাড়ির পাশেই রয়েছে পিএইচই দপ্তরের জলের ট্যাঙ্ক। সেই জলের পাম্প চালাতে গিয়েও সমস্যায় পড়তে হচ্ছে পিএইচই দপ্তরে কর্মরত কর্মীদের। হাঁটুর উপরে জল পেরিয়ে গিয়ে চালাতে হচ্ছে পাম্প। জমা জলা পৌঁছে গেছে পাম্পের স্যুইচ বোর্ডের কাছে। বৃষ্টির জল আরও বেড়ে পাম্পের স্যুইচ বোর্ডের সংস্পর্শে এলে ভয়াবহ বিপদ ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা এলাকাবাসীর। পিএইচই দপ্তরের কোনও কর্মী সংবাদমাধ্যমের সামনে এই বিষয়ে মন্তব্য করতে চাননি। তাঁরা শুধু জানিয়েছেন, দপ্তরের আধিকারিকদের জানানো হয়েছে। যদিও এই বিষয়ে কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ভবানী ভট্টাচার্যকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনিও এই বিষয়ে কোনও রকম মন্তব্য করতে চাননি। অন্যদিকে ত্রিলোক চন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ওই এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য বিধান রাও জানিয়েছেন, 'এলাকাবাসীর সমস্যার বিষয়ে তারা জানতে পেরেছেন। পিএইচই দপ্তরকে এই বিষয়ে খবর দিয়েছেন এবং তারাও জমা জল যাতে দ্রুত নিষ্কাশন হয়, তার উদ্যোগ নিচ্ছেন।' তবে তার অভিযোগ, স্থানীয় বাসিন্দারা নিকাশি নালায় প্লাস্টিক এবং অন্যান্য সামগ্রী ফেলার কারণে নিকাশি নালা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তাই জল নিষ্কাশন না হওয়ার কারণে এলাকার বাসিন্দারাই এখন বিপদের সম্মুখীন। তবে যত দ্রুত সম্ভব তারা এই বিষয়ে ব্যবস্থা নেবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন।

নীলাচল মিনারেলস লিমিটেড
CIN: L10400WB1907PLC001722
রেজিঃ অফিস : ১৭, রয় স্ট্রিট, একতলা, কলকাতা-৭০০ ০২০
টেলি. নং ০৩৩ ৪০৬২ ৯১২৭
ই-মেল: neelachalkolkata@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.neelachal.co.in

বিজ্ঞপ্তি

সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ২৯ অনুসারে এতদ্দ্বারা আপনাদের জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানির পরিচালন পর্ষদের সভা ১৩ অগস্ট, ২০২৫ তারিখ বুধবার দুপুর ১:৩০টায় ১৭, রয় স্ট্রিট, একতলা, কলকাতা-৭০০০২০ -তে অবস্থিত কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে অনুষ্ঠিত হবে যেখানে অন্যান্য সবকিছুর মধ্যে ৩০ জুন, ২০২৫ -এ সমাপ্ত প্রথম ত্রৈমাসিকের কোম্পানির স্ট্যান্ডঅ্যালোন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল বিবেচনা এবং অনুমোদন করা হবে।

নীলাচল মিনারেলস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
তেজস লোধী
ডিরেক্টর
স্থান: কলকাতা
তারিখ: ৪ আগস্ট, ২০২৫

ফর্ম নং আইএনসি-২৬
[কোম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪-র রুল ৩০ অনুসারে]
সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট
রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন,কলকাতা,
কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, কর্পোরেট ভবন, ষষ্ঠ ফ্লোর, প্লট নং আইআইআইএফ/১৬, ইন এএ-আইআইআইএফ রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশর, কলকাতা-৭০০১৩৫, পশ্চিমবঙ্গ-এর সমক্ষে
কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-এর সেকশন ১৩ এর সাব- সেকশন(৪) এবং কোম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪-র রুল ৩০ এর সাব-রুল(৫) এর ক্লজ (এ) এর বিষয়ে
এবং
এসকেসিসি পেপার অ্যান্ড বোর্ড প্রাইভেট লিমিটেড (CIN: U21016 WB 1969PTC027630), যার নিবন্ধিত কার্যালয় ২৯, স্ট্র্যান্ড রোড, কলকাতা-৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত -এর বিষয়ে।
...আবেদনকারী

এতদ্দ্বারা জনসাধারণকে বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, কোম্পানি কোম্পানিকে তার নিবন্ধিত কার্যালয় **"পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য" থেকে "মহারাষ্ট্র রাজ্য"**- তে তাদের রেজিস্টার্ড অফিস পরিবর্তনে সমর্থ হওয়ার জন্য ১৩ই মে, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাবের শর্তে কোম্পানির মেমোরান্ডাম অফ অ্যাসোসিয়েশনের বদলে নিশ্চিতকরণ চেয়ে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারা অধীন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এর কাছে একটি দরখাস্ত করার মনস্থ করেছে।

কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসের প্রস্তাবিত পরিবর্তনের ফলে যদি কোনও ব্যক্তির স্বার্থ বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তবে তিনি তা জানাতে পারেন **ইনভেস্টর কমপ্লেন্ট ফর্ম পেশ করে এমসিএ২১ পোর্টালে (www.mca.gov.in)** বা ডেলিভারির কারণ বা রেজিস্টার্ড ডাকে প্রেরণ তাঁর (পুং/স্ত্রী) আপত্তি একটি হলফনামা দ্বারা সমর্থিত যাতে থাকবে তাঁর (পুং/স্ত্রী) স্বার্থের ধরন এবং বিরোধিতার কারণ দেখিয়ে **রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কর্পোরেট ভবন, ৬ষ্ঠ ফ্লোর, প্লট নং ৩ এফ/১৬, এএ-৩ এফ রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা-৭০০১৩৫ ঠিকানায় এই নোটিস মুদ্রিত হওয়ার তারিখ থেকে ১৪(চৌদ্দ) দিনের মধ্যে পাঠাতে হবে**, সঙ্গে একটি কপি দরখাস্তকারী কোম্পানিকে তাঁদের রেজিস্টার্ড অফিসে নিম্নে বর্ণিত ঠিকানায়,
২৯, স্ট্র্যান্ড রোড, কলকাতা-৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

এসকেসিসি পেপার অ্যান্ড বোর্ড প্রাইভেট লিমিটেড
আবেদনকারীর পক্ষে ও তার হয়ে
স্বা/- মন মোহন কোঠারি
ডিরেক্টর
DIN : 00233353
তারিখ: ০৫.০৮.২০২৫
স্থান: কলকাতা

SBI এসবিআই জে.এম. এভিনিউ শাখা (০১৯৯৪)
১১/এ, জে.এম. এভিনিউ, কলকাতা-৭০০০০৬
ই-মেল: sbi.01994@sbi.co.in
সোনার অলঙ্কার নিলাম বিজ্ঞপ্তি

শ্রী গণেশ বর্ধন, যিনি এসবিআই এসবিই জে.এম. এভিনিউ শাখা থেকে সোনার অলঙ্কার বন্ধক রেখে সোনার ঋণ নিয়েছিলেন, তিনি সময়সূচি অনুযায়ী শোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। যাদের সম্পত্তি নোটিশ/ বিজ্ঞপ্তিতে সাড়া দেয়নি বা এই পরিস্থিতিতে নোটিশটি অবিলম্বে ফেরত দেওয়া হয়েছে, তাই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে যদি সোনার ঋণ(গুলি) (০৭.০৮.২০২৫) **বিকেল ৪টার** আগে ঋণ পরিশোধ করা না হয়, নিলামের দিন, অর্থাৎ (০৮.০৮.২০২৫) বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই শাখা প্রেমিসেসে/গোল্ড হাব-এ উল্লিখিত সময় এবং তারিখে প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে। এই সংযোগে ব্যয় হওয়া সমস্ত খরচ ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা বহন করা হবে। ব্যাঙ্ক যে কোন সময় নিলাম স্থগিত/প্রত্যাহার করার এবং মাঝখানে নিলাম বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সফল দরদাতা সম্পূর্ণ পরিমাণ অর্থ প্রদান করে অলঙ্কার দখল পেতে পারেন।

ঋণগ্রহীতা : শ্রী গণেশ বর্ধন

ক্র. নং.	নিলামের তারিখ	নিলামের প্রস্তাবিত সময়	বিশুদ্ধতা (ক্যারট)	সোনার অলঙ্কারের ওজন (গ্রামে)	আইটেম সংখ্যা
১.	০৮.০১.২০২৫	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	১৮ সি	গ্রস ওজন ২৮.৫৩০ নিট ওজন ২৫.১০০	১টি বালা ১টি কানের দুল
২.	০৮.০১.২০২৫	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	১৮ সি	গ্রস ওজন ১১.২০০ নিট ওজন ৯.৯০০	১টি চেন এবং ১টি হাতের আংটি
৩.	০৮.০১.২০২৫	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২০ সি	গ্রস ওজন ৪০.৮৭০ নিট ওজন ৩৬.৬০০	৩টি চেন ১টি নোয়া
৪.	০৮.০১.২০২৫	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২২ সি	গ্রস ওজন ২১.৫৫০ নিট ওজন ১৯.৭৫০	৩টি হাতের আংটি এবং ৬টি কানের দুল

তারিখ: ০৫.০৮.২০২৫, স্থান: জে.এম.এভিনিউ, কলকাতা **অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

GPT
জিপিটি ইনফ্রাপ্রোজেক্টস লিমিটেড
(CIN: L20103WB1980PLC032872)
রেজিঃ অফিস: জিপিটি সেন্টার, জেসি-২৫, সেক্টর-৩, সল্টলেক, কলকাতা-৭০০১০৬; পশ্চিমবঙ্গ (ভারত)
টেলি.: +৯১-৩৩-৪০৫০-৭০০০
ফ্যাক্স : +৯১-৩৩-৪০৫০-৭৯৯৯
ইমেল : gil.cosec@gptgroup.co.in
আমাদের পরিদর্শন করুন: www.gptinfra.in

নোটিস
প্রথম অন্তর্বর্তী লভ্যাংশ ঘোষণা এবং রেকর্ড তারিখ

কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ **৪ আগস্ট, ২০২৫** তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় অর্থবছর ২০২৫-২৬ -এর জন্য প্রথম অন্তর্বর্তী লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে, যা কোম্পানির (প্রতি শেয়ার ₹ ১০) মূল্যমানের ইক্যুইটি শেয়ারের উপর **১০% হারে (প্রতি শেয়ারে ₹ ১.০০)** নির্ধারিত হয়েছে।

এই প্রথম অন্তর্বর্তী লভ্যাংশ আইনানুগ সময়সীমার মধ্যে প্রদান করা হবে, সেই সকল ইক্যুইটি শেয়ারহোল্ডারদের, যাদের নাম কোম্পানির রেজিস্টার অব মেম্বার্স-এ অথবা ডিপোজিটরির রেকর্ডে শেয়ারের উপকারভোগী মালিক হিসেবে **সোমবার, ১১ আগস্ট, ২০২৫** তারিখে (যা রেকর্ড তারিখ হিসেবে নির্ধারিত হয়েছে) অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

উপরোক্ত তথ্য কোম্পানির ওয়েবসাইটে (www.gptinfra.in) এবং যেসব স্টক এক্সচেঞ্জে কোম্পানির শেয়ার লিস্টেড রয়েছে; যেমন, বিএসই লিমিটেড (www.bseindia.com) এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অব ইন্ডিয়া লিমিটেড (www.nseindia.com); সেখানে উপলব্ধ রয়েছে।

ডিরেক্টর বোর্ডের পক্ষে
অতুল তাঁতিয়া
(এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর এবং সিএফও)
DIN: 00001238
তারিখ : ৪ অগস্ট, ২০২৫
স্থান: কলকাতা

অ্যাক্সিস ফাইন্যান্স লিমিটেড
(CIN U65921MH1995PLC212675)
অ্যাক্সিস হাউস, সি-২, ওয়াদিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, পান্ডুরং বুধকার মার্গ, ওরলি, মুম্বাই - ৪০০ ০২৫

পরিশিষ্ট ৪
[রুল ৮(১) দেখুন]
প্রতীকী দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
[সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(১) সহ পঠিত পরিশিষ্ট ৪ অনুসারে]

যেহেতু, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট (সিকিউরিটি) ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ এর সঙ্গে পঠিত ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী **অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিঃ** -এর অনুমোদিত অফিসার ২৯ এপ্রিল, ২০২২ তারিখে ডিমান্ড নোটিশ জারি করে ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/ বন্ধকদাতা **(১) দাস গোল্ড প্রাইভেট লিমিটেড, যার ডিরেক্টর প্রয়াত শ্রী প্রসেনজিৎ দাস ও শ্রীমতী পম্পা দাস মাধ্যমে, (২) শ্রীমতী পম্পা দাস, স্বামী প্রয়াত শ্রী প্রসেনজিৎ দাস (এছাড়াও জামিনদার প্রয়াত শ্রী প্রসেনজিৎ দাসের আইনি উত্তরাধিকারী)**, ঠিকানা ১৮৮, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, গ্রাউন্ড ফ্লোর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০১১২, **(৩) শ্রী প্রিয়জিৎ দাস, পিতা প্রয়াত শ্রী প্রসেনজিৎ দাস (এছাড়াও জামিনদার প্রয়াত শ্রী প্রসেনজিৎ দাসের আইনি উত্তরাধিকারী)** এবং **(৪) শ্রীমতী কল্যাণী দাস, স্বামী শ্রী সুরেন দাস (এছাড়াও জামিনদার প্রয়াত শ্রী প্রসেনজিৎ দাসের আইনি উত্তরাধিকারী)**, ঠিকানা ৯৬/১ দ্বারিক রোড, পোঃ- চৌহাটি, রাজপুর, সোনারপুর (এম), দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১৪৯ -কে, যারা নিচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রেখেছেন, উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে **২,৫৪,০২,৪৬৪/- টাকা (দুই কোটি চুয়ান্ন লক্ষ দুই হাজার চারশো চৌষট্টি টাকা মাত্র) ১০.০৪.২০২৫ অনুযায়ী** বকেয়া এবং চুক্তির হার অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সহ পরিশোধ করার জন্য বলা হয়েছিল।

ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ) উক্ত অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, এই নোটিশের মাধ্যমে ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ) এবং সাধারণ জনগণকে জানানো হচ্ছে যে, উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪) ধারা এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, এই **২৪ জুলাই, ২০২৫** তারিখে নিম্ন স্বাক্ষরকারী নিচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন। বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ) এবং সাধারণ জনগণকে সতর্ক করা হচ্ছে যে, তারা যেন এই সম্পত্তির সাথে কোনোরকম লেনদেন না করেন। এই সম্পত্তির সাথে যেকোনো লেনদেন অ্যাক্সিস ফাইন্যান্স লিমিটেডের **২,৫৪,০২,৪৬৪/- টাকা (দুই কোটি চুয়ান্ন লক্ষ দুই হাজার চারশো চৌষট্টি টাকা মাত্র) ১০.০৪.২০২৫ অনুযায়ী** এবং পূর্ণ পরিশোধ বা আদায় না হওয়া পর্যন্ত চুক্তির হার অনুযায়ী পরবর্তী সুদ ও খরচ, চার্জ ইত্যাদি প্রযোজ্য অ্যাক্সিস ফাইন্যান্স লিমিটেডের চার্জের অধীন হবে। ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ) এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩ এর সাব সেকশন (৮) ও সাব সেকশন (১৩)-এর প্রতি, যেখানে সুরক্ষিত সম্পদ উদ্ধারের জন্য উপলব্ধ সময়সীমার কথা বলা হয়েছে।

স্থাবর সম্পত্তির বর্ণনা

সম্পত্তির বিশদ -
ইউনিট নং-এন, গ্রাউন্ড ফ্লোর, আইম্যাক্স ইম্পেরিয়াল নং ১০১/৫, সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জি রোড, পৌরসভা প্রেমিসেস নং ১০১/৫, পোঃ- ধর্মতলা, থানা- তালতলা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০১৩-এ ২৬ কাঠা, ৮ ছটাক এবং ৩০ বর্গফুট পরিমাপের জমির প্লট ও তার উপর নির্মান, যার পরিমাপ ২,৩০০ বর্গফুট এবং বাড়ি/প্লটের চৌহদ্দি: পূর্ব - ১০১-সি, এস.এন. ব্যানার্জি রোড, পশ্চিম - সাধারণ প্যাসেজ, উত্তর - প্রেমিসেস নং ১৪, ৪৭ ও ৪৮ ইন্ডিয়ান মিরর, দক্ষিণ - এস.এন. ব্যানার্জি রোড।

তারিখ: ২৪.০৭.২০২৫ **অনুমোদিত আধিকারিক**
স্থান: কলকাতা **অ্যাক্সিস ফাইন্যান্স লিঃ**

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
১২তম তল তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
শাখার ই-মেইল আইডি: sbi.05171@sbi.co.in
ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিশদ: নাম: তনুশ্রী চৌধুরী, ই-মেইল আইডি: sbi.05171@sbi.co.in, মোবাইল নং - ৯৬৭৪৭১৩৭৬৩

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৯(১) -তে বন্দোবস্ত দেখুন]

সিকিউরিটিজেশন এবং ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে ব্যাঙ্কের কাছে চার্জ করা স্থাবর সম্পদের বিক্রয়।
নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসাবে সারফেইসি আইনের ১৩(৪) এর অধীনে নিম্নলিখিত সম্পত্তি(গুলি) দখল করেছেন। সাধারণভাবে জনগণকে অবহিত করা হচ্ছে যে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য নিম্নোল্লিখিত ক্ষেত্রে চার্জ করা সম্পত্তি/গুলির ই-অকশন (সারফেইসি আইন, ২০০২ এর অধীনে) "যেখানে যেমন আছে", "সেখানে যা আছে", "সেখানে যা কিছু আছে" ভিত্তিতে হবে।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ২৬.০৮.২০২৫
সময়: ৩০০ মিনিট, সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।

সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ) কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নীচে বর্ণিত সুরক্ষিত উত্তমর্ণের কাছে হাইপোথেকেটেড/ বন্ধকীকৃত/চার্জড স্থাবর সম্পত্তির **বাস্তবিক দখলদারী** গৃহীত হয়েছে সুরক্ষিত উত্তমর্ণ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা, যা "যেখানে যেমন আছে", "যা যেমন আছে" এবং "সেখানে যা কিছু আছে"-র ভিত্তিতে যা বিক্রি করা হবে **২৬.০৮.২০২৫** তারিখে বকেয়া **৩০.৭৯ লক্ষ টাকা (২৬.০২.২০২৫ অনুযায়ী)** তদুপরি ভবিষ্যতের সুদ এবং পরবর্তী খরচ সহ পুনরুদ্ধারের জন্য যা সুরক্ষিত ক্রেডিটরের কাছে **মেসার্স শুভজিৎ এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বাধিকারী- শ্রী কৃষ্ণ প্রসাদ দত্ত**, পিতা- শ্রী ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত, কল্যাণ নগর, মজুমদার ভিলা, পোঃ- কল্যাণ নগর, ভায়া- পানশিলা, থানা- খড়দহ, জেলা- ২৪ পরগনা (উত্তর), কলকাতা- ৭০০১১২ -এর বকেয়া আছে ।
রিজার্ভ মূল্য হবে: **১৩,৩৭,০০০.০০ টাকা**, বায়না জমা হবে: **১,৩৩,৭০০.০০ টাকা**, বিড বৃদ্ধির পরিমান হবে **১০,০০০.০০ টাকা**।

(জ্ঞাত দায় সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ দোকান নং ৭ এবং ৮ পরিমাণ আনুমানিক ২৪০ বর্গফুট একতলায় ব্লক-১, উত্তর দিকে অবস্থিত মৌজা : কেরুলিয়া, হোল্ডিং নং ৮/৫১৩, ওয়ার্ড নং ১৭ ওল্ড ক্যালকাটা রোড, বহুতল ভবনে নাম মজুমদার ভিলা, এডিএসআরও , বারাকপুর অধিক্ষেত্রে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে: অরুণ কুমার ভাদুড়ীর ভবন; দক্ষিণে : প্লট নং বি; পূর্বে : ৫ ফুট চওড়া নিকাশি; পশ্চিমে : ওল্ড ক্যালকাটা রোড। **সম্পত্তি কৃষ্ণ প্রসাদ দত্ত এর নামে, উল্লেখ্য দলিল নং ২১১৮ তারিখ** ০৮.০৩.২০০৬, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআরও, বারাকপুর, উত্তর ২৪ পরগনা।
সম্পত্তি আইডি : SBIN78272531894

পরিদর্শনের তারিখ: ১৯.০৮.২০২৫	বাস্তবিক দখল	যোগাযোগ নং ৯৬৭৪৭২০৪৫৬

ক) বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় প্রদত্ত লিঙ্ক, সুরক্ষিত ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য তৈরি নির্দিষ্ট লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি / আরটিজিএস স্থানান্তরের মাধ্যমে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে তার ইএমডি পরিমাণ স্থানান্তর করতে হবে। যে কোনও প্রশ্নের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন Support.baanknet@psballiance.com অথবা যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০ -তে।

তারিখ: ০৫.০৮.২০২৫
স্থান: কলকাতা
কোনো বিরোধের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণ প্রাধান্য পাবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

অ্যাক্সিস ফাইন্যান্স লিমিটেড
(CIN U65921MH1995PLC212675)
অ্যাক্সিস হাউস, সি-২, ওয়াদিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, পান্ডুরং বুধকার মার্গ, ওরলি, মুম্বাই - ৪০০ ০২৫

পরিশিষ্ট ৪
[রুল ৮(১) দেখুন]
প্রতীকী দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
[সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(১) সহ পঠিত পরিশিষ্ট ৪ অনুসারে]

যেহেতু,
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট (সিকিউরিটি) ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত ১৩ (১২) -এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী **অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিঃ** -এর অনুমোদিত অফিসার ২৬ মে, ২০২৫ তারিখে ডিমান্ড নোটিশ জারি করে ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/বন্ধকদাতা **(১) বায়োটেক ফাউন্ডেশন (২) সুদীপা চক্রবর্তী (৩) রেখা বসু (৪) অমিত চক্রবর্তী (৫) নীলাঞ্জন বসু (৬) নারায়ণ বসু** সিবি - ১৬২, সিবি ব্লক, সল্ট লেক, সেক্টর- ১ বিধাননগর, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০৬৪ এবং (৭) ইনস্টিটিউট অফ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, দ্য প্রেসিডেন্ট অফ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, বাদু ঠাকুর হাট রোড, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০১২৮ যারা নিচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রেখেছেন,-কে উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে আইএনআর ৪৭,৮৩,১১২/- টাকা (সাতচল্লিশ লক্ষ তিরাশি হাজার একশো বারো টাকা মাত্র) ০৫.০৫.২০২৫ অনুযায়ী বকেয়া এবং চুক্তির হার অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সহ পরিশোধ করার জন্য বলা হয়েছিল।

ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ) উক্ত অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, এই নোটিশের মাধ্যমে ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ) এবং সাধারণ জনগণকে জানানো হচ্ছে যে, উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪) ধারা এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, এই **১ অগাস্ট, ২০২৫** তারিখে নিম্ন স্বাক্ষরকারী নিচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন। বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ) এবং সাধারণ জনগণকে সতর্ক করা হচ্ছে যে, তারা যেন এই সম্পত্তির সাথে কোনো রকম লেনদেন না করেন। এই সম্পত্তির সাথে যেকোনো লেনদেন অ্যাক্সিস ফাইন্যান্স লিমিটেডের **আইএনআর ৪৭,৮৩,১১২/- টাকা (সাতচল্লিশ লক্ষ তিরাশি হাজার একশো বারো টাকা মাত্র) ০৫.০৫.২০২৫ অনুযায়ী** এবং পূর্ণ পরিশোধ বা আদায় না হওয়া পর্যন্ত চুক্তির হার অনুযায়ী পরবর্তী সুদ ও খরচ, চার্জ ইত্যাদি প্রযোজ্য অ্যাক্সিস ফাইন্যান্স লিমিটেডের চার্জের অধীন হবে। ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ) -এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩ এর সাব সেকশন (৮) ও সাব সেকশন (১৩)-এর প্রতি, যেখানে সুরক্ষিত সম্পদ উদ্ধারের জন্য উপলব্ধ সময়সীমার কথা বলা হয়েছে।

স্থাবর সম্পত্তির বর্ণনা

সম্পত্তির বিশদ -
সুরক্ষিত পরিসম্পদের বিশদ
হোল্ডিং নং - ৯, ঠাকুর হাট রোড, প্লট নং বি২ এবং বি৩, বারাসাত পৌরসভা, থানা , বারাসাত অধীন, উত্তর ২৪ পরগনা, জেএল নং ৭০, আরএস দাগ নং ১২৮, আরএস খতিয়ান নং ১৭, তৌজি নং ১৪৬, আরএস নং ১০৪, মৌজা - আমরাডাঙ্গা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০১২৮। মোট পরিমাপ ৫৮৪৮ বর্গফুট এবং বাড়ি/প্লটের চৌহদ্দি-

পূর্ব	- দাগ নং ১২৯
পশ্চিম	- রাস্তা
উত্তর	- দাগ নং ১২৯
দক্ষিণ	- দাগ নং ১৪৬

তারিখ: ০১.০৮.২০২৫ **অনুমোদিত আধিকারিক**
স্থান: কলকাতা **অ্যাক্সিস ফাইন্যান্স লিঃ**

আইপ্রো ক্যাপিটাল লিমিটেড
CIN : U51491WB1947PLC061685
নিবন্ধিত ও প্রধান কার্যালয় : বিড়লা বিল্ডিং, ৯/১, আর.এন. মুখার্জি রোড, কলকাতা- ৭০০ ০০১, ফোন নং- (০৩৩) ৪০৮২ ৩২০০/২২২০ ০৬০০, ই-মেইল আইডি: Ipro.capital@gmail.com, ওয়েবসাইট: iprocapital.in

নোটিশ
(কোম্পানির ইকুইটি শেয়ারহোল্ডারদের মনোযোগের জন্য)

বিষয়: কোম্পানির ইকুইটি শেয়ারগুলি ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড অথরিটির ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর।

এই নোটিশটি কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর সেকশন ১২৪(৬) অনুসারে, ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড অথরিটি (অ্যাকাউন্টিং, অডিট, ট্রান্সফার অ্যান্ড রিফান্ড) রুলস, ২০১৬ এবং তার সংশোধনীগুলোর সাথে পঠিত হয়ে জারি করা হচ্ছে।

অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, এই নিয়মাবলীতে এমন বিধান রয়েছে যে, যে সমস্ত শেয়ারের ওপর ৭ বা তার বেশি বছর ধরে শেয়ারহোল্ডাররা ডিভিডেন্ড দাবি করেননি, সেই শেয়ারগুলি ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড অথরিটির (অথরিটি) ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত হবে।

উক্ত নিয়মাবলীতে নির্ধারিত বিভিন্ন শর্তাবলী মেনে, কোম্পানি সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারদের তাদের সর্বশেষ উপলব্ধ ঠিকানায় যোগাযোগ করেছে, যারা ২০১৭-১৮ আর্থিক বছর থেকে বা তার পর থেকে তাদের ডিভিডেন্ড দাবি করেননি, যাতে তারা উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে পারেন।

কোম্পানি এই ধরনের শেয়ারহোল্ডারদের বিস্তারিত তথ্য, যেমন তাদের ফোলিও নম্বর বা ডিপি আইডি/ক্লায়েন্ট আইডি এবং অথরিটির ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরের জন্য নির্ধারিত ইকুইটি শেয়ারের সংখ্যা, তার ওয়েবসাইট iprocapital.in-এ আপলোড করছে। শেয়ারহোল্ডারদের অনুরোধ করা হচ্ছে তারা যেন ওয়েবসাইটটি দেখেন এবং যে ডিভিডেন্ডগুলি নগদীকরণ করা হয়নি এবং যে ইকুইটি শেয়ারগুলি অথরিটির ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরের জন্য দায়ী, সেই সংক্রান্ত তথ্য যাচাই করে নেন।

যে সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডাররা ফিজিক্যাল ফর্মে ইকুইটি শেয়ার ধারণ করেন এবং যাদের ইকুইটি শেয়ার অথরিটির ডিমেট অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরের জন্য দায়ী, তারা অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, নিয়মাবলী অনুসারে অথরিটির ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে কোম্পানি তাদের ধারণ করা মূল শেয়ার সার্টিফিকেট (গুলির) পরিবর্তে নতুন শেয়ার সার্টিফিকেট(গুলি) ইস্যু করবে। এই ধরনের ইস্যু হওয়ার পর, তাদের নামে নিবন্ধিত মূল শেয়ার সার্টিফিকেট (গুলি) স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যাবে এবং অ-হস্তান্তরযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। যে সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডাররা ডিম্যাট ফর্মে ইকুইটি শেয়ার ধারণ করেন এবং যাদের ইকুইটি শেয়ার অথরিটির ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরের জন্য দায়ী, তারা দয়া করে মনে রাখবেন যে, কোম্পানি অথরিটির ডিম্যাট অ্যাকাউন্টের পক্ষে শেয়ার স্থানান্তরের জন্য কর্পোরেট অ্যাকশনের মাধ্যমে ডিপোজিটরিকে অবহিত করবে। শেয়ারহোল্ডাররা আরও মনে রাখবেন যে, কোম্পানি কর্তৃক তার ওয়েবসাইটে আপলোড করা বিবরণগুলিকে অথরিটির ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে ইকুইটি শেয়ার স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে নতুন শেয়ার সার্টিফিকেট (গুলি) ইস্যুর জন্য পর্যাপ্ত নোটিশ হিসাবে গণ্য করা হবে এবং বিবেচিত হবে।

শেয়ারহোল্ডাররা মনে রাখবেন যে, দাবি না করা ডিভিডেন্ড এবং অথরিটি/আইইপিএফ অথরিটির ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত শেয়ার উভয়ই, এবং এই ধরনের শেয়ার থেকে প্রাপ্ত সকল সুবিধা, যদি থাকে, নিয়মাবলীতে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করে আইইপিএফ অথরিটির কাছ থেকে ফেরত দাবি করা যেতে পারে। যদি ২৪.১০.২০২৫ তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে কোনো বৈধ দাবি কোম্পানির কাছে না পৌঁছায়, তবে কোম্পানি নিয়মাবলীতে নির্ধারিত শর্তাবলী মেনে চলার উদ্দেশ্যে শেয়ারগুলি অথরিটির ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করবে।

যদি শেয়ারহোল্ডারদের এই বিষয় এবং নিয়মাবলী সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন বা স্পষ্টীকরণ থাকে, তাহলে তারা কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ে অথবা মাহেশ্বরী ডেটামেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড, রেজিস্ট্রার অ্যান্ড ট্রান্সফার এজেন্ট, ২৩, আর.এন. মুখার্জি রোড, ৫ম ফ্লোর, কলকাতা ৭০০ ০০১, ফোন,৯১ ৩৩ ২২৪৮ ২২৪৮/২২৪৩ ৫০২৯; ফ্যাক্স- +৯১ ৩৩ ২২৪৮ ৪৭৮৭; ই-মেইল: mdpldc@yahoo.com-এ যোগাযোগ করতে পারেন।

আইপ্রো ক্যাপিটাল লিমিটেডের পক্ষে
পি. কে. ছাওছাড়িয়া
ডিরেক্টর
DIN : 00200547
স্থান: কলকাতা
তারিখ: ০৪.০৮.২০২৫

KCI
কানোরিয়া কেমিক্যালস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
CIN: L24110WB1960PLC024910, ফোন নং: ০৩৩-৪০৩১৩২০০
নিবন্ধিত কার্যালয়: 'কেসিআই প্লাজা' ২৩সি, আশুতোষ চৌধুরী অ্যাভিনিউ, কলকাতা-৭০০০১৯
ওয়েবসাইট: www.kanoriachem.com, ইমেইল: Investor@kanoriachem.com

পোস্টাল ব্যালট নোটিশ এবং ই-ভোটিং তথ্য

কোম্পানি আইন, ২০১৩ ('অ্যাক্ট') এর ধারা ১০৮ এবং ১১০ এবং অ্যাক্টের অন্যান্য প্রযোজ্য বিধান, যদি থাকে, এবং কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪ ('রুলস') এর রুল ২০ ও রুল ২২, এবং এই বিষয়ে কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স মন্ত্রক কর্তৃক জারি করা সার্কুলার ('এমসিএ সার্কুলার') এবং অন্যান্য সমস্ত প্রযোজ্য আইন ও প্রবিধান অনুসারে এই নোটিশটি জারি করা হয়েছে ২৯শে জুলাই ২০২৫ তারিখের পোস্টাল ব্যালট নোটিশে উল্লিখিত প্রস্তাবগুলো পাস করার জন্য ইলেকট্রনিক উপায়ে ('রিমোট ই-ভোটিং') ভোট দিয়ে কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের অনুমোদন চেয়ে।

বিশেষ প্রস্তাব:
১. কোম্পানির গুরুত্বপূর্ণ সাবসিডিয়ারিতে ১০০% শেয়ারহোল্ডিং হ্রাস এবং বিলগ্নিকরণ বিবেচনা ও অনুমোদন করা।

এমসিএ সার্কুলার মেনে, এই পোস্টাল ব্যালট নোটিশটি ৪ই আগস্ট ২০২৫ তারিখে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে সেইসব সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে, যাদের ই-মেইল ঠিকানা ২৫শে জুলাই ২০২৫ ('কাট-অফ তারিখ') পর্যন্ত কোম্পানির আরটিএ/ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট(গুলি)-এর কাছে নিবন্ধিত আছে। পোস্টাল ব্যালট নোটিশটি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.kanoriachem.com, স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট যেমন বিএসই লিমিটেড, [www.bseindia.com] এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড, www.nseindia.com, এবং এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com-এও পাওয়া যাচ্ছে।

পোস্টাল ব্যালট নোটিশে উল্লিখিত নথিগুলি পরিদর্শনের জন্য উপলব্ধ এবং যে সদস্যরা পরিদর্শন করতে ইচ্ছুক, তারা investor@kanoriachem.com-এ ইমেইল পাঠাতে পারেন। সদস্যদের ভোটাধিকার তাদের হাতে থাকা কোম্পানির পরিশোধিত ইকুইটি শেয়ার মূলধনের আনুপাতিক হবে, যা শুক্রবার, ২৫শে জুলাই ২০২৫ ('কাট-অফ তারিখ') অনুযায়ী নির্ধারিত। রিমোট ই-ভোটিংয়ের সময়কাল মঙ্গলবার, ৫ই আগস্ট ২০২৫ সকাল ৯-০০ টা (আইএসটি) থেকে শুরু হয়ে বুধবার, ৩রা সেপ্টেম্বর ২০২৫ বিকাল ৫-০০ টা (আইএসটি) পর্যন্ত চলবে। এরপর এনএসডিএল দ্বারা ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হবে। একবার কোনো সদস্য কোনো প্রস্তাবের উপর ভোট দিয়ে দিলে, তিনি পরবর্তীতে তা পরিবর্তন করতে পারবেন না। যদি কোনো সদস্যের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি/রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট/ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট(গুলি)-এর কাছে নিবন্ধিত না থাকে, তাহলে এটি নিবন্ধন করার জন্য নিম্নলিখিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করুন-

১. যদি শেয়ারগুলি ফিজিক্যাল মোডে থাকে, তাহলে ফোলিও নং, শেয়ারহোল্ডারের নাম, শেয়ার সার্টিফিকেটের স্ক্যান করা কপি (সামনে ও পিছনে), প্যান (প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান করা কপি), আধার (আধার কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান করা কপি) সহ আরটিএ, সিবি ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস (পি) লিমিটেড-কে rta@cbmsl.com-এ ইমেইল করুন।
২. যদি শেয়ারগুলি ডিম্যাট মোডে থাকে, তাহলে ডিপিআইডি-সিএলআইডি (১৬ ডিজিটের ডিপিআইডি+সিএলআইডি বা ১৬ ডিজিটের বেনিফিশিয়ারি আইডি), নাম, ক্লায়েন্ট মাস্টার স্টেটমেন্ট, প্যান (প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান করা কপি), আধার (আধার কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান করা কপি) সহ আরটিএ, সিবি ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস (পি) লিমিটেড-কে rta@cbmsl.com-এ ইমেইল করুন।

পোস্টাল ব্যালটের ফলাফল রিমোট ই-ভোটিং শেষ হওয়ার ২ (দুই) কার্যদিবসের মধ্যে ঘোষণা করা হবে। উক্ত ফলাফল স্ক্রুটিনাইজার্স রিপোর্টের সাথে বিএসই লিমিটেড এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড-কে জানানো হবে। এছাড়াও, ফলাফলগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.kanoriachem.com এবং এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com-এও আপলোড করা হবে।

যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, তাহলে আপনি শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (এফএকিউএস) এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল দেখতে পারেন, যা www.evoting.nsdl.com-এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ অথবা টোল ফ্রি নং ০২২-৪৮৮৬ ৭০০০-তে কল করতে পারেন বা evoting@nsdl.com-এ অনুরোধ পাঠাতে পারেন।

বোর্ডের আদেশক্রমে
কানোরিয়া কেমিক্যালস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
প্রতিভা জয়সওয়াল
কোম্পানি সেক্রেটারি
মেম্বারশিপ নং- ACS 33981
তারিখ: ৪ঠা আগস্ট ২০২৫
স্থান: কলকাতা

তৃণমূল কাউন্সিলরের ভোটার তালিকায় দু'জায়গায় নাম নিয়ে প্রশ্ন তুললেন শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: এবার ভোটার তালিকায় দু'জায়গায় নাম তৃণমূল নেতার! কবিরুল আলম ডানকুনি পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর আবার ডানকুনি শহর তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি। তাঁর দুটি বুথে নাম রয়েছে। একটি ২০ নম্বর ওয়ার্ডে, একটি ১৯ নম্বর ওয়ার্ডে। বুথ নম্বর যথাক্রমে ২৯১ ও ২৯৭। রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সামাজিক মাধ্যমে এই বিষয়টি ইস্যু করেছেন। তাঁর দাবি, বিহারের মতো পশ্চিমবঙ্গেও দুটো করে নাম রয়েছে ভোটার তালিকায়। বিরোধী দলনেতা তাঁর সমাজমাধ্যমে কবিরুল আলমের দু'জায়গায় ভোটার তালিকায় নাম-ছবি-সহ দিয়ে লিখেছেন, 'পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকায় ভুয়ো ভোটার, মৃত ভোটার, বাংলাদেশি ভোটার, রোহিঙ্গা ভোটারের ছড়াছড়ি।' এসআইআর শুরু হলে বাংলার ভোটার তালিকা থেকে এক কোটি ভোটারের নাম বাদ যাবে বলেও সুর চড়িয়েছেন শুভেন্দু। বিরোধী দলনেতার অভিযোগ প্রসঙ্গে ডানকুনি পুরসভার তৃণমূল কাউন্সিলর কবিরুল আলম জানান, 'তাঁর পৈতৃক বাড়ি রয়েছে ডানকুনির ২০ নম্বর ওয়ার্ডে। ১৯ নম্বর ওয়ার্ডেও তাঁর আরেকটি বাড়ি রয়েছে। তিনি থাকেন ডানকুনি স্টেশনের বিপরীতে একটি আবাসনে, যেটি ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত।' কবিরুল আলমের স্ত্রী জাহেদুন্নেসা ২০১৫-২২ সাল পর্যন্ত ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ছিলেন। ২০২২ সালে ১৯ নম্বর ওয়ার্ড থেকে জয়ী হয়ে তৃণমূলের কাউন্সিলর হন কবিরুল আলম। তিনি বলেন, '১৯৪ চণ্ডীতলা বিধানসভা ডানকুনির ২০ নম্বর ওয়ার্ডে আমার বাবা, আমার দাদা এখ নও থাকেন। সেখানে ইলেকট্রিক মিটারটা আমার নামেই রয়েছে। পরবর্তীকালে ১৯ নম্বর ওয়ার্ডে মৃগালায় আমি জমি কিনি। আমি সেখানকার বর্তমান কাউন্সিলর। ডানকুনি শহর তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি।' তিনি বলেন, 'আমি মৃত নই, বাংলাদেশি রোহিঙ্গাও নই। আমি পিওর ইন্ডিয়ান। বাঙালি।' যদিও তিনি বলেছেন, 'আধার কার্ডের সঙ্গে ভোটার কার্ডের লিঙ্ক থাকে। তাই ১৯ নম্বর ওয়ার্ডে আমি যখন নাম তুলি, স্বাভাবিকভাবেই ২০ নম্বর ওয়ার্ডের নাম কেটে যাওয়া উচিত ছিল। কেন কাটেনি তা জানি না। তবে আমি এবার আবেদন করব নাম বাদ দেওয়ার জন্য।'

উত্তরপাড়ায় 'পাড়ায় সমাধান' কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: সোমবার হুগলির উত্তরপাড়া পুরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের পক্ষ থেকে স্বামী নিসম্বলানন্দ মহিলা কলেজে সরকারের পক্ষ থেকে আয়োজিত হল আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান কর্মসূচি। এখানে ছয়টি বুথের বাসিন্দারা এসে তাঁদের অভাব অভিযোগ জানান। উপস্থিত ছিলেন পুরসভার আধিকারিকেরা। বেশ কয়েকজন বাসিন্দা জানান, 'আমরা এসে আমাদের অভিযোগ নথিভুক্ত করলাম। রাস্তা খারাপ, জল জমছে, পুকুরপাড় বাঁধানো, ড্রেন এই সমস্ত ব্যাপারে অভিযোগ জানালাম।' উপস্থিত ছিলেন এই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তথা উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব। তিনি জানান, 'সাধারণ মানুষের কী কী সমস্যা, আমরা লিপিবদ্ধ করছি। এখানে পুরসভার আধিকারিকেরা আছেন। নোডাল অফিসাররাও আছেন। আমরা এই সমস্ত অভিযোগ লিপিবদ্ধ করে সরকারের কাছে পাঠিয়ে দেব।' প্রায় দেড় মাসব্যাপী কোথাও কোথাও চারটি, আবার কোথাও ছ'টা বুথ নিয়ে চলবে এই কর্মসূচি। পুরসভার চেয়ারম্যান ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, কাউন্সিলর অর্ণব রায়, মিতালী বেজ-সহ অন্যান্যরা।

বিষ্ণুপুরে ফের দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত্যু বৃদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ফের বাড়ির দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত্যু হল এক বৃদ্ধার। ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর থানার রাধানগর গ্রাম পঞ্চায়েতের বনকাটি গ্রামে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতার নাম শেফালি বাউল (৭৫)। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, অন্যান্য দিনের মতোই গতকাল দুপুরে নিজের পাকা বাড়ির সামনে মাটির দেওয়ালের ওপর টালির চালার তৈরি রান্না ঘরে রান্না করছিলেন শেফালি। আচমকাই হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে সেই রান্নাঘরটি। ঘটনায় গুরুতর জখম হন ওই বৃদ্ধা। তড়িঘড়ি ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে তাঁকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে নিয়ে যান পরিবারের লোকজন। সেখানেই রবিবার রাতে ওই বৃদ্ধার মৃত্যু হয়।

এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড
(পূর্বে যা এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড নামে পরিচিত ছিল)
রেজিস্টার্ড অফিস: এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, বৃন্দাবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের কাছে, সান্তাক্রুজ (পূর্ব), মুম্বাই 400 098
CIN No.: L67120MH2008PLC181833
ব্রাঞ্চ অফিস: কলকাতা

L&T Finance

দখল বিজ্ঞপ্তি
[রুল–8(1)]

যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটাইজেশন অ্যাণ্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যাণ্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট 2002–এর অধীনে এল অ্যাণ্ড টি ফিন্যান্স লিমিটেড (পূর্বেকার এল অ্যাণ্ড টি ফিন্যান্স হোল্ডিংস লিঃ)–এর অনুমোদিত আধিকারিক হওয়ায় এবং সিকিউরিটি ইন্টারেষ্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, 2002–এর [রুল 3] সহ পঠিত উক্ত অ্যাক্টের ধারা 13(12) দ্বারা নিহিত ক্ষমতা ব্যবহার করে, দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে পেমেন্ট/আদায় পর্যন্ত অধিকন্তু সুদ ও অন্যান্য মাসুল সহ একত্রে কথিত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে 60 দিনের মধ্যে নিম্নে যুক্ত করা দাবি বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত অর্থ পরিমাণ পরিশোধ করতে ঋণগ্রহীতা/সহ–ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদারদের তলব করে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেন। ঋণগ্রহীতা/সহ–ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ অর্থ পরিমাণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/সহ–ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ এবং সর্বসাধারণের কাছে বিজ্ঞপ্তি দিচ্ছেন যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এই বিজ্ঞপ্তিতে উক্ত রুলের রুল 8 সহ পঠিত উক্ত অ্যাক্টের ধারা 13 অধীনে তাঁর উপর নিহিত ক্ষমতা ব্যবহার করার অধীনে এরমধ্যে বর্ণিত সম্পত্তির দখল গ্রহণ করেছেন।

লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণগ্রহণকারী / রা এবং সহ-ঋণগ্রহণকারী / রা এবং গ্যারেন্টারের নাম	বন্ধকী সম্পত্তির বিবরণ	ডিমান্ড নোটিশ: তারিখ	ডিমান্ড নোটিশ: বকেয়া অ্যাকাউন্ট (₹)	তারিখ এবং পজেশনের গ্রহণের ধরণ
H03502140623023921, H03502250123015109, H03502250123015109G, H035050123015109L	1. পি প্রতীত কুমার – ঋণগ্রহীতা এবং 2. স্বাতী গুপ্তা – সহ–ঋণগ্রহীতা	অনুসূচি – I টাউনশীপের মধ্যেই ''কোলকাতা ওয়েষ্ট ইন্টারন্যাশনাল সিটি''–র মধ্যে এ/08/09 নং থাকা সমগ্র রেসিডেন্সিয়াল রো হাউসের পরিমাপ 130.49 বর্গমিটার যা আর.এস. দাগ নং 250'য়ে কথিত জমির হইতে 968.76 বর্গফুট পরিমাপের বাস্তু জমি সহ 1405 বর্গফুট সুপার বিল্ট আপের সমতুল্য, যা বর্তমানে এল.আর. দাগ নং 270, খতিয়ান নং 1004'য়ে আছে, যেটা সব মিলিয়ে 1.345 কাঠার সমতুল্য, যার ওপর নির্মাণের সঙ্গে একত্রে পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া জেলাতে, থানা – ডোমজুড়ে, মৌজা : বাঁকড়া, জে.এল. নং 55 অধীনে পড়ে এবং কথিত জমি নিম্নরূপে চতুর্সীমা যুক্ত :– পূর্ব – সংলগ্ন ইউনিট নং এ/08/36; পশ্চিম – 12 মিটার চওড়া রো; উত্তর – সংলগ্ন ইউনিট নং এ/08/08; দক্ষিণ – সংলগ্ন ইউনিট নং এ/08/10	09.05.2025	06/05/2025 তারিখের হিসাবে টাঃ 37,27,303.95/- (সাঁইত্রিশ লাখ সাতাশ হাজার তিনশো তিন টাকা এবং পঁচানব্বই পয়সা)	02.08.2025 প্রতীকী দখল

বিশেষ করে ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা এবং গ্যারেন্টর্স এবং সাধারণ জনগণকে সতর্ক করা হচ্ছে তাঁরা যেন এই সম্পত্তির কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনও রকম লেনদেনের জন্য এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড দ্বারা উক্ত ডিমান্ড নোটিশে ঘোষিত অ্যামাউন্ট ধার্য করা হবে একত্রে সেই সঙ্গে পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য চার্জ ডিমান্ড নোটিশের তারিখ থেকে পেমেন্ট / রিয়েলাইজেশন পর্যন্ত ধার্য করা হবে।

তারিখ: 05.08.2025
স্থান: কলকাতা

স্বাক্ষরিত
অনুমোদিত আধিকারিক
এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর তরফে

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

কাসিমবাজার শাখা
৪৬/৬, বাবুল বোনা রোড, পোস্ট ও থানা- বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২ ১০১।
ই-মেইল: C642@indianbank.co.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮ (৬) এর অনুবিধি দেখুন]

সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮ (৬) এর অনুবিধির অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/এবং জামিনদার(গণ) কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি(গুলি) সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার **বাস্তবিক দখল** ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত পাওনাদার) কাসিমবাজার শাখা এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, বকেয়া রাশি পুনরুদ্ধারের জন্য যা ২৪.০৯.২০২৫ তারিখে বিক্রি করা হবে **"যেখানে যেমন আছে", " যা আছে তা আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত পাওনাদার)** কাসিমবাজার শাখা এর বকেয়া রাশি ২১,৯৩,৫২৭.০০ টাকা (একুশ লক্ষ তিরানব্বই হাজার পাঁচশো সাতাশ টাকা মাত্র) ০৪.০৮.২০২৫ অনুযায়ী এবং তদুপরি সুদ/ চার্জ এবং খরচ সহ ঋণগ্রহীতা- হুসেন এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বাধিকারী- ফিরোজা বেগম, স্বামী- প্রয়াত ইসরাইল হুসেন বিশ্বাস, জলঙ্গী রোড, কদবেলতলা, বোয়ালিয়াডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ১০২-এর থেকে পুনরুদ্ধারের জন্য। ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ে আনার উদ্দেশ্যে করা সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে-

ক্র নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	ক) ১. **ঋণগ্রহীতা: হুসেন এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বাধিকারী: ফিরোজা বেগম,** স্বামী- প্রয়াত ইসরাইল হুসেন বিশ্বাস, জলঙ্গী রোড, কদবেলতলা, বোয়ালিয়াডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ১০২। ২. **স্বত্বাধিকারী-তথা-জামিনদার-তথা-বন্ধকদাতা: ফিরোজা বেগম,** স্বামী- প্রয়াত ইসরাইল হুসেন বিশ্বাস, জলঙ্গী রোড, কদবেলতলা, বোয়ালিয়াডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ১০২। ৩. **জামিনদার: নাইফ হুসেন,** পিতা- প্রয়াত ইসরাইল হুসেন। জলঙ্গী রোড, কদবেলতলা, বোয়ালিয়াডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ১০২। **খ) কসিমবাজার শাখা**	**সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন, ফিরোজা বেগমের নামে,** স্বামী প্রয়াত ইসাইল হুসেন বিশ্বাস, কদবেলতলা, বোয়ালিয়াডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২১০২স মোট এরিয়া পরিমাণ ৩.০০ ডেসিমেল, অবস্থিত মৌজা : শিবডাঙ্গা বাদারপুর, জেএল নং ৭৯, প্লট নং (আরএস এবং এলআর) ৩৩৫, খতিয়ান নং এলআর ২৯১২, শ্রেণি-ভিটা, এরিয়া ৩.০০ ডেসিমেল উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ১-৪৪৯৬/২০০০ তারিখ ১২.০৬.২০০০। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : ফিরো আলমের ভবন এবং সম্পত্তি; দক্ষিণে : খালি জমি তাইমুর শেখের; পূর্বে : শ' মিল; পশ্চিমে : রাস্তা।	২১,৯৩,৫২৭.০০ টাকা (একুশ লক্ষ তিরানব্বই হাজার পাঁচশো সাতাশ টাকা মাত্র), ০৪.০৮.২০২৫ অনুযায়ী এবং তদুপরি অতিরিক্ত সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ ও ব্যয় যুক্ত হবে।	**ক) ৩২,২৮,৩০০.০০ টাকা (*)** (বত্রিশ লক্ষ আটাশ হাজার তিনশো টাকা মাত্র) **খ) ৩,২২,৮৩০.০০ টাকা** (তিন লক্ষ বাইশ হাজার আটশো ত্রিশ টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB30284236835** **ঙ) ব্যাংকের কাছে অজানা** **চ) বাস্তবিক দখল**

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপরে হতে হবে

ই-অকশনের তারিখ এবং সময়: তারিখ : ২৪.০৯.২০২৫, সময়: সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ৫.০০ টা
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম, https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট (https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর **হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০,** ইমেইল আইডি- **support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন। পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ এর সঙ্গে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে - **support.BAANKNET@psballiance.com** এ যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন- **https://baanknet.com**
এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ সঙ্গে হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ এ যোগাযোগ করুন।
বিডারদের ওয়েবসাইটে **https://baanknet.com** - এ সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তি টি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ) - এর ও প্রতি

তারিখ: ০৪.০৮.২০২৫, স্থান: কাসিমবাজার **অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস : কলকাতা সেন্ট্রাল
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস,
৩য় এবং ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০ ০০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - ৪ - এ [রুল ৮(৬) -এ বন্দোবস্ত দেখুন]

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর রুল ৮(৬) -এর বন্দোবস্তের সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল এ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে স্থাবর/অস্থাবর পরিসম্পাদি বিক্রয়-এর জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদার(গণ)কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে নিচে বর্ণিত বন্ধকীকৃত/ চার্জকৃত স্থাবর সম্পত্তি যার **প্রতীকী দখল** নিয়েছেন **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, সি. আর. অ্যাভিনিউ শাখা, (সুরক্ষিত ঋণদাতা)** -এর অনুমোদিত আধিকারিক, যা বিক্রি হবে **"যেখানে যেমন আছে", "সেখানে যা আছে",** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে ভিত্তিতে",** আগামী **১০.০৯.২০২৫** তারিখে **মেসার্স ইজ মাই সাপ্লাই** -এর **১৩,৪৮,০১০.৩৯ টাকা ০৩.০৮.২০২৫ অনুযায়ী** এবং ০৪.০৮.২০২৫ থেকে কার্যকর সুদ সহ এবং **মেসার্স পশুপতি ট্যুরস এন লিঙ্কস** -এর **২৫,৪৭,৯৩০.৮৭ টাকা, ০৩.০৮.২০২৫ অনুযায়ী** এবং ০৪.০৮.২০২৫ থেকে কার্যকর সুদ সহ বকেয়া অর্থ পুনরুদ্ধারের জন্য, যা **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক সি. আর. অ্যাভিনিউ শাখা (সুরক্ষিত ঋণদাতা)** এর পাওনা আছে **মেসার্স পশুপতি ট্যুরস এন লিঙ্কস (স্বত্বাধিকারী- শ্রী সুশীল খৈতান)** এবং **মেসার্স ইজ মাই সাপ্লাই (স্বত্বাধিকারী- শ্রীমতী সুমন খৈতান), উভয়ের ঠিকানা-** ২, ব্যারেটো লেন, রুম নং ৩০২, কলকাতা - ৭০০ ০৬৯। **এছাড়াও-** ২, ব্যারেটো লেন, রুম নং ৪০৪, কলকাতা - ৭০০ ০৬৯ -এর থেকে।
ই-নিলাম মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ে আনার উদ্দেশ্যে সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে।

ক্র নং	ক) অ্যাকাউন্ট / ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পাওনা	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	ক) **মেসার্স পশুপতি ট্যুরস এন লিঙ্কস (স্বত্বাধিকারী: শ্রী সুশীল খইতান)** **শ্রী সুশীল খইতান (ঋণগ্রহীতা/স্বত্বাধিকারী-মেসার্স পশুপতি ট্যুরস এন লিঙ্কস)** **শ্রীমতী বিমলা খইতান (জামিনদার)** **শ্রীমতী সুমন খইতান (জামিনদার)** **সকলের ঠিকানা:** ২, ব্যারেটো লেন, রুম নং ৩০২, কলকাতা - ৭০০ ০৬৯। **এছাড়াও:** ২, ব্যারেটো লেন, রুম নং ৪০৪, কলকাতা - ৭০০ ০৬৯। **মেসার্স ইজ মাই সাপ্লাই (স্বত্বাধিকারী: শ্রীমতী সুমন খইতান)** **শ্রীমতী সুমন খইতান (ঋণগ্রহীতা/স্বত্বাধিকারী- মেসার্স ইজ মাই সাপ্লাই)** **শ্রীমতী বিমলা খইতান (জামিনদার)** **শ্রীমতী সুমন খইতান (জামিনদার)** **সকলের ঠিকানা:** ২, ব্যারেটো লেন, রুম নং ৩০২, কলকাতা - ৭০০ ০৬৯। **এছাড়াও:** ২, ব্যারেটো লেন, রুম নং ৪০৪, কলকাতা - ৭০০ ০৬৯। খ) শাখা: সি. আর. অ্যাভিনিউ	**সম্পত্তি ১:** ৩য় ফ্লোরে ৩০২ নং রুমের জমি ও ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, ঠিকানা- ২, ব্যারেটো লেন, ম্যাঙ্গো লেনের কাছে, ওয়ার্ড নং ৪৬, লালবাজার, থানা- হেয়ার স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৬৯। এর পরিমাপ ১৮৩.১২ বর্গফুট। **সম্পত্তিটি শ্রীমতী বিমলা খইতানের (সুশীল খইতানের মা) নামে নথিভুক্ত। চৌহদ্দি:-** উত্তরে- ৩, ব্যারেটো লেন, দক্ষিণে- ১৭এ, ব্রিটিশ ইন্ডিয়া স্ট্রিট, পূর্বে- ২, ব্যারেটো লেন ও ১৬, ব্রিটিশ ইন্ডিয়া স্ট্রিট (আংশিক), পশ্চিমে- ব্যারেটো লেন। **সম্পত্তি ২:** ৪র্থ ফ্লোরে ৪০৪ নং রুম, ঠিকানা- ২, ব্যারেটো লেন, ৪ ম্যাঙ্গো লেনের কাছে, ওয়ার্ড নং ৪৬, লালবাজার, থানা- হেয়ার স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৬৯। এর পরিমাপ ১৬৫.৪৯ বর্গফুট। **সম্পত্তিটি শ্রীমতী সুমন খইতানের (সুশীল খইতানের স্ত্রী) নামে নথিভুক্ত। চৌহদ্দি:-** উত্তরে- ৩, ব্যারেটো লেন, দক্ষিণে- ১৭এ, ব্রিটিশ ইন্ডিয়া স্ট্রিট, পূর্বে- ২, ব্যারেটো লেন ও ১৬, ব্রিটিশ ইন্ডিয়া স্ট্রিট (আংশিক), পশ্চিমে- ব্যারেটো লেন।	**মেসার্স ইজ মাই সাপ্লাই-এর ১৩,৪৮,০১০.৩৯ টাকা ০৩.০৮.২০২৫ অনুযায়ী** এবং ০৪.০৮.২০২৫ থেকে কার্যকর সুদ সহ **এবং মেসার্স পশুপতি ট্যুরস এন লিঙ্কস-এর ২৫,৪৭,৯৩০.৮৭ টাকা, ০৩.০৮.২০২৫ অনুযায়ী** এবং ০৪.০৮.২০২৫ থেকে কার্যকর সুদ সহ	**সম্পত্তি ১ :** **ক) ১৪,৮৩,০০০.০০ টাকা (*)** (চৌদ্দ লক্ষ তিরাশি হাজার টাকা মাত্র) **খ) ১,৪৮,৩০০.০০ টাকা** (এক লক্ষ আটচল্লিশ হাজার তিনশো টাকা মাত্র), যা ই-নিলামের তারিখ ও সময়ের আগে পোর্টালে জমা দিতে হবে। **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB30278369182** **ঙ) ব্যাংকের কাছে অজানা** **চ) প্রতীকী দখল** **সম্পত্তি ২ :** **ক) ১৩,৪০,০০০.০০ টাকা (*)** (তেরো লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা মাত্র) **খ) ১,৩৪,০০০.০০ টাকা** (এক লক্ষ চৌত্রিশ হাজার টাকা মাত্র), যা ই-নিলামের তারিখ ও সময়ের আগে পোর্টালে জমা দিতে হবে। **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB10109735858** **ঙ) ব্যাংকের কাছে অজানা** **চ) প্রতীকী দখল**

যোগাযোগের বিশদ : ৭০০৩৩ ১৫২২৩

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপর হতে হবে

পরিদর্শনের তারিখ : ০১.০৯.২০২৫ থেকে ০৯.০৯.২০২৫; সময় : সকাল ১০.০০টা থেকে বিকাল ০৪.০০টা
ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ : ১০.০৯.২০২৫; সময় : সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ০৫.০০টা
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম : https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেইল আইডি- support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন। **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** এর সঙ্গে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে - **support.BAANKNET@psballiance.com** -এ যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন: **https://baanknet.com** এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, **অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন, হেল্পডেস্ক নং : ৮২৯১২ ২০২২০।**
দরদাতাদের https://baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ) -এরও প্রতি

তারিখ: ০৪.০৮.২০২৫ / স্থান: কলকাতা **অনুমোদিত অফিসার / ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060, 9831919791

AXIS BANK

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিঃ
এ.সি. মার্কেট বিল্ডিং, ১ শেক্সপীয়ার সরণী, ৩য় ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০৭১

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

(সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(১) সঙ্গে পঠিত পরিশিষ্ট-৪ অনুযায়ী)

যেহেতু, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট (সিকিউরিটি) ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর ৩ এর সঙ্গে পঠিত ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিঃ এর অনুমোদিত অফিসার ডিমান্ড নোটিশ জারি করে, উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া অর্থ চুক্তিভিত্তিক সুদের হারে এবং শাস্তিমূলক সুদ, চার্জ, খরচ ইত্যাদি সহ পরিশোধ করার জন্য লোনগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ কে আহ্বান জানায়।
লোনগ্রহীতাগণ/ জামিনদারগণ অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা নিম্নোক্ত লোনগ্রহীতাগণ ও কমনভাবে জনকমনকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে রুল ৮ এর সাথে পঠিত উল্লিখিত আইনের সেকশন ১৩(৪) এর অধীনে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিপরীতে উল্লিখিত তারিখগুলিতে উল্লিখিত বিধিগুলির বলে নিম্নস্বাক্ষরকারী তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে এখানে নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তি/গুলি দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে লোনগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা সম্পত্তি/গুলি নিয়ে লেনদেন যেন না করেন এবং সম্পত্তি/গুলি নিয়ে যে কোনও লেনদেনে এখানে নীচের অ্যাকাউন্ট গুলিতে প্রতিটির সাপেক্ষে উল্লিখিত পরিমাণ এবং ডিমান্ড নোটিশের তারিখ থেকে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণের জন্য সুদ এবং শাস্তিমূলক সুদ, চার্জ, খরচ ইত্যাদি সহ এক্সিস ব্যাঙ্ক লিঃ এর চার্জ সাপেক্ষে হবে।
লোনগ্রহীতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি, সুরক্ষিত সম্পদগুলিকে মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়ের ব্যাপারে।

ঋণগ্রহীতা / জামিনদারের নাম ও ঠিকানা	ক) বর্তমান তারিখে বকেয়া খ) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) দখলের তারিখ
১. **মেসার্স বিনায়ক জি শাড়িস** ৩ স্যার হরিরাম গোয়েঙ্কা স্ট্রিট, ১ম ফ্লোর, কলকাতা, পিন - ৭০০০০৭। ২. **শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী শর্মা (অংশীদার)** পিতা- রাওয়াত মাল শর্মা, বিএ-১১/১৩, রবীন্দ্র পল্লী, জ্যাংড়া, তালতলা, রাজারহাট গোপালপুর (এম), উত্তর ২৪ পরগনা, পিনকোড - ৭০০০০৫৯। ৩. **শ্রীমতী রাজু দেবী প্রজাপতি (অংশীদার)** পিতা- গরু রাম প্রজাপতি ও স্বামী- সঞ্জয় প্রজাপতি, ৭৫/১, শীতলা তলা লেন, হাওড়া, কলকাতা - ৭১২২৩৩। ৪. **শ্রী শ্রবণ কুমার শর্মা** পিতা- প্রয়াত ভানওয়ার লাল শর্মা, বিএ-১১/১৩, রবীন্দ্র পল্লী, জ্যাংড়া তালতলা, রাজারহাট গোপালপুর (মিউ.), উত্তর ২৪ পরগনা, পিনকোড - ৭০০০০৫৯। ৫. **শ্রী সঞ্জয় প্রজাপতি** পিতা- কৈলাশ চন্দ্র, ৭৫/১, শীতলা তলা লেন, হাওড়া, কলকাতা - ৭১২২৩৩। ৬. **ঋদ্ধি সিদ্ধি টেক্সটাইলস, স্বত্বাধিকারী- সাবিত্রী দেবী শর্মা** পিতা- রাওয়াত মাল শর্মা, বিএ-১১/১৩, রবীন্দ্র পল্লী, জ্যাংড়া তালতলা, রাজারহাট গোপালপুর (এম), উত্তর ২৪ পরগনা, পিনকোড - ৭০০০০৫৯।	ক) লোন অ্যাকাউন্ট নং *********৩৬৫৬-এর অধীনে ০৬.০১.২০২৪ তারিখ পর্যন্ত বকেয়া **১,৫২,০৫,৫২৬.২০ টাকা** (এক কোটি বাহান্ন লক্ষ পাঁচ হাজার পাঁচশো ছাব্বিশ টাকা এবং কুড়ি পয়সা) মাত্র। (এই টাকার মধ্যে ৩০.১১.২০২৩ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত)। খ) **০৬.০১.২০২৪** গ) **০১.০৮.২০২৫** (বাস্তবিক দখল)

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ইউনিট নং ৩ডি, পরিমাণ আনুমানিক ১২১৩ বর্গফুট কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৪র্থতলে, ব্লক নং এ, জি-৫ তলা বসবাসের ভবনে নাম সূর্য্য এনক্লেভ, প্রেমিসেস নং এএস/২৫৯/বিআই-জি/০৮, মৌজা : গোপালপুর, জেএল নং ২, এলআর খতিয়ান নং ১০৯৮ এবং ১০৯৯,সিএস দাগ নং ৩৭৫৬ এবং ৩৭৫৭, আরএস এবং এলআর দাগ নং ২৭৭৪ এবং ২৭৭৫, কলকাতা : ৭০০১৩৬, থানা : এয়ারপোর্ট, রাজারহাট গোপালপুর পুরসভার ওয়ার্ড নং ৭ (পুরানো নং ৪), জেলা উত্তর ২৪ পরগনা।
সম্পত্তি শ্রীমতি সাবিত্রী দেবী শর্মার নামে।

ঋণগ্রহীতা / জামিনদারের নাম ও ঠিকানা	ক) বর্তমান তারিখে বকেয়া খ) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) দখলের তারিখ
১. **মেসার্স পাল মেডিকো** প্রেমিসেস নং ২৬/৭০/নতুন, আপার বি.পি.এম.বি সরণি, পোঃ - উত্তরপাড়া, থানা - উত্তরপাড়া, ওয়ার্ড নং - ১০, হুগলী, পিন-৭১২২৩২। ২. **শ্রী শক্তি পদ পাল (স্বত্বাধিকারী)** পিতা- নীরা পদ পাল, ৩১, আপার বি.পি. এম.বি সরণি, উত্তরপাড়া কোতরং মিউ., হুগলী, ভদ্রকালী, পিন-৭১২২৩২।	ক) লোন অ্যাকাউন্ট নং *********৩৫৩২-এর অধীনে ২৫.১০.২০২৪ তারিখ পর্যন্ত বকেয়া **৪৯,৯০,৫৩৩.৭৭ টাকা** (উনপঞ্চাশ লক্ষ নব্বই হাজার পাঁচশো তেত্রিশ টাকা এবং সাতাত্তর পয়সা) মাত্র। (এই টাকার মধ্যে ৩০.০৯.২০২৪ পর্যন্ত সুদ অন্তর্ভুক্ত)। খ) **৩০.১২.২০২৪** গ) **০২.০৮.২০২৫** (প্রতীকী দখল)

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ এক সম্পূর্ণ গুদাম, টাইলস মেঝে, গুদাম নং ২ একতলায়, ব্লক ই, কুমার প্লাজা অ্যাপার্টমেন্ট, লিফট নেই, পরিমাণ আনুমানিক সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৩১৩ বর্গপুট অবস্থিত হোল্ডিং নং ৩১, আপার , বি পি এম বি সরণি, (পুরানো) এবং বর্তমানে ২৬/৭০/নিউ, আপার, বি পি এম বি সরণি, ওয়ার্ড নং ১০, উত্তরপাড়া কোৎরঙ পুরসভা, থানা : উত্তরপাড়া, জেলা : হুগলি, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ৩ কাঠা ১১ ছটাক কমবেশি অবস্থিত মৌজা : ভদ্রকালী, জেএল নং ৯, আরএস খতিয়ান নং ৫০২, এলআর খতিয়ান নং ২৫৯৯, আরএস দাগ নং ১০০০ এবং ৯০১২, এলআর দাগ নং ২০৭২। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : ফ্ল্যাট মালিকগণের ব্যবহারের স্থান; দক্ষিণে : অন্যান্যর অংশ; পূর্বে : ৬.৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ; পশ্চিমে : ফ্ল্যাট নং ১।
সম্পত্তি শ্রী শক্তি পদ পাল এর নামে।

ঋণগ্রহীতা / জামিনদারের নাম ও ঠিকানা	ক) বর্তমান তারিখে বকেয়া খ) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) দখলের তারিখ
১. **মেসার্স মা তারা এন্টারপ্রাইজ (অংশীদারি সংস্থা)** ৬৫৮/১/এ.জি.টি. রোড, শ্রীরামপুর, হুগলী, ওয়ার্ড নং ৮, হুগলী, পিন - ৭১২২০১ ২. **শ্রী তপন কর্মকার (অংশীদার)** পিতা- প্রয়াত শিবু চরণ কর্মকার, ৬৫৮/১/এ.জি.টি. রোড, শ্রীরামপুর, হুগলী, ওয়ার্ড নং ৮, হুগলী, পিন - ৭১২২০১ ৩. **শ্রীমতী পম্পা কর্মকার (অংশীদার)** স্বামী- তপন কর্মকার, ৬৫৮/১/এ.জি.টি. রোড, শ্রীরামপুর, হুগলী, ওয়ার্ড নং ৮, হুগলী, পিন - ৭১২২০১	ক) অ্যাকাউন্ট নং **********২৯২৭-এর অধীনে ৩০.০৪.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত বকেয়া **৩,৯৫,৭০,৮৬৪.০০ টাকা** (এই টাকার মধ্যে ৩০.০৪.২০২৫ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত)। খ) **০২.০৫.২০২৫** গ) **০২.০৮.২০২৫** (প্রতীকী দখল)

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ এক সম্পূর্ণ গুদাম, টাইলস মেঝে, গুদাম নং ২ একতলায়, ব্লক "ই", কুমার প্লাজা অ্যাপার্টমেন্ট, লিফট নেই, পরিমাণ আনুমানিক সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৩১৩ বর্গপুট অবস্থিত হোল্ডিং নং ৩১, আপার , বি পি এম বি সরণি, (পুরানো) এবং বর্তমানে ২৬/৭০/নিউ, আপার, বি পি এম বি সরণি, ওয়ার্ড নং ১০, উত্তরপাড়া কোৎরঙ পুরসভা, থানা : উত্তরপাড়া, জেলা : হুগলি, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ৩ কাঠা ১১ ছটাক কমবেশি অবস্থিত মৌজা : ভদ্রকালী, জেএল নং ৯, আরএস খতিয়ান নং ৫০২, এলআর খতিয়ান নং ২৫৯৯, আরএস দাগ নং ১০০০ এবং ৯০১২, এলআর দাগ নং ২০৭২। **চৌহদ্দি :** উত্তরে: ফ্ল্যাট মালিকগণের ব্যবহারের স্থান; দক্ষিণে: অন্যান্যর অংশ; পূর্বে: ৬.৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ; পশ্চিমে: ফ্ল্যাট নং ১।
সম্পত্তি শ্রী শক্তি পদ পাল এর নামে।

ঋণগ্রহীতা / জামিনদারের নাম ও ঠিকানা	ক) বর্তমান তারিখে বকেয়া খ) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) দখলের তারিখ
১. **মেসার্স দিগ্বিজয় সরকার** শ্রীনগর, পোঃ- হাবরা, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন- ৭৪৩২৬৩। ২. **শ্রী দিগ্বিজয় সরকার (স্বত্বাধিকারী)** পিতা- প্রয়াত মন্টুরঞ্জন সরকার, হাবরা (মিউ), উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪৩২৬৩।	ক) অ্যাকাউন্ট নং **********৭৫৭১-এর অধীনে ২১.১২.২০২৪ তারিখ পর্যন্ত বকেয়া **৬১,০৮,৪৬৪.৬১ টাকা** (একষট্টি লক্ষ আট হাজার চারশো চৌষট্টি টাকা এবং একষট্টি পয়সা) মাত্র। (এই টাকার মধ্যে ৩০.১১.২০২৪ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত)। খ) **২৯.০৪.২০২৫** গ) **০১.০৮.২০২৫** (প্রতীকী দখল)

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ৭.২ শতক , মৌজা : হিজল-পুকুরিয়া, জেএল নং ৮০, আরএস নং ৩০৫, তৌজি নং ১৪, আরএস দাগ নং ৪১৯, এলআর দাগ নং ৬৪৭, ৬৪৮, সিএস খতিয়ান নং ২০৪ , আরএস খতিয়ান নং ৮৮০, হাবড়া পুরসভার ওয়ার্ড নং ১০ অধীন, থানা : হাবড়া, উত্তর ২৪ পরগনা। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : কৃষ্ণ গোপাল সরকারের সম্পত্তি; দক্ষিণে : সত্যরঞ্জন সরকার এবং অন্যান্যর সম্পত্তি; পূর্বে : রঞ্জিত কুমার সরকার এবং দিলীপ কুমার সরকারের সম্পত্তি; পশ্চিমে : ৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ।
সম্পত্তি দিগ্বীজয় সরকারের নামে।

ঋণগ্রহীতা / জামিনদারের নাম ও ঠিকানা	ক) বর্তমান তারিখে বকেয়া খ) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) দখলের তারিখ
১. **মেসার্স সবুজ সাথী** ওয়ার্ড নং, শ্যাম মার্কেট, যশোর রোড, হাবরা, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩২৬৩। ২. **শ্রী সুদীপ কুমার দাস (স্বত্বাধিকারী)** পিতা- বিষ্ণু পদ দাস, হাথুবা, চংদা পার্কের কাছে, হাবরা (এম), উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩২৬৩।	ক) লোন অ্যাকাউন্ট নং *********০৯৯৪-এর অধীনে ৩০.১১.২০২৪ তারিখ পর্যন্ত বকেয়া **৮১,৯১,৯৪০.৫০ টাকা** (একাশি লক্ষ একানব্বই হাজার নয়শো চল্লিশ টাকা এবং পঞ্চাশ পয়সা) মাত্র। (এই টাকার মধ্যে ৩০.১১.২০২৪ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত)। খ) **১২.০২.২০২৫** গ) **০১.০৮.২০২৫** (প্রতীকী দখল)

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
১. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ০.০১ একর অবস্থিত মৌজা : হাটথুবা, জেএল নং ৭৮, এলআর খতিয়ান নং ৮৪১, ৭৭১, (নতুন খতিয়ান নং ৩২৪৩) হাবড়া পুরসভা, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৪১৮, থানা : হাবড়া, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, এবং তদস্থিত সমুদয় নির্মাণ এবং ভবন। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : সি, সাব প্লট জমি ; দক্ষিণে : ৮ ফুট সাধারণ চলার পথ, ; পূর্বে : বি, সাব প্লট জমি; পশ্চিমে : জমি অবস্থিত দাগ নং ৪১৭/১৮৬৯।
২. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ০.১০ একর অবস্থিত মৌজা : হাটথুবা, জেএল নং ৭৮, এলআর খতিয়ান নং ৭৬৩,৮৪১, হাবড়া পুরসভা অধীন, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৪১৭/১৮৬৯, থানা : হাবড়া, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, তদস্থিত সমুদয় ভবন এবং নির্মাণ, ২ তলা ভবন পরিমাণ আনুমানিক ১১০০ বর্গফুট (প্রতি তল এরিয়া ৫৫০ বর্গফুট)। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : ৭ ফুট সাধারণ চলার পথ; দক্ষিণে : ৮ ফুট সাধারণ চলার পথ; পূর্বে : সি, সাব প্লট জমি এবং জমি দাগ নং ৪১৮; পশ্চিমে : ১০ ফুট রোড।
সম্পত্তি সুদীপ কুমার দাসের নামে।

ঋণগ্রহীতা / জামিনদারের নাম ও ঠিকানা	ক) বর্তমান তারিখে বকেয়া খ) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) দখলের তারিখ
১. **মেসার্স রয় টেলিকম** দোকান নং ৪, সংহতি মার্কেট, অশোকনগর, গোলবাজার, উত্তর ২৪ পরগনা, পিনকোড - ৭৪৩২২২। ২. **শ্রীমতী নমিতা রয় (স্বত্বাধিকারী)** স্বামী- বাবু রয়, ৮৪/৭, থানা- অশোকনগর, অশোকনগর কল্যাণগড়, হরিপুর, হাবড়া, পিনকোড - ৭৪৩২২৩। ৩. **শ্রী বান্টি রয়** পিতা- বাবু রয়, ৮৪/৭, থানা.- অশোকনগর, অশোকনগর কল্যাণগড়, হরিপুর, হাবড়া, পিনকোড - ৭৪৩২২৩।	ক) অ্যাকাউন্ট নং **********০৭৩১-এর অধীনে ১৩.০৬.২০২৪ তারিখ পর্যন্ত বকেয়া **৯১,৭২,২৯৯.৩০ টাকা** (একানব্বই লক্ষ বাহাত্তর হাজার দুইশো নিরানব্বই টাকা এবং তিরিশ পয়সা) মাত্র। (এই টাকার মধ্যে ৩১.০৫.২০২৪ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত)। খ) **২৭.১১.২০২৪** গ) **০১.০৮.২০২৫** (প্রতীকী দখল)

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ৫ কাঠা কমবেশি বাস্তু জমি , এলওপি নং ৬০, সিএস প্লট নং ৪৯ (অংশ), মৌজা : তালাবেড়িয়া, জেএল নং ১৭, থানা : হাবড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, সাব রেজিস্ট্রেশন অফিস : বারাসত, তদস্থিত সমুদয় ভবন এবং নির্মাণ বর্তমানে পরিচিত এবং সংখ্যায়িত পুর হোল্ডিং নং ৮৪/৭ পি সি- অশোকনগর, ওয়ার্ড নং ১৮, অশোকনগর কল্যাণগড় পুরসভা অধীন, **চৌহদ্দি :** উত্তরে : এলওপি নং ৬১; পূর্বে : সড়ক; পশ্চিমে : এলওপি নং ৫৯; দক্ষিণে : সড়ক।
সম্পত্তি নমিতা রায় এর নামে।

ঋণগ্রহীতা / জামিনদারের নাম ও ঠিকানা	ক) বর্তমান তারিখে বকেয়া খ) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) দখলের তারিখ
১. **মেসার্স কেম সলিউশন** শপ ১৮, মে ফেয়ার প্লাজা, ১২০ এনএস অ্যাভিনিউ, শ্রীরামপুর, হুগলি, পিনকোড - ৭১২২০১। ২. **শ্রীমতী ইমলি সাহা (স্বত্বাধিকারী)** পিতা- মানবেন্দ্র সরকার ও স্বামী- অমিতাভ সাহা, দেবিকা ম্যানশন, ৩৯, এন এস অ্যাভিনিউ, শ্রীরামপুর, হুগলি, পিনকোড - ৭১২২০১। ৩. **শ্রীমতী শুভ্রা সাহা** স্বামী- মানস কুমার সাহা, দেবিকা ম্যানসন, ৩৯, এন এস এভিনিউ, শ্রীরামপুর, হুগলি, পিনকোড - ৭১২২০১ ৪. **শ্রী অমিতাভ সাহা** পিতা- মানস কুমার সাহা, দেবিকা ম্যানসন, ৩৯, এন এস এভিনিউ, শ্রীরামপুর, হুগলি, পিনকোড - ৭১২২০১	ক) অ্যাকাউন্ট নং **********৬০৯৬-এর অধীনে ৩০.০৪.২০২৪ তারিখ পর্যন্ত বকেয়া **৬৯,৭১,৮৮১.৭১ টাকা** (উনসত্তর লক্ষ একাত্তর হাজার আটশো একাশি টাকা এবং একাত্তর পয়সা) মাত্র। (এই টাকার মধ্যে ৩০.০৪.২০২৪ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত)। খ) **২৭.১১.২০২৪** গ) **০২.০৮.২০২৫** (প্রতীকী দখল)

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সম্পত্তি নং ১ : "সমুদয় প্রেমিসেস", সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির এরিয়া পরিমাণ ১৭ কাঠা ৪ ছটাক ৩৮ বর্গফুট, সমপরিমাণ ২৮৬ সহস্রাংশ এবং তদস্থিত ভবন, আরএস প্লট নং ২৭৬১ এবং ২৭৬২, খতিয়ান নং ১৭১৭ এবং ১৭২৯, জমির আরএস প্লট নং ৩৪৪০ এবং ৩৪৩৯, খতিয়ান নং ২০১৮৫/২, অবস্থিত মৌজা : শ্রীরামপুর, জেএল নং ১৩, আরএস তৌজি নং ২২৭৯, এলআর তৌজি নং ১৮, পুরসভা হোল্ডিং নং ১২০, নেতাজি সুভাষ এভিনিউ, শ্রীরামপুর পুরসভা অধীন, অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রার অফিস শ্রীরামপুর, থানা : শ্রীরামপুর, জেলা : হুগলি।
"বন্ধকদত্ত সম্পদ", উক্ত তপশিল অধীনে, একটি দোকান ঘর, দোকান ঘর নং ১৯, পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ২৫০ বর্গফুট একতলায় পুরসভা হোল্ডিং নং ১২০, নেতাজি সুভাষ এভিনিউ, শ্রীরামপুর, এলআর প্লট নং ৩৪৪০ এবং ৩৪৩৭, খতিয়ান নং ২০১৮৫/২, মৌজা : শ্রীরামপুর, থানা : শ্রীরামপুর, জেলা : হুগলি, এবং জমির যথাযথ ভাগ অংশ।
সম্পত্তি নং ২ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি দোকান ঘর দোকান ঘর নং ১৮, পরিমাণ আনুমানিক সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৪৭৫ বর্গফুট একতলায়, পুরসভা হোল্ডিং নং ১২০, নেতাজি সুভাষ এভিনিউ, শ্রীরামপুর, এলআর প্লট নং ৩৪৪০ এবং ৩৪৩৯, খতিয়ান নং ২০১৮৫/২, মৌজা : শ্রীরামপুর, থানা : শ্রীরামপুর, জেলা : হুগলি, এবং জমির যথাযথ ভাগ অংশ।

তারিখ: ০৫.০৮.২০২৫
স্থান: কলকাতা

স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিঃ

ইয়েমেনে শরণার্থী বোঝাই নৌকো ডুবে মৃত ৬৮, নিখোঁজ অন্তত ৭৪

সানা, ৪ অগস্ট: রবিবার ইয়েমেন উপকূলে শরণার্থী বোঝাই নৌকো ডুবে অন্তত ৬৪ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। দুর্ঘটনার পর অন্তত ৭৪ জন এখনও নিখোঁজ। সোমবার মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনার কথা প্রকাশ্যে এনেছে রাষ্ট্রসংঘের অভিবাসন সংস্থা। দাবি করা হচ্ছে, ওই নৌকোয় ছিলেন ১৫৪ জন যাত্রী। যাঁদের বেশিরভাগই আফ্রিকান।

জানা গিয়েছে, দক্ষিণ ইয়েমেনি প্রদেশ আবিয়ানের কাছে অ্যাডেন উপসাগরে এই দুর্ঘটনা ঘটে। ওই অঞ্চলের স্বাস্থ্য অধিকর্তা আবদুল কাদের বাজামেল জানা, দুর্ঘটনার পর মাত্র ১০ জনকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। এর মধ্যে ৯ জন ইথিয়োপিয়া ও একজন ইয়েমেনের নাগরিক। অসংখ্য মানুষের কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। গভীর রাত পর্যন্ত চালানো হয়েছে তল্লাশি অভিযান। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের তরফে জানা যাচ্ছে, ওই অঞ্চলে দেহ উদ্ধারের কাজ এখনও জারি রয়েছে।

আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (আইওএম) হর্ন অফ আফ্রিকা ও ইয়েমেনের মধ্যবর্তী এই সমুদ্রপথকে অত্যন্ত বিপজ্জনক বলে সতর্ক করেছেন।

প্রয়াত ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শিবু সোরেন

শোকপ্রকাশ মোদী-মমতার

রাঁচি, ৪ অগস্ট: প্রয়াত ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শিবু সোরেন। ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার (জেএমএম) প্রধান শিবু সোরেনের প্রয়াণে শোক প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে দেশের অন্যান্য বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতানেতৃবৃন্দ। সোমবার সকালেই তাঁর মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৮১ বছর।

সূত্রে খবর, বিগত কয়েকদিন ধরেই কিডনি সংক্রান্ত অসুখে ভুগছিলেন জেএমএম নেতা। শারীরিক পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় দিল্লির গঙ্গারাম হাসপাতালের ভেন্টিলেশনে রাখা হয়েছিল তাঁকে। দু'দিন আগেই চিকিৎসকরা জানিয়েছিলেন, তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। তবে তাঁকে ভেন্টিলেশন থেকে বার করে আনা হয়েছিল কি না, সে ব্যাপারে স্পষ্ট কোনও খবর ছিল না। অবশেষে সোমবার মৃত্যু হয় তাঁর।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শিবু সোরেনকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, 'শিবু সোরেনজি ছিলেন মাটির কাছের রাজনৈতিক নেতা। জনগণের প্রতি অবিচল নিষ্ঠার সঙ্গে জীবনের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করেছিলেন তিনি। তিনি বিশেষভাবে আদিবাসী সম্প্রদায়, দরিদ্র এবং অবহেলিতদের ক্ষমতায়নের প্রতি আগ্রহী ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে ব্যথিত। তাঁর পরিবার এবং অনুরাগীদের প্রতি আমার সহমর্মীতা। মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের সঙ্গে কথা বলেছি। ওম শান্তি।'

জেএমএম নেতার প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তিনি লিখেছেন, 'প্রাক্তন ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার প্রতিষ্ঠাতা এবং আমার আদিবাসী ভাই-বোনদের জন্য গুরু দিশম (মহান নেতা) শিবু সোরেনের প্রয়াণে আমি গভীরভাবে শোকাহত। তাঁর পুত্র এবং আমার ভাই বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের প্রতি আমার সমবেদনা। ওনার পুরো পরিবার এবং অনুরাগীদের প্রতি আমার সমবেদনা। আমি ওঁকে খুব ভাল করে চিনতাম। ঝাড়খণ্ডের একটি অধ্যায়ের অবসান হল আজ।'

এর পাশাপাশি 'তৃণমূল নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় শোকপ্রকাশ করে লিখেছেন, 'শ্রী শিবু সোরেনজির মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকাহত। এক বিরাট ব্যক্তিত্ব যাঁর কণ্ঠস্বর প্রজন্মের আদিবাসীদের শক্তি দিয়েছে এবং যার সংগ্রাম ঝাড়খণ্ডের আত্মাকে গড়ে তুলেছে। তাঁর যাত্রা তৃণমূল স্তর থেকে জাতীয় স্তর পর্যন্ত সাহস, ত্যাগ এবং তাঁর জনগণের প্রতি অটল বিশ্বাসের গল্প। তাঁর অনুপস্থিতি একটি শূন্যতা রেখে যাবে যা পূরণ করা যাবে না।'

পকেটে পাক ভোটার কার্ড, চকোলেট

'অপারেশন মহাদেবে' নিহত জঙ্গিদের তথ্য প্রকাশ কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ৪ অগস্ট: বিরোধীদের প্রশ্নের জবাবে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জানিয়েছিলেন, 'অপারেশন মহাদেবে' নিকেশ হওয়া তিন জঙ্গির থেকে পাকিস্তানি ভোটার কার্ড মিলেছে। এবার গোয়েন্দা সংস্থাগুলির প্রকাশ করা রিপোর্টেও উঠে এল সেই তথ্য। শুধু তাই নয়, কবে কীভাবে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে ঢুকল তিন জঙ্গি, সেই নিয়েও বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। গোয়েন্দা সংস্থাগুলির রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে।

গত সোমবার শ্রীনগরের দাচিগাম জঙ্গলে নিরাপত্তারক্ষীদের গুলিতে মৃত্যু হয় তিন জঙ্গির। এই সামরিক অভিযানের নাম দেওয়া হয় 'অপারেশন মহাদেব'। পরে অমিত শাহ জানান, নিহত তিন জঙ্গির নাম সুলেমান, আফগান এবং জিবরান। এই তিন জনকে খাবার জুগিয়ে সাহায্য করেছিল যে ব্যক্তি তাকে আগেই আটক করা হয়েছিল। সেই নিহত জঙ্গিদের দেহ শনাক্ত করেছে। তবে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং কংগ্রেস নেতা পি চিদাম্বরম প্রশ্ন তোলেন, এরাই কি পহেলগাঁও হামলার তিন জঙ্গি? এরা যে পাকিস্তানি জঙ্গি তার প্রমাণ কী?

জবাবে শাহ বলেন, জঙ্গিদের থেকে পহেলগাঁও হামলায় ব্যবহার করা অস্ত্র উদ্ধার হয়েছে। পাকিস্তানি ভোটার কার্ড মিলেছে, তাদের কাছে মিলেছে পাকিস্তানি চকলেটও। এবার সেই একই তথ্য প্রকাশ করল গোয়েন্দা সংস্থাগুলিও। এএনআইয়ের তরফে বলা হয়, প্রাথমিকভাবে ভুল জঙ্গিদের স্কেচ প্রকাশ করেছিল কাশ্মীর পুলিশ। তবে শেষ পর্যন্ত ২৮ জুলাই পহেলগাঁও হামলার জঙ্গিদের নিকেশ করা হয় 'অপারেশন মহাদেবে'র মাধ্যমে।

তাদের থেকে পাকিস্তানি ভোটার কার্ড, চকলেট এবং বায়োমেট্রিক ডেটাবোঝাই মাইক্রো এসডি চিপ মিলেছে। সুলেমান এবং আফগানের পকেট থেকে পাওয়া ভোটার কার্ডে লেখা রয়েছে, তারা যথাক্রমে লাহোর এবং গুজরানওয়ালার বাসিন্দা। এছাড়াও এসডি চিপ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতেও তিন জঙ্গির পাক নাগরিকত্ব প্রমাণ হয়েছে। তারা সকলেই লস্কর-ই-তইবার সদস্য, তার প্রমাণও মিলেছে। অর্থাৎ তিনজনের কেউই স্থানীয় কাশ্মিরি জঙ্গি নয়।

গোয়েন্দা সূত্রে জানা গিয়েছে, জঙ্গিদের ব্যাগে ছিল 'ক্যান্ডিল্যান্ড' এবং 'চকোম্যাক্স', দু'টি চকোলেটের মোড়ক।

সোমবার নয়াদিল্লিতে অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘ- এইমস-এর প্রতিনিধি দলকে সঙ্গে নিয়ে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর সঙ্গে বৈঠক করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিভিন্ন নির্দেশনা গ্রহণ-সহ বর্তমান সময়ে উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব প্রসঙ্গ ও সামাজিক বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় হয়েছে এদিন।

বাংলাকে 'বাংলাদেশি ভাষা' বলায় সরব স্ট্যালিনও: দিল্লি পুলিশের লেখা চিঠি নিয়ে তোলপাড় শুরু হয়েছে দেশের রাজনীতিতে। অভিযোগ, চিঠিতে বাংলা ভাষাকে 'বাংলাদেশি ভাষা' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিষয়টি সামনে আসতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব। তৃণমূল সুপ্রিমো দিল্লি পুলিশের লেখা চিঠিটিকে 'নিন্দনীয়, অপমানজনক, দেশবিরোধী এবং অসাংবিধানিক' বলে তুলে ধরেছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশাপাশি তাঁর চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দল সিপিএম-সহ অন্যান্য দলও এর বিরোধিতা করেছে। এই বিষয়ে এবার মুখ খুলতে দেখা গেল তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিনকেও।

সোমবার এক সরকারি বিবৃতিতে দিল্লি পুলিশের বাংলা ভাষাকে 'বাংলাদেশি ভাষা' শব্দটি ব্যবহারের তীব্র সমালোচনা করে স্ট্যালিন বলেন, 'কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনে দিল্লি পুলিশ বাংলা ভাষাকে 'বাংলাদেশি ভাষা' হিসেবে বর্ণনা করেছে।

ময়দান

সাহাল-লিস্টন জুটিতে বিএসএফ বধ বাগানের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ডুরান্ড কাপের লড়াইয়ে বিএসএফকে ৪-০ গোলে হারালো মোহনবাগান। লিস্টনের জোড়া গোল, একটি করে গোল করেন মনবীর ও সাহাল। গ্রুপ বি -এর সহজতম প্রতিপক্ষ বিএসএফ। ডায়মন্ড হারবারের বিরুদ্ধে ম্যাচে ১-৬ -এ পরাজয়ের সম্মুখীন হয়েছিল বিএসএফ। মোহনবাগানের বিরুদ্ধে হেরে সম্ভবত ডুরান্ড থেকেই ছিটকে গেল বিএসএফ।

ম্যাচের তিন মিনিটে সূর্যবংশীর মিস পাসে সুযোগ নষ্ট করে মোহনবাগান। কিছুক্ষণের মধ্যেই বিএসএফও সুযোগ নষ্ট করে। টম অলড্রেডকে পেরিয়ে বিএসএফের স্ট্রাইকার কিশোরীর খারাপ শটে ব্যর্থ প্রচেষ্টা। ৮ মিনিটে শট নেন মনবীর, বিএসএফ গোলকিপারের হাতে চলে যায় বল। ১২ মিনিটে লিস্টনের পাস থেকে চলে যায়। ২৪ মিনিটে লিস্টনের বাড়ানো বল রোশানের ক্রস থেকে মনবীরের হেডে গোল। প্রথমার্ধে অসংখ্য সুযোগ নষ্ট করে মোহনবাগান। দ্বিতীয়ার্ধে পরিবর্ত হিসেবে নেমে গোল করলেন সাহাল। ৫৩ মিনিটে সাহালের পাস থেকে লিস্টনের গোল। ৫৭ মিনিটে আবারও এই জুটির পুনরাবৃত্তি। ৬১ মিনিটে সাহালের গোল করে ব্যবধানে বাড়ালেন। কোচ হিসেবে এই মরশুমে এটি মোলিনার প্রথম ম্যাচ। একাধিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ফুটবলারদের ফিটনেস দেখে নিলেন তিনি।

অনিরুদ্ধ থাপার শট মাঠের বাইরে

চতুর্থ দিনই সৌরভ বুঝেছিলেন, সিরাজ-প্রসিদ্ধরা এই ম্যাচ বের করবেই

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাইশ গজে আসল রোমাঞ্চ টেস্ট ক্রিকেটে। তা যেন প্রমাণ করল ওভালের পঞ্চম দিনের লড়াই। ওভালে জিতে সিরিজে ভারতের সমতা ফেরানোয় খুশি প্রাক্তন অধিনায়ক ও বিসিসিআইয়ের প্রাক্তন সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ও। সৌরভ প্রশংসায় ভরালেন গিল-সিরাজদের। মহারাজ ম্যাচ শেষের পরই সমাজ মাধ্যমে লেখেন, 'দুর্ধষ টিম ইন্ডিয়া। টেস্ট ক্রিকেটই সেরা ফরম্যাট। শুভমান গিলের নেতৃত্বে থাকা দলের সকল সদস্য, কোচদের অভিনন্দন। বিশ্বের কোনও প্রান্তে সিরাজ তাঁর দেশকে কখনও নিরাশ করেনি। নয়নাভিরাম। প্রসিদ্ধ, আকাশদীপ, জয়সওয়াল, সিরাজ, গিল সকলকে বাহবা।' পঞ্চম দিনে মহাকাব্যিক বীরগাঁথা লিখেছেন মহম্মদ সিরাজ। ভারতের সর্বকালের অন্যতম সেরা অধিনায়ক সিরাজের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হন। ম্যাচ জয়ের পরই সাংবাদিকদের তিনি বলেন, কেউ মানবে কিনা জানি না, তবে চতুর্থ দিনের খেলা শেষেই বুঝতে পেরেছিলাম এই ম্যাচ ভারতই জিতবে। কারণ, সিরাজ-প্রসিদ্ধ যেভাবে বল করছিল, আউটস্ট্যান্ডিং। তারুণ্যের এই ভারত অনেক কিছু করতে পারে, এটা সিরিজের শুরুতেও বলেছিলাম।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

OFFICE OF THE SAINTHIA MUNICIPALITY
P.O.:- SAINTHIA,DIST.:- BIRBHUM
NOTICE INVITING TENDER NO-
e-NIT NO: WBMAD/SM/Engg.Sec/ ELEC/03 of 2025-26

The Chairman of Sainthia Municipality invited tenders for the work of -
Electric work for Double Court Badminton Court at ward no 14 Under Sainthia Municipality.
Tenders Submission closing date:
I) 20.08.2025 at 11.00 A.M
For further details please contact the mentioned office.

Sd/-
Chairman
Sainthia Municipality
Sainthia,Birbhum

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইএলএস/এইচডব্লুএইচ/ ১০/৫৩৮/ইএমইউ/আরটি-৪, তারিখ ৩১.০৭.২০২৫। সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (ইএমইউ), পূর্ব রেলওয়ে, ৫ম তল, রেল যাত্রী নিবাস, হাওড়া স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সিঙ্গল প্যাকেট সিস্টেমে ই-টেন্ডারিংয়ের জন্য ওপেন টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **কাজের নাম ঃ** তারকেশ্বর ইএমইউ স্টেবলিং ইয়ার্ডে ০২ বছরের (৭৩০ দিন) জন্য কর্মীদলের ভিত্তিতে ইএমইউ রেক পরিষ্কারকরণ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৩১,০৪,৬১৪.৮১ টাকা। **বায়না মূল্যঃ** ৬২,১০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০.০০ টাকা। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ৭৩০ দিন। **বন্ধের তারিখ ঃ** ২১.০৮.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২টায়। টেন্ডার নথিপত্র ও অন্যান্য বিশদ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। উক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে টেন্ডারের জন্য বিড জমা করতে হবে। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদন করা হবে না এবং কোনও ম্যানুয়াল অফার জমা হলে গ্রাহ্য না করে সরাসরি বাতিল করা হবে।
(HWH-226/2025-26)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/243/25-26 Dated 04.08.2025	Construction of Old Drain Covered Slab, Close Bamboo Pilling and Brick Wall beside Rammohan Sriti Sangha in Ward No.-08 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.2,89,868.00

Bid Submission end date: **13.08.2025 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001
NIeT-168(2nd Call)/ 2025-2026 alongwith NIeT- 217 to 222/2025-2026 Dated- 04-08-2025
e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil & Electricall works at Purba Medinipur, Nadia, Hooghly, North 24 Parganas and Bankura District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **05-08-2025 after 9.00 am.** Bid submission end date- **22-08-2025 upto 3.00 pm**
Date: 04.08.2025 **Sd/- Executive Engineer**

The West Bengal State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.
ICMARD Building, 6th Floor, 14/2, C.I.T. Scheme-VIII (M), Ultadanga, Kolkata-700 067
NOTICE
Notice Inviting e-Tender from Bonafide and resourceful Contractors/ reputed Engineering Firms / Companies / Engineers' Co-operative Societies having adequate credentials has been issued by The WBSCARD Bank Ltd. under Memo No. 2091/Part-II/Admn./677 dated July 21, 2025 & uploaded in the e-Tender Portal under Tender ID 2025_SCARD_885013_1 for Remodeling of 2nd, 3rd and 4th Floor Bathrooms at North Side of the ICMARD Building – A Training Institute of The WBSCARD Bank Ltd., located at ICMARD Building, 3rd Floor, Block – 14/2, C.I.T. Scheme – VIII (M), Ultadanga, Kolkata – 700067. The last date for submission/uploading of Bid through online is August 18, 2025.
For details, please visit **www.wbtenders.gov.in/www.wbscardb.com/ www.icmard.org**
Sd/-
August 04, 2025 **Managing Director**

The West Bengal State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.
ICMARD Building, 6th Floor, 14/2, C.I.T. Scheme-VIII (M), Ultadanga, Kolkata-700 067
NOTICE
Notice Inviting e-Tender from reputed Companies/Firms/OEM having sufficient experience and adequate credentials has been issued by The WBSCARD Bank Ltd. under Memo No. 45/Part-VIII/Admn./675 dated July 21, 2025 & uploaded in the e-Tender Portal under Tender ID 2025_SCARD_884901_1 for **Supply & Installation of 06 nos. of Window AC Machines** for its **Training Institute – ICMARD**, located at Block – 14/2, CIT Scheme – VIII (M), Ultadanga, Kolkata – 700 067 **& 10 nos. of Split AC Machines** for its **Purulia District Office**, located at Collectorate Compound, beside DIC Building, P.O. & P.S. – Purulia, PIN – 723 101. The last date for submission/uploading of Bid through online is August 18, 2025.
For details, please visit **www.wbtenders.gov.in/www.wbscardb.com/ www.icmard.org**
Sd/-
August 04, 2025 **Managing Director**

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/244/25-26 Dated 04.08.2025	Construction of Concrete Road From Dipu Mandal's Shop to Kathpol Dhalai Bridge at Purba Ghasiara Khal Par in Ward No. - 11 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.6,13,322.00
WBMAD/ULB/ RSM/245/25-26 Dated 04.08.2025	Construction of Concrete Road from Dhiren Poto House to Tapan Pramanik House via Abhisek Prasad House and Dipankar shop to Chiranjit Satpati House at Noapara Aiakyatan in Ward No. - 10 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.6,59,381.00

Bid Submission end date: **13.08.2025 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ই-টেন্ডার/২০২৫/২৫, তারিখঃ ০১.০৮.২০২৫। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ইঞ্জি.), দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর-৭২১৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সামগ্রীর পাশে উল্লিখিত তারিখে **দুপুর ৩টার আগে** ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন এবং টেন্ডারটি **দুপুর ৩.৩০ মিনিটে** খোলা হবে। **ক্র.নং-১। টেন্ডার নংঃ ই-কেজিপি-সাউথ-৪০-২০২৫। কাজের বিবরণঃ** এডিইএন (সাউথ)/খড়গপুরের অধিক্ষেত্রে খড়গপুর-লক্ষ্মণনাথ রোড সেকশনে মিশন ৩০০০ এমটি-র অধীনে পিএসসি স্ল্যাব দ্বারা বর্তমান ব্রিজ স্ল্যাব-এর বদল ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ (৫৭ সংখ্যক ব্রিজ)। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ৮৩,৭২,১৯,৬৮৪.২৪ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ৪৩,৩৬,১০০ টাকা। **ক্র.নং-২। টেন্ডার নংঃ ই-কেজিপি-সাউথ-৪১-২০২৫। কাজের বিবরণঃ** এডিইএন (সাউথ)/খড়গপুরের অধিক্ষেত্রে লক্ষ্মণনাথ রোড-নুয়াগাঁ ময়ূরভঞ্জ রোড সেকশনে মিশন ৩০০০ এমটি-র অধীনে পিএসসি স্ল্যাব দ্বারা বর্তমান ব্রিজ স্ল্যাব-এর বদল ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ (৪৯ সংখ্যক ব্রিজ)। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ৮০,৯৬,৫৩,৭৫৬.১৪ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ৪১,৯৮,৩০০ টাকা। **ক্র.নং-৩। টেন্ডার নংঃ ই-কেজিপি-সাউথ-৪২-২০২৫। কাজের বিবরণঃ** এডিইএন/বালাসোরের অধিক্ষেত্রে নুয়াগাঁ ময়ূরভঞ্জ রোড-ভদ্রক সেকশনে মিশন ৩০০০ এমটি-র অধীনে পিএসসি স্ল্যাব দ্বারা বর্তমান ব্রিজ স্ল্যাব-এর বদল ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ (৭৪ সংখ্যক ব্রিজ)। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ৭৮,৩৩,৮৭,১৩৫.৬৪ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ৪০,৬৬,৯০০ টাকা। **ক্র.নং-৪। টেন্ডার নংঃ ই-কেজিপি-সাউথ-৪৩-২০২৫। কাজের বিবরণঃ** এডিইএন/বালাসোরের অধিক্ষেত্রে ভঞ্জপুর (ভিজেডআর) স্টেশনে ৩.১ মিটার চওড়া ফুট ওভারব্রিজ নির্মাণ। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ২,১৯,৩০,৬৮৮.৮৬ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ২,৫৯,৭০০ টাকা। **ক্র.নং-৫। টেন্ডার নংঃ ই-কেজিপি-সাউথ-৪৪-২০২৫। কাজের বিবরণঃ** (১) এডিইএন (সাউথ)/খড়গপুরের অধিক্ষেত্রে সেফটি ফেন্সিং কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত, ১৩০ কিমি. প্রতি ঘন্টা বা তার বেশি গতিবেগের রুটে, খড়গপুর-ভদ্রক সেকশনে হাইট গেজ ও ড্রেন-এর সংস্থান সমেত পুশিং টেকনিক সহ ২২টি আরসিসি বক্স (২.৫ মিটার x ২.৫ মিটার) নির্মাণ। (২) এডিইএন (সাউথ)/খড়গপুরের অধীনে খড়গপুর ডিভিসনের খড়গপুর-রূপসা সেকশনে পুশিং টেকনিক দ্বারা বর্তমান পাইপড় ব্রিজসমূহের (১০টি) বদল (২য় কল)। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ৪৩,১৯,৬৫,৫৩৭.৬৭ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ২৩,০৯,৮০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** ০ টাকা (ক্র.নং ১ থেকে ৫ প্রতিটির জন্য)। **খোলার তারিখঃ** ২১.০৮.২০২৫ (ক্র.নং ১ থেকে ৫ প্রতিটির জন্য)। **কার্য সম্পাদনের সময়সীমাঃ** ৩৬ মাস (ক্র.নং ১ থেকে ৩ প্রতিটির জন্য), ১২ মাস (ক্র.নং ৪-এর জন্য) এবং ২৪ মাস (ক্র.নং ৫-এর জন্য)। **বিড শুরুর তারিখঃ** ০৭.০৮.২০২৫ থেকে ২১.০৮.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টা পর্যন্ত (ক্র.নং ১ থেকে ৫ প্রতিটির জন্য)। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ/বিবরণ/স্পেসিফিকেশনের জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন ও অনলাইনে তাঁদের বিড জমা করতে পারেন। কোনক্ষেত্রেই এই কাজগুলির জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। **বিঃদ্রঃ-** সম্ভাব্য বিডারগণ সকল টেন্ডারে অংশগ্রহনের জন্য নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন।
(PR-475)

The West Bengal State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.
ICMARD Building, 6th Floor, 14/2, C.I.T. Scheme-VIII (M), Ultadanga, Kolkata-700 067
NOTICE
Expression of Interest (EOI) has been invited by The WBSCARD Bank Ltd. under Memo No. 2137/Admn./639 dated July 15, 2025 & uploaded in the e-Tender Portal under Tender ID 2025_SCARD_ 879071_1 from registered Firms/Vendors having sufficient experience and adequate credentials for selection of **Consultant** for its ICMARD Building situated at Block – 14/2, CIT Scheme – VIII (M), Ultadanga, Kolkata – 700 067 for: -
1. Building Survey for exploring and understanding the Scope of Work for installation of Fire Sprinkler System at remaining areas of ICMARD Building as per prevailing rules and regulations and submission of that Report both in soft and hard mode;
2. Preparation of Drawing of Automatic Fire Sprinkler System (Existing + to be Installed) of ICMARD Building and submission of the said Drawing both in soft and hard mode;
3. Preparation of Estimate (Scope of Work including approximate cost) for Installation of Automatic Fire Sprinkler System as required at remaining areas of ICMARD Building and submission of the said Estimate both in soft and hard mode;

The last date for submission/uploading of Bid through online is August 18, 2025.
For details, please visit **www.wbtenders.gov.in/www.wbscardb.com/ www.icmard.org**
Sd/-
August 04, 2025 **Managing Director**

অ্যাকনিট ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
CIN: L01113WB1990PLC050020
রেজিঃ এবং কর্পো. অফিস: "ইকোস্টেশন", ব্লক বিপি, প্লট নং ৭, সেক্টর ৫, সুইট নং ৫০৪, সল্টলেক, কলকাতা-৭০০০৯১ ফোন: (০৩৩) ২৩৬৭-৫৫৫৫ / +৯১ ৮৪২০০ ৪৭৮০১
ই-মেল : calcutta@acknitindia.com, ওয়েবসাইট : www.acknitindia.com

৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণের সারাংশ
(লক্ষ টাকায় (ইপিএস ব্যতীত))

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৫	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৪
মোট আয় কার্যাদি থেকে	৫৫২৪.৯৪	২৪০৩৭.৪১	৫৭২২.৭১
নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর পূর্ব)	২২৯.৫২	১২১৪.৫৪	২৭২.২৯
নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর পরবর্তী)	১৭০.৭০	৮৯৯.৫১	১৯৮.৪৭
মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য [এই সময়ের লাভ/(ক্ষতি) (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য মোট আয় (কর পরবর্তী)]	১৭০.৭০	৮৯৪.৪৬	১৯৮.৪৭
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৩০৪.০০	৩০৪.০০	৩০৪.০০
অন্যান্য ইক্যুইটি	-	৮,৪২৫.৩৯	-
শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি)			
মৌলিক :	৫.৬২	২৯.৫৯	৬.৫৩
মিশ্রিত :	৫.৬২	২৯.৫৯	৬.৫৩

দ্রষ্টব্যঃ-
১. উপরোক্ত বিষয়টি সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অনুযায়ী স্টক এক্সচেঞ্জে পেশ করা ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত অনিরীক্ষিত ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফরম্যাটের নির্যাস। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট বোম্বাই স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট (www.bseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.acknitindia.com)-তে পাওয়া যাবে।
২. উপরিউক্ত ফলাফল অডিট কমিটি দ্বারা পুনরীক্ষিত এবং পরিচালন পর্ষদের ০৪.০৮.২০২৫ তারিখের সভায় অনুমোদিত।
৩. পূর্ববর্তী সময়ের সংখ্যাগুলিকে পুনর্সজ্জিত এবং পুনর্দলভুক্ত করা হয়েছে চলতি সময়কালে।
৪. আর্থিক ফলাফল এবং সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকদের স্বাধীন নিরীক্ষক প্রতিবেদন বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট (www.bseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (https://www.acknitindia.com/i/financial-information)-এ পাওয়া যাবে।

ডিরেক্টরস বোর্ডের আদেশক্রমে
স্বা/-
শ্রী কৃষাণ সরাফ
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN : 00128999
স্থান: কলকাতা
তারিখ: ০৪.০৮.২০২৫

GPT group
জিপিটি ইনফ্রাপ্রোজেক্টস লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস: জিপিটি সেন্টার, জেসি - ২৫, সেক্টর-৩, সল্টলেক, কলকাতা - ৭০০ ১০৬
CIN- L20103WB1980PLC032872, ওয়েবসাইট- www.gptinfra.in
ই-মেল- gil.cosec@gptgroup.co.in, ফোন-০৩৩ - ৪০৫০ ৭০০০

৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফলের সারাংশ
(₹ লক্ষ -তে)

	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত
		৩০.০৬.২০২৫	৩০.০৬.২০২৪	৩১.০৩.২০২৫
		পর্যালোচিত	পর্যালোচিত	নিরীক্ষিত
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	৩১,২৬৩.৩৬	২৪,১৭২.৮৩	১১৮,৮০৭.১৪
২	নিট লাভ কর পূর্ব সাধারণ কাজকর্ম থেকে	৩,৩২২.০৭	২,১৩৯.৮১	৯,৭৩৭.৫৩
৩	নিট লাভ কর পরবর্তী সাধারণ কাজকর্ম থেকে	২,৪৯৬.৬৪	১,৬০২.৫২	৭,৪০১.২২
৪	বর্ষের জন্য মোট ব্যাপক আয়	৩,১৫৪.০৮	১,৫৭৭.৪৪	৭,৪৬৫.৫৭
৫	ফেস ভ্যালু ₹ ১০/- প্রতিটির ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১২,৬৩৬.৪৬	৫,৮১৭.২০	১২,৬৩৬.৪৬
৬	অন্যান্য ইক্যুইটি (পুনর্মূল্যায়ন মজুত ব্যতীত)			৩৯,৭১৬.৭৫
৭	শেয়ার প্রতি আয় (₹ ১০/- প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নয়)* মৌলিক এবং মিশ্রিত	১.৮৬*	১.৪৪*	৬.৫৫

১ স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলের অতিরিক্ত তথ্য নিম্নে বর্ণনা করা হল : (₹ লক্ষ -তে)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত
	৩০.০৬.২০২৫	৩০.০৬.২০২৪	৩১.০৩.২০২৫
	পর্যালোচিত	পর্যালোচিত	নিরীক্ষিত
(ক) কার্যাদি থেকে মোট আয়	৩০,৯৮২.৬৬	২৩,৬২২.৪৫	১১৫,৯২৬.৪৯
(খ) লাভ কর পূর্ব সাধারণ কাজকর্ম থেকে	২,৯৮৯.৫৭	২,২৯৯.৯৯	১১,৫৯৪.৮২
(গ) লাভ কর পরবর্তী সাধারণ কাজকর্ম থেকে	২,২৫৮.০৫	১,৭৫৩.৭৩	৮,৮৫২.১৬
(ঘ) বর্ষের জন্য মোট ব্যাপক আয়	২,২৫৮.০৫	১,৭৫৩.৭৩	৮,৮৩৩.৪৬

২ উপরোক্তটি ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের কনসোলিডেটেড এবং স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফল, যা সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশনস ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফরম্যাটের নির্যাস। ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের কনসোলিডেটেড এবং স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট (www.bseindia.com এবং www.nseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.gptinfra.in-তেও পাওয়া যাবে।
৩ কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ ১০% হারে অর্থাৎ প্রতি ইক্যুইটি শেয়ারে ₹ ১ করে অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। ফিজিক্যাল এবং ডিম্যাট উভয় আকারে শেয়ারের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ প্রদানের রেকর্ড তারিখ ১১ আগস্ট, ২০২৫ নির্ধারণ করা হয়েছে।
৪ উপরিউক্ত সময়ে কোম্পানির কোনও ব্যতিক্রমী দফা ছিল না।

ডিরেক্টর বোর্ডের পক্ষে
এস. জি. তাঁতিয়া
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN - 00001346
স্থান: কলকাতা
তারিখ : ৪ অগস্ট, ২০২৫

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

টার্গেট

মঙ্গলবার ● ৫ অগস্ট ২০২৫ ● পেজ ৮

রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্সের র‌্যাঙ্ক যেমনই হোক
‘কাউন্সেলিং’-এ করো বাজিমাত !

অবশেষে, দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান! আগামী ৭ অগস্ট প্রকাশিত হবে রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার ফলাফল। ফল প্রকাশের খবরে একদিকে যেমন স্বস্তি; তেমনই ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের কপালে চিন্তার ভাঁজ আরও গভীর হচ্ছে। কারণ, আসল লড়াইটা তো শুরু হবে এখনই। নাম; কাউন্সেলিং। কোন র‌্যাঙ্কে, কোন কলেজ? পছন্দের বিষয়, নাকি ভাল কলেজ; কোনটিকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত? চতুর্দিক থেকে আসা অজস্র পরামর্শ আর তথ্যের ভিড়ে সঠিক দিশা খুঁজে পাওয়া সত্যিই কঠিন হয়ে পড়ে। সামান্য একটি ভুলে স্বপ্নটা হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার ভয় কাজ করে সকলের মনেই। কী ভাবে বাজিমাত করবে কাউন্সেলিং-এ, তা নিয়ে বিস্তারিত জানালেন, অভিজ্ঞ শিক্ষা ও পেশাপরামর্শক **অনিন্দ্য কিশোর**।

দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান, এখন সঠিক সিদ্ধান্তের পালা

গত ২৭ এপ্রিল পরীক্ষা দেওয়ার পর থেকে, ক্যালেন্ডারের পাতা উল্টে গিয়েছে তিন মাসের বেশি। জেইই মেন্স, অ্যাডভান্সড ও নিট; সবার ফলাফল প্রকাশিত। কিন্তু রাজ্য জয়েন্টের রেজাল্টের জন্য, তোমরা চাতক পাখির মতো অপেক্ষা করছিলে। কবে বেরোবে রেজাল্ট? পছন্দের কলেজে সুযোগ হবে তো? এই সব প্রশ্নে, রাতের ঘুম উড়েছিল অনেকেরই। দেরির কারণে, মামলা গড়ায় কলকাতা হাইকোর্ট পর্যন্ত। অবশেষে, আদালতের কড়া নির্দেশে ঘুম ভেঙেছে জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ডের।

আগামী ৭ অগস্ট ফলপ্রকাশের খবরে, দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে মিলেমিশে যাচ্ছে আশা আর উত্তেজনার পারদ। কিন্তু এখানেই লড়াই শেষ নয়, বরং শুরু আসল দৌড়ের। নাম; কাউন্সেলিং। ভাল র‌্যাঙ্ক করার পরেও, সঠিক ভাবে কাউন্সেলিং প্রক্রিয়াটি না বুঝলে, সব পরিশ্রমই জলে যেতে পারে।

কাউন্সেলিং জিনিসটা ঠিক কী?

সহজ ভাষায়, কাউন্সেলিং হল; একটি অনলাইন ‘ম্যাচমেকিং’ প্রক্রিয়া। একদিকে তুমি, তোমার র‌্যাঙ্ক নিয়ে দাঁড়িয়ে। অন্যদিকে রাজ্যের অসংখ্য ইঞ্জিনিয়ারিং, টেকনোলজি, ফার্মাসি ও আর্কিটেকচার কলেজ; তাদের আসন সংখ্যা নিয়ে প্রস্তুত।

ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট এন্ট্রান্স এগজামিনেশন বোর্ড একটি অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে তোমার র‌্যাঙ্ক এবং তোমার পছন্দের তালিকা মিলিয়ে একটি উপযুক্ত আসন বণ্টন করবে। গোটা প্রক্রিয়াটিই হয় অনলাইনে। স্বচ্ছ এবং নিরপেক্ষ ভাবে। এটাই হল কাউন্সেলিং। যেখানে তোমার র‌্যাঙ্কের জোরে, পছন্দের কলেজে ভর্তির ছাড়পত্র মেলে।

কাউন্সেলিংয়ের ‘গোল্ডেন রুল’

বোর্ডের নিয়ম অনুযায়ী, কাউন্সেলিং প্রক্রিয়াটি কয়েকটি ধাপে সম্পন্ন হয়। প্রতিটি ধাপই খুব গুরুত্বপূর্ণ।

ধাপ ১ রেজিস্ট্রেশন ও ফি জমা: ফলপ্রকাশের পর বোর্ডের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে গিয়ে নিজের রোল নম্বর, ইত্যাদি দিয়ে তোমাকে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। সঙ্গে নির্ধারিত কাউন্সেলিং ফি অনলাইনে জমা দিতে হবে।

ধাপ ২ ও ৩ পছন্দের তালিকা: তৈরি ও মক অ্যালটমেন্ট রেজিস্ট্রেশনের পরেই তোমাকে পছন্দের কলেজ ও বিষয়ের তালিকা সাজাতে হবে। এরপর বোর্ড একটি মক অ্যালটমেন্ট প্রকাশ করবে। যা দেখে, তুমি তোমার তালিকা প্রয়োজনে বদলাতে পারবে।

ধাপ ৪ পছন্দ লক করা: নিজের পছন্দের তালিকা চূড়ান্ত করার পর সেটিকে ‘লক’ করতে হবে। একবার লক করে দিলে, সেই নির্দিষ্ট রাউন্ডের জন্য আর তালিকা বদলানো যাবে না।

ধাপ ৫ ও ৬ রাউন্ড ১-এর ফলপ্রকাশ ও আসন গ্রহণ: প্রথমে রাউন্ড-একের ফল বেরোবে। আসন পেলে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনলাইনে ‘সিট অ্যাকসেপটেন্স ফি’ জমা দিয়ে আসনটি সাময়িকভাবে গ্রহণ করতে হবে।

ধাপ ৭ রিপোর্টিং সেন্টারে নথি যাচাই: ফি জমা দেওয়ার পর তোমাকে তোমার আসল নথি নিয়ে নিকটবর্তী রিপোর্টিং সেন্টারে গিয়ে যাচাই করাতে হবে।

ধাপ ৮ আপগ্রেডেশন বা চূড়ান্ত ভর্তি (ফ্রিজ, ফ্লোট, স্লাইড): নথি যাচাইয়ের পর তোমার কাছে তিনটি অপশন থাকবে।

ফ্রিজ: পাওয়া আসনেই চূড়ান্তভাবে ভর্তি হতে চাইলে, এই অপশন বাছতে হবে।

ফ্লোট: পাওয়া আসনটি ধরে রেখে, এর চেয়ে ভাল কোনও পছন্দের জন্য (অন্য কলেজ বা অন্য বিষয়) পরের রাউন্ডে অংশ নিতে চাইলে, ‘ফ্লোট’ করতে হবে।

স্লাইড: পাওয়া কলেজেই থেকে, এর চেয়ে ভাল কোনও বিষয়ের (ব্রাঞ্চ) জন্য পরের রাউন্ডে অংশ নিতে চাইলে ‘স্লাইড’ করতে হবে।

ধাপ ৯ পরবর্তী: রাউন্ড প্রথম রাউন্ডের পর খালি থাকা আসনের জন্য একইভাবে দ্বিতীয় এবং তারপর মপ-আপ রাউন্ডের কাউন্সেলিং হবে।

পছন্দের তালিকা সাজাবে কী ভাবে?

এই তালিকা তৈরির উপরেই তোমার ভবিষ্যৎ অনেকটাই নির্ভর করছে। তাই ঠান্ডা মাথায় পরিকল্পনা করো।

বাস্তবসম্মত স্বপ্ন দেখো: তালিকার প্রথমে তোমার স্বপ্নের কলেজ বা বিষয়গুলি (যেমন, যাদবপুর কম্পিউটার সায়েন্স) রাখো। কিন্তু তারপরই এমন কলেজ ও বিষয়গুলি রাখো যা তোমার র‌্যাঙ্ক অনুযায়ী পাওয়া সম্ভব (যেমন, মাঝারি মানের সরকারি কলেজে ইসিই)। সবশেষে কয়েকটি ‘সেফ’ অপশন (যেমন, নতুন বেসরকারি কলেজে আইটি) রাখো, যেখানে ভর্তি প্রায় নিশ্চিত। একটি ছোট তালিকা না বানিয়ে, অন্তত ৫০-৬০টি পছন্দের একটি দীর্ঘ তালিকা তৈরি করা বুদ্ধিমানের কাজ।

প্রস্তুতি পর্ব: কাউন্সেলিং শুরুর আগে

আসল প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার আগেই কিছু প্রস্তুতি নেওয়া অত্যন্ত জরুরি। এই চেকলিস্টটি তোমাকে মানসিক এবং পরিকাঠামোগতভাবে তৈরি থাকতে সাহায্য করবে।

কী করবে

সব নথি প্রস্তুত রাখো: আগে থেকেই সমস্ত আসল নথি (অ্যাডমিট কার্ড, র‌্যাঙ্ক কার্ড, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের মার্কশিট, কাস্ট/ডোমিসাইল সার্টিফিকেট) ও তার অন্তত দু’টি করে ফটোকপি গুছিয়ে রাখো।

নিয়মিত অফিসিয়াল ওয়েবসাইট দেখো: বোর্ড বা কলেজের ওয়েবসাইটে সব তথ্য দেওয়া হয়। প্রতিদিন অন্তত একবার (wbjeeb.nic.in) ওয়েবসাইটে চোখ বোলাও।

ভাল করে খোঁজ করো: শুধু কলেজের নাম নয়, যে বিষয়টি নির্বাচন করছ, তার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা, পাঠ্যক্রম এবং প্লেসমেন্টের সুযোগ সম্পর্কেও ভাল ভাবে জেনে নাও। প্রয়োজনে বিভিন্ন অনলাইন ফোরামে খোঁজখবর নাও।

সিনিয়রদের সঙ্গে কথা বলো: তোমার পছন্দের কলেজ বা বিভাগের সিনিয়র ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে অনলাইনে (যেমন, লিংক্‌ টিন, ফেসবুক, ইত্যাদি) বা ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করার চেষ্টা করো। তাঁদের বাস্তব অভিজ্ঞতা তোমাকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে।

আর্থিক পরিকল্পনা করে রাখো: কাউন্সেলিং রেজিস্ট্রেশন, সিট অ্যাকসেপটেন্স এবং ভর্তির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ আগে থেকেই প্রস্তুত রাখো। কোন কলেজে কেমন খরচ, তা জেনে নিয়ে অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনা করে রাখলে, শেষ মুহূর্তে হয়রানি হবে না।

সব রসিদ জমিয়ে রাখো: রেজিস্ট্রেশন ফি, সিট অ্যাকসেপটেন্স ফি; সবকিছুর রসিদ যত্ন করে প্রিন্ট করে বা পিডিএফ হিসেবে সেভ করে রাখো। পরবর্তীকালে এগুলি খুব দরকারি প্রমাণপত্র।

কী করবে না

শেষ মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা কোরো না: প্রতিটি ধাপের, বিশেষ করে ফি জমা দেওয়া বা পছন্দ লক করার শেষ দিনের জন্য অপেক্ষা করা বোকামি। প্রযুক্তিগত সমস্যা হতেই পারে।

পাসওয়ার্ড শেয়ার কোরো না: তোমার লগইন পাসওয়ার্ড অত্যন্ত জরুরি এবং ব্যক্তিগত। সবচেয়ে কাছের বন্ধুর সঙ্গেও এটি শেয়ার কোরো না।

অপরিচিত এজেন্টের কথায় ভুলবে না: কাউন্সেলিংয়ের নামে অনেক প্রতারক সংস্থা মাঠে নামে। বোর্ডের ওয়েবসাইটই একমাত্র ভরসা। কারও কথায় প্রভাবিত হয়ে টাকা দিও না।

অন্ধভাবে ট্রেন্ড অনুসরণ কোরো না: সবাই কম্পিউটার সায়েন্স নিচ্ছে বলে তোমাকেও সেটাই নিতে হবে, তার কোনও মানে নেই। নিজের আগ্রহ এবং দক্ষতার উপর ভরসা রাখো। না হলে পরে সমস্যায় পড়তে পারো।

নিয়মকানুন উপেক্ষা কোরো না: কাউন্সেলিংয়ের জন্য বোর্ডের ওয়েবসাইটে যে তথ্যপুস্তিকা বা ইনফরমেশন বুলেটিন দেওয়া হয়, তা খুঁটিয়ে পড়ো। প্রতিটি নিয়ম জানা অত্যন্ত জরুরি। সামান্য ভুলে তোমার আবেদন বাতিল হয়ে যেতে পারে।

না দেখে ফাইনাল সাবমিট কোরো না: পছন্দের তালিকা চূড়ান্ত করার পর বা কোনও তথ্য পূরণ করার পর, ‘সাবমিট’ বোতাম চাপার আগে অন্তত দু’বার পুরোটা মিলিয়ে নাও। সামান্য ভুলও কিন্তু বড় সমস্যার কারণ হতে পারে।

শুধু র‌্যাঙ্ক আর কলেজ নয়!

ভাল র‌্যাঙ্ক এবং একটি নামী কলেজের ট্যাগ নিঃসন্দেহে জরুরি। কিন্তু, সেটাই শেষ কথা নয়। আসল লড়াইটা শুরু হয় কলেজের চার বছর এবং তার পরের জীবনে। তাই শুধুমাত্র প্লেসমেন্টের সর্বোচ্চ প্যাকেজ দেখে বা বন্ধুদের কথায় প্রভাবিত না হয়ে, পেশার আসল জগৎ’টাকে চেনাটা খুব দরকার।

কলেজের পর জীবনটা ঠিক কেমন? বিভিন্ন শাখার বাস্তব চিত্র

কম্পিউটার সায়েন্স, এআই বা আইটি ইঞ্জিনিয়ার: যদি তুমি এই বিষয়টি নির্বাচন কর, তোমার কাজের জগৎ হবে মূলত কোডিং, সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট এবং ডেটা অ্যানালিসিসকেন্দ্রিক। একজন সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে তোমাকে পাইথন, জাভা বা সি-এর মতো ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করে অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে হতে পারে। তোমাকে টিমের সঙ্গে ‘অ্যাজাইল/স্ক্রাম মিটিং’-এ অংশ নিতে হবে। জিটহাব-এর মতো প্ল্যাটফর্মে কোড ম্যানেজ করে ক্রমাগত নতুন প্রযুক্তি শিখতে হবে।

কোর ইঞ্জিনিয়ারিং (মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল, সিভিল): এই শাখাগুলিতে কাজের ধরন অনেকটাই আলাদা। একজন ‘সাইট-ইঞ্জিনিয়ার’ হিসেবে তোমাকে কনস্ট্রাকশন সাইটে গিয়ে কাজের তদারকি করতে হতে পারে। ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে তোমাকে অটোক্যাড বা সলিড ওয়ার্কস্‌ -এর মতো সফটওয়্যার ব্যবহার করে মেশিনের বা যন্ত্রাংশের নকশা তৈরি করতে হবে। আবার, গবেষণা বিভাগে থাকলে নতুন পণ্য তৈরির জন্য নিরন্তর পরীক্ষানিরীক্ষা চালাতে হবে। এখানে ধৈর্য এবং ব্যবহারিক জ্ঞান অত্যন্ত জরুরি।

ফার্মাসিস্ট: ফার্মাসি নিয়ে পাশ করার পর, তুমি যদি কোনও ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থায় যোগ দাও, তা হলে তোমাকে গুড ম্যানুফ্যাকচারিং প্রাকটিস মেনে ওষুধের গুণমান নিশ্চিত করতে হবে। আবার মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে তোমাকে বিভিন্ন ডাক্তারদের সঙ্গে যোগাযোগ করে, নতুন ওষুধ সম্পর্কে তথ্য দিতে হবে।

প্লেসমেন্টের অঙ্ক আসল সত্যিটা কী?

খবরের কাগজে বা বিজ্ঞাপনে আমরা প্রায়ই দেখি, কোনও কলেজের সর্বোচ্চ প্লেসমেন্ট প্যাকেজ বছরে ৫০ লক্ষ বা ১ কোটি টাকা। এই সংখ্যাটা নিঃসন্দেহে আকর্ষণীয়। কিন্তু, কয়েকটি বাস্তব সত্যি জেনে রাখা ভাল।

সর্বোচ্চ প্যাকেজ বনাম গড় প্যাকেজ: এই সর্বোচ্চ প্যাকেজটি সাধারণত এক বা দু’জন ছাত্রছাত্রী আন্তর্জাতিক অফারে পেয়ে থাকে। কলেজের আসল চিত্রটা বুঝতে হলে, ‘গড়-প্যাকেজ’ বা ‘মিডিয়ান-প্যাকেজ’ দেখাটা বেশি জরুরি।

সিজিপিএ-র বাইরেও জগৎ আছে: ভাল নম্বর অবশ্যই দরকার। কিন্তু, আজকের কর্পোরেট জগৎ শুধু নম্বর দেখে না। কলেজের চার বছরে তুমি কী ইন্টার্নশিপ করেছ; তোমার কমিউনিকেশন স্কিল কেমন; তুমি কি কোনও লাইভ প্রজেক্টে কাজ করেছ (যেমন, সিএসই পড়ুয়াদের জন্য জিটহাব প্রোফাইল); এই বিষয়গুলি চাকরির ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা পালন করে।

সাফল্য শুধু কম্পিউটার সায়েন্স, এআই বা আইটি-তে সীমাবদ্ধ নয়। নিজের পছন্দের বিষয়ে দক্ষতা এবং ক্রমাগত শেখার আগ্রহ থাকলে, যে কোনও শাখাতেই তুমি সাফল্যের শিখরে পৌঁছাতে পারো।

শেষ কথা

মনে রেখো, শুধু ভাল র‌্যাঙ্কই শেষ কথা নয়, সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্তই তোমার ভবিষ্যতের ভিত গড়ে দেবে। এই কাউন্সেলিং পর্বটি ঠাণ্ডা মাথায় এবং পরিকল্পনা মাফিক সম্পন্ন করো। তোমাদের সকলের জন্য রইল অনেক শুভেচ্ছা ।

দায়মুক্ত ঘোষণা উপরের দেওয়া সমস্ত তথ্যই বিশ্বস্ত সূত্র এবং আন্তর্জাল থেকে সরল বিশ্বাসে নেওয়া হয়েছে। পাঠক-পাঠিকাদের অনুরোধ করা হচ্ছে, কাউন্সেলিং সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ডের ওয়েবসাইট থেকে ভাল করে যাচাই করে নিতে। এখানে প্রদত্ত তথ্যের অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য (যদি কিছু থাকে), পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনও দায় নেবে না।

সা ত কা হ ন

এইচ এম এডুকেশন সেন্টার বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হল বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

হুগলি: গত ২৬শে জুলাই, এইচ এম এডুকেশন সেন্টার বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হল বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন অধ্যাপক ডক্টর শান্তনু চক্রবর্তী। সম্মানীয় অতিথি হিসেবে ছিলেন পল্লব দাস, অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়, পিয়ালী চক্রবর্তী ও ডক্টর অভিজিৎ মাইতি মত বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ের স্বনামধন্য অধ্যাপক অধ্যাপিকাবৃন্দ। এছাড়াও বিদ্যালয়ের ম্যানেজার ও রেক্টর সুদীপ্তা বোস, বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা সোনিতা রায়, শিক্ষা অধিকর্তা নিতু চট্টোপাধ্যায়, সহ প্রধান শিক্ষিকা মনীষা সিং এবং কার্যনির্বাহী সচিব কল্পনা ডিক্রুজ। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনার মধ্য দিয়ে। এরপর বোর্ডের পরীক্ষায় বিদ্যালয়ের কৃতি শিক্ষার্থীদের পুরস্কৃত করা হয়। বিদ্যালয়ের কৃতিত্বের পরিচয় পেয়ে অতিথিরাও ছাত্র ছাত্রীদের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এক্ষেত্রে অভিভাবকরা বিদ্যালয়ের অবদানের কথা তুলে ধরেন। এছাড়াও বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় কৃতি শিক্ষার্থীদের কৃতিত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ সংবর্ধনা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানের মাঝে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শিক্ষার্থীর প্রতিভার স্বাক্ষর রাখে।অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ভাবে সমস্ত অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান শিক্ষিকা তাঁর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের কৃতিত্বের কথা তুলে ধরেন। অভিভাবকদের উপস্থিতি ও সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহিত করে। সব মিলিয়ে অনুষ্ঠানটি সার্থক রূপ লাভ করে।

আইইএম-এ অনুষ্ঠিত এসিএএম রক্স ২০২৫

ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট (আইইএম), সল্টলেক ও এসিএএম ইন্ডিয়া-র যৌথ উদ্যোগে পূর্ব ভারতে প্রথমবার অনুষ্ঠিত হল এসিএম আরওসিএস (ACM ROCS) 2025। একদিনের গবেষণামূলক এই অনুষ্ঠানে ৩০টিরও বেশি কলেজের প্রায় ২০০ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করেন।

ACM ROCS;রিসার্চ অপরচুনিটিজ ইন কম্পিউটার সায়েন্স;স্নাতক স্তরের পড়ুয়াদের কম্পিউটার বিজ্ঞান গবেষণার একটি সর্বভারতীয় উদ্যোগ। রেসপনসিবল এআই, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং, ৫জি প্রযুক্তি, ক্রিপটোলজি এবং অ্যালগরিদম ডিজাইন-এর মতো বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন আইআইটি খড়গপুর-এর অধ্যাপক সুদীপ মিশ্র, ড. সুদেষ্ণা কোলে,ড. অভিজ্ঞান চক্রবর্তী এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অম্লান চক্রবর্তী ইন্ডিয়ান, স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের বিশেষজ্ঞরা।

অনুষ্ঠানের দায়িত্বে ছিলেন কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগের প্রধান ড. অমর্ত্য মুখার্জী এবং ড. দীপশুভ্র গুহ রায়। বিশেষ সহায়তায় ছিল আইইএম-এর C2IoT।

জগদ্দল ও কাঁকিনাড়া ৯ স্কুলে ‘কুইন্সডম সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতা ২০২৫’

জগদ্দল ও কাঁকিনাড়া অঞ্চলের মোট ৯টি সরকারি বিদ্যালয়ে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হলো ‘কুইন্সডম সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতা ২০২৫’। এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে জগদ্দল শ্রী হরি উচ্চ বিদ্যালয়, জগদ্দল কমলা হাই স্কুল, জগদ্দল শামস উর্দু হাই স্কুল, জগদ্দল ললিতা দেবী বালিকা বিদ্যালয়, অ্যাংলো ইন্ডিয়া হাই স্কুল, কাঁকিনাড়া আর্য বিদ্যালয় (ছাত্র বিভাগ, উচ্চ মাধ্যমিক), কাঁকিনাড়া আর্য বিদ্যালয় (ছাত্রী বিভাগ, উচ্চ মাধ্যমিক), কাঁকিনাড়া হিমাতুল গুরবা হাই স্কুল (উচ্চ মাধ্যমিক) এবং কাঁকিনাড়া উর্দু গার্লস হাই স্কুল (উচ্চ মাধ্যমিক)।

এই বিশাল আয়োজনে মূল সহোযোগিতায় ছিলেন , তাজা টিভি এবং গার্ডেনরিচ শিপ বিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেড। এছাড়াও, সমাজসেবী সুরেশ চৌধুরী এবং তাঁর সংগঠন সদ্ভাবনা স্টুডেন্টস ডেভেলপমেন্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রতিযোগিতায় নবম থেকে একাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা অংশ নেয়। প্রবল বর্ষা সত্ত্বেও প্রায় সাড়ে তিন হাজার ছাত্রছাত্রী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে, যা এই আয়োজনের ব্যাপক জনপ্রিয়তা এবং সফলতা প্রকাশ করে। প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শুধু ছাত্রছাত্রী নয়, সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষক-প্রশিক্ষকদের মধ্যেও ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা গেছে। শেষে, ছাত্র সমাজের পক্ষ থেকে তাজা টিভি এবং তাদের পুরো দলকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়।